মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি বিপদাপদ ও সংকটকালে আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করতে চায়, সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশী বেশী দো‘আ করে’ (*তিরমিযী হা/৩৩৮২*)।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৫তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০২২

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

جلد : ٢٥، عدد : ٩، ذوالقعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিচিতি : আব্দুল মুনঈম যাওয়াবী মসজিদ, মাসকাট, ওমান।

دعوتنا

١– تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين–

٢– نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية–

٣– نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء–

"التحريك" مجلة شهريـــة ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**

Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

সদ্য প্রকাশিত কিছু মোবাইল এ্যাপ

এ্যাপগুলো পেতে স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুন-
https://cutt.ly/aGkuINB

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২

GET ON Google Play

بســم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريــة علميــة دينيــة و أدبيــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

যুলক্বা'দাহ ১৪৪৩ হি.
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৯ বাং
জুন ২০২২ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ *(আছর থেকে মাগরিব)*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

- ◆ **সম্পাদকীয়** ০২
- ◆ **প্রবন্ধ :**
  - ▶ যুবসমাজের অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার ০৩
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ▶ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিখন ফলাফলের গুরুত্ব *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ০৮
    -প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া
  - ▶ হজ্জ ও ওমরাহ সংশ্লিষ্ট ভুল-ত্রুটি সমূহ ১৩
    -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
  - ▶ সুন্নাত আঁকড়ে ধরার ফযীলত *(শেষ কিস্তি)* ২২
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
  - ▶ সাকীনাহ : প্রশান্তি লাভের পবিত্র অনুভূতি ২৮
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
- ◆ **মনীষী চরিত :** ৩৪
  - ▶ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) *(৯ম কিস্তি)*
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- ◆ **কবিতা :** ৪১
  - ▶ ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মরণে
  - ▶ দুর্গম পথের কাফেলা
  - ▶ এই পৃথিবী
  - ▶ সত্য
- ◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২
- ◆ **মুসলিম জাহান** ৪৩
- ◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- ◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
- ◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২৫তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০২২

দেউলিয়া হ'ল শ্রীলংকা!

১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বিগত ৭৪ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে জটিল অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে অগ্রসর অর্থনীতির দেশ শ্রীলংকা। যেখানে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ৪ হাযার ডলারের বেশী। যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ। তাদের ৯৫ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত। তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও দক্ষিণ এশিয়ায় সেরা। দক্ষিণ এশিয়ার পর্যটন আকর্ষণের বড় ঠিকানাও ছিল শ্রীলংকা। ২০১৯ সালে দেশটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়। অথচ বছরখানেক ধরে দেশটির অর্থনীতি কঠিন সংকটে ক্রমে তলিয়ে যাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একেবারে তলানিতে পৌঁছে যাওয়ায় বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করে সংকট মোকাবেলার সামর্থ্য এখন তাদের নেই বললেই চলে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান ঘাটতি জনজীবনে অভূতপূর্ব বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

দীর্ঘ ২৬ বছরের গৃহযুদ্ধ শেষে ২০০৯ সাল থেকে দেশটি দ্রুত ক্রমোন্নতির পথে ছিল। এমনকি উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে দেশটি ঋণ খেলাপী ও দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। এর কারণ সেদেশের সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উচ্চাভিলাষী মেগা প্রকল্প ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত সমূহ। যেমন (১) প্রেসিডেন্ট রাজাপাকসে জনতুষ্টিবাদী পদক্ষেপ নিতে গিয়ে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) হার ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৮ শতাংশ ধার্য করেন। একইসঙ্গে ২ শতাংশ হারের জাতীয় উন্নয়ন কর ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন। ফলে এক বছরেই দেশটির ভ্যাট আদায় কমে যায় প্রায় ৫০ শতাংশ। (২) ২০১৯ সালে কলম্বোর ৩টি হোটেল ও ৩টি গীর্জায় আকস্মিক বোমা বিস্ফোরণে ২৫৩ জন নিহত হয় ও বহু মানুষ আহত ও পঙ্গু হয়। ফলে দেশটির পর্যটন খাতে ধস নামে। যার অবদান তাদের জিডিপিতে ১০ শতাংশ। (৩) প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স অভূতপূর্বভাবে হ্রাস পায়। (৪) এরপরেই ২০২০ সালে শুরু হয় কোভিড সংক্রমণ। পরপর দু'বছর প্রবাসী আয়, পর্যটন ও রফতানী আয় সবকিছু হ্রাস পায়। অথচ অর্থনীতিতে প্রণোদনা খরচ বেড়ে যায়। ফলে বাজেট ঘাটতি বেড়ে ১০ শতাংশে দাঁড়ায়। (৫) ২০২১ সালের মে মাসে অর্গানিক সারের লবিস্ট গ্রুপের পরামর্শে সরকার রাসায়নিক সার আমদানী নিষিদ্ধ করে। ফলে ফসল উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পায়। দেশের দু'টি প্রধান রফতানী পণ্য এলাচি ও দারুচিনি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (৬) হাম্বানটোটা গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের জন্য চীনের কাছ থেকে উচ্চ সূদহারে ১৫ বছরের জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ঋণ নেয় ৩০ কোটি ৭০ লাখ ডলার। এই মেগা প্রকল্প থেকে আয় হয় অতি সামান্য। যা ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ঠ ছিলনা। অবশেষে চীনের কাছেই বন্দরটি স্থায়ীভাবে লীজ দিতে হয় ৯৯ বছরের জন্য। অর্থাৎ এটি এখন চীনের মালিকানাধীন। (৭) কলম্বো সমুদ্র বন্দরের সন্নিকটে মেগা প্রকল্প চায়নিজ সিটি নির্মাণ। (৮) জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে রাজাপাকসে বিমানবন্দর নির্মাণ। যেগুলি ছিল মূলতঃ অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসী প্রকল্প। এসবের জন্য 'আন্তর্জাতিক সভরেন বণ্ডে'র মাধ্যমে শ্রীলংকা প্রচুর বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ করেছিল। যেগুলির ম্যাচিউরিটি শুরু হচ্ছে ২০২২ সাল থেকে। কিন্তু এখন সূদাসলে ঐ বণ্ডের অর্থ ফেরৎ দেওয়ার সামর্থ্য শ্রীলংকার নেই। ফলে নিজেদেরকে ঋণ পরিশোধে অপারগ ঘোষণা করে আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের কাছে 'রেসকিউ প্যাকেজ বা বেইলআউট প্যাকেজে'র জন্য হাত পাতা ছাড়া এখন তার অন্য কোন পথ খোলা নেই।

২০০৯ সালে শ্রীলংকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ও সদ্য পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে শ্রীলংকার গৃহযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার কারণে ভারত থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেন। চীনও শ্রীলংকার ভূরাজনৈতিক অবস্থানের গুরুত্বের বিবেচনায় দেশটিকে নিজেদের প্রভাব বলয়ে নেওয়ার জন্য বেল্ট অ্যাণ্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) আওতায় শ্রীলংকাকে পূর্বে বর্ণিত মেগা প্রকল্প সমূহে ঋণ দেয়। এভাবে একদিকে চীনের ঋণের ফাঁদ, অন্যদিকে ভারতীয় চক্রান্ত এবং বর্তমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ দেশটিকে দেউলিয়া অবস্থায় নিয়ে এসেছে।

কথায় বলে 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়'। বার্লিন ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত টানা পাঁচ বছর দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিল। এর মধ্যে ২০০১ সাল ছিল আওয়ামী লীগ জোট সরকারের শেষ বছর এবং ২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ছিল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শাসনামল। ২০২১ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তানের পরে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। এখানে কোন রাজনৈতিক সংকট নেই। তবে রয়েছে অনেকগুলি জনতুষ্টিবাদী মেগা প্রকল্প। যেমন (১) ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার বুলেট ট্রেন প্রকল্প। ৬ বছর পূর্বে ঘোষিত হ'লেও বর্তমানে এটি স্থগিত (২) কক্সবাজার থেকে রামু ১২ হাযার কোটি টাকা ব্যয়ে রেল লাইন প্রকল্প। যেটা অপ্রয়োজনীয় ও অলাভজনক (৩) প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। অথচ ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশের জন্য কোনরূপ পারমাণবিক প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন নয়। (৪) পূর্বাচলে ১১০ তলাবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু বহুতল ভবন কমপ্লেক্স। (৫) শরীয়তপুরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। (৬) পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া দ্বিতীয় পদ্মা সেতু। বরং এখানে নদীর তল দিয়ে টানেল নির্মাণ করা যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক (৭) নোয়াখালী বিমানবন্দর। (৮) দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্প। অথচ প্রথমটির এক-তৃতীয়াংশ ক্যাপাসিটিও আমরা ব্যবহার করতে সক্ষম হইনি (৯) ঢাকার বাইরে রাজধানী স্থানান্তর প্রকল্প। বরং মূল রাজধানী ঠিক রেখে চারপাশে চারটি 'নিউ ঢাকা' স্থাপন করা যেতে পারে (১০) সৈয়দপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রকল্প। (১১) পদ্মা সেতুর উপরে রেল লাইন প্রকল্প। যার ব্যয় উক্ত সেতু নির্মাণের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। অথচ লাভ অতি সামান্য (১২) পটুয়াখালীতে নির্মিত কয়লা ভিত্তিক পায়রা তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প। যা কয়েক হাযার কোটি টাকা ব্যয়ের পর এখন বাতিল করা হয়েছে। অথচ শুরুতেই বিশেষজ্ঞগণ এথেকে নিষেধ করেছিলেন (১৩) মাতারবাড়ী কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। যা ৬ হাযার ৭০০ মানুষের অকাল মৃত্যু ডেকে আনবে (১৪) রাশিয়া কর্তৃক নির্মিতব্য রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। যা বাংলাদেশের সবচাইতে বড় প্রকল্প। অথচ রাশিয়া তার চেরনোবিল এবং জাপান তার ফুকুশিমা পারমাণবিক চুল্লী বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। (১৫) দেশব্যাপী মহাসড়ক গুলি ফোর লেনে পরিণত করার প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ কর্মসূচী। যা দুর্নীতির একটি বিশাল ক্ষেত্র। (১৬) বাগেরহাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প। যা শুরুতেই পরিত্যক্ত হওয়া উচিৎ ছিল। অথচ পরিবেশবান্ধব সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। যা বঙ্গোপসাগরের উপকূল জুড়ে এবং নদীগুলির দুই পাড় বরাবর ও দেশের বাড়ী-ঘর সমূহের ছাদে স্থাপন করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এরপরেও কর্ণফুলী নদীর উভয় পার্শ্বে চট্টগ্রাম বন্দর সম্প্রসারণ করা আবশ্যক।

মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি পোষাক রফতানী ও প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। এ দু'টি খাতে এবং কৃষি খাতে ধস নামলে আমাদের অর্থনীতি মহাসংকটে পড়বে। সবশেষে আমাদের প্রস্তাব : সর্বাগ্রে প্রশাসনকে ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত করুন। অতঃপর দেশী-বিদেশী সকল প্রকার সূদী ঋণের ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব অর্থায়নে যতটুকু সম্ভব ততটুকু উন্নয়ন করুন! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

যুবসমাজের অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার

মূল (আরবী) : ড. সুলায়মান আর-রুহাইলী
*-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

[মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ ফ্যাকাল্টির উছূলে ফিক্বহ বিভাগের শিক্ষক এবং মসজিদে কোবার ইমাম ও খত্বীব শায়খ সুলায়মান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী (৫৫) ইসলামের ভিতরে অনুপ্রবেশকারী বাতিল আক্বীদা ও ফিরক্বা সমূহের বিরুদ্ধে সোচ্চার সমসাময়িক সালাফী বিদ্বানদের অন্যতম। তিনি একাধারে বিশিষ্ট দাঈ, লেখক, গবেষক এবং সমালোচক এবং ধর্মতাত্ত্বিক। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হ'ল (১) শারহু উছূলিছ ছালাছাহ (২) ক্বাওয়ায়েদু তা'আরুযিল মাছালেহ ওয়াল মাফাসেদ (৩) ইমাম রাযী লিখিত 'আল-কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' বইয়ের তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ (৪) আত-তা'রীফাতুল উছূলিইয়াহ (৫) আল-ই'লাম বিল আইম্মাতিল আরব'আতিল আ'লাম। শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- বিভ্রান্ত খারেজীদের ব্যাপারে পিতাকে নছীহত, আইএসরা খারেজী, তাক্বওয়াই রিযিক্বের ভিত্তি, কখন এবং কিভাবে সন্তানকে ছালাতের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, পরিবারের প্রতি সদাচারণ, আল্লাহ্র পরীক্ষার অর্থ বান্দাকে ভালবাসা, প্রশংসাকারীর মুখে ধুলা নিক্ষেপ, জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব, স্বামী-স্ত্রীর সুখী জীবন, সালাফী মানহাজ ইত্যাদি। একবার তিনি যুবসমাজের অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে মাসজিদুল ক্বোবাতে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। যা পরবর্তীতে 'ইনহিরাফুশ শাবাব : আসবাবুহু ওয়া ওয়াসাইলু ইলাজিহী' শিরোনামে আরবীতে প্রকাশিত হয়। সমকালীন প্রেক্ষাপটে বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এর বঙ্গানুবাদ পাঠকের সমীপে পত্রস্থ হ'ল (সম্পাদক)]।

সম্মানিত উপস্থিতি!

আমরা সমবেত হয়েছি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর শহর মদীনাতে। এ মদীনা কতই না অনুগ্রহপুষ্ট! এতো সেই মদীনা, যাকে আল্লাহ অনেক মাহাত্ম্য ও ফযীলতে ধন্য করেছেন। এতো সেই মদীনা, যার ভালবাসা ঈমান ও সুন্নাতের পরিচায়ক। নবী করীম (ছাঃ) তাকে ভালবাসতেন। তিনি যখন সফর থেকে ফিরতেন তখন মদীনায় সত্বর প্রবেশের নিমিত্ত তাঁর বাহনকে দ্রুত তাড়া করতেন। আমরা আল্লাহ্রই ঘর সমূহের মধ্য থেকে একটি ঘরে জমায়েত হয়েছি। যে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, '(উক্ত জ্যোতি থাকে) মসজিদ সমূহে, যেগুলিকে আল্লাহ মর্যাদামণ্ডিত করার এবং সেখানে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করার ও সকাল- সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ তেলাওয়াতের আদেশ দিয়েছেন। (মসজিদ আবাদকারী) ঐ লোকগুলি হ'ল তারাই, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন বহু হৃদয় ও চক্ষু আতংকে বিপর্যস্ত হবে। যাতে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী করে দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে চান তাকে অপরিমিত রূযী দান করে থাকেন' *(নূর ২৪/৩৬-৩৮)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً، 'যে ব্যক্তি নিজের বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করার পর আল্লাহ্র গৃহগুলোর (মসজিদগুলোর) কোন একটির পানে আল্লাহ্র একটি ফরয আমল (ছালাত) সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যায়, তখন তার প্রতি দু'টি পদক্ষেপের একটিতে পাপ মুছে যায় এবং অন্যটিতে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়'।[১]

অন্য হাদীছে তিনি অনেকগুলো কল্যাণময় গুণের উল্লেখ করেছেন। হাদীছটির ভাষা এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার নানা কষ্ট থেকে কোন একটি কষ্ট দূর করবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসের তার কষ্টসমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। আর যে কোন সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তির সঙ্কট লাঘব করবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার সঙ্কট লাঘব করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে। আর যে ব্যক্তি বিদ্যা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কোন একটা রাস্তা ধরে চলবে আল্লাহ সেজন্য তার জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা সহজ করে দিবেন। আর যখন কোন একদল লোক আল্লাহ্র ঘরসমূহ থেকে কোন একটি ঘরে জমায়েত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব তেলাওয়াত করে এবং নিজেদের মধ্যে তা পঠন-পাঠন করে তখন তাদের উপর প্রশান্তি নেমে আসে, (আল্লাহ্র) দয়া তাদের আচ্ছাদিত করে নেয়, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে ধরেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থজনদের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছনে ঠেলে নিয়ে যায় বংশমর্যাদা তাকে অগ্রগামী করতে পারে না'।[২]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) মসজিদের একটি মজলিসে এসে বললেন, কি উদ্দেশ্যে তোমরা এখানে বসেছ? তারা বলল, جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ، قَالَ آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا

* *ঝিনাইদহ।*

১. *মুসলিম হা/৬৬৬।*
২. *মুসলিম হা/২৬৯৯, মিশকাত হা/২০৪।*

إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي، أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ ‘আমরা আল্লাহ্‌র যিকির বা আলোচনার্থে বসেছি। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা কি এতদ্ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে বসনি? তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে বসিনি। তিনি বললেন, শোনো, তোমাদের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলার জন্য আমি কসম কেটে এ কথা বলিনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আমার যে সাহচর্যের সম্পর্ক সেই তুলনায় আমার থেকে কম হাদীছ বর্ণনাকারী কোন ছাহাবী নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার তাঁর ছাহাবীদের এক মজলিসে এসে উপস্থিত হন। তিনি তাদের বলেন, কি উদ্দেশ্যে তোমরা এখানে বসেছ? তারা বলল, আমরা এখানে বসে আল্লাহ্‌র যিকির করছি এবং তিনি যে আমাদের ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং ইসলাম দ্বারা আমাদের অনুগৃহীত করেছেন সেজন্য তার প্রশংসা করছি। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, কেবল এই উদ্দেশ্যেই তোমরা বসেছ? তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা কেবল এই উদ্দেশ্যেই বসেছি। তিনি বললেন, শুনো, তোমাদের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলার জন্য আমি কসম কেটে এ কথা বলিনি। বরং জিব্রীল এসে আমাকে খবর দিলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করছেন’।[৩]

মুবারকবাদ জানাই আল্লাহ্‌র সেই বান্দাদের, যাদের নিয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন! মসজিদে নববীর পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শহর মদীনায় দ্বিতীয় যে মসজিদ নির্মিত হয় সেই ‘ক্বোবা মসজিদে’ আমাদের এই জমায়েতের ফল কি হ’তে পারে, একটু ভেবে দেখুন! এ মসজিদ তো প্রথম দিন থেকেই তাক্বওয়ার বুনিয়াদে নির্মিত হয়েছে। যেমন করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদ প্রথম দিনেই তাক্বওয়ার বুনিয়াদে নির্মিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো পায়ে হেঁটে এবং কখনো বাহনে চড়ে এ মসজিদ যিয়ারত করতে আসতেন।

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا، রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি শনিবারে (কখনো) পায়ে হেঁটে এবং (কখনো) বাহনে চড়ে ক্বোবা মসজিদে আসতেন’।[৪] ক্বোবা মসজিদ যিয়ারতে তিনি লোকেদের উৎসাহও যুগিয়েছেন। এক হাদীছে তিনি বলেন, مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ، ‘যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে পবিত্রতা অর্জন করে ক্বোবা মসজিদে আসবে তারপর সেখানে ছালাত আদায় করবে তার জন্য এক ওমরা পরিমাণ ছওয়াব মিলবে’।[৫]

আমরা এখানে সমবেত হয়েছি জুম‘আর রাতে, যা কিনা দিবসকুলের নেতৃস্থানীয় রাত। এ দিন আল্লাহ তা‘আলা বিশেষভাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতকে প্রদান করেছেন। তিনি ইহুদীদের এ দিনের দিশা দেননি। তাদের বরাদ্দ দিন শনিবার। খৃষ্টানদেরও এ দিনের হদিছ মেলেনি। তারা পেয়েছে রবিবার। আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতকে এ দিনের দিশা প্রদান করেছেন। ফলে তাদের বরাদ্দ দিবস হয়েছে জুম‘আর দিন। অনন্তর আমরা সেই মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানাই, যিনি আমাদের জন্য সম্মানিত স্থান ও সম্মানিত সময় যেমন মিলিয়েছেন, তেমনি যেন তিনি আমাদের সদিচ্ছা পোষণের মর্যাদা দান করেন। তিনি যেন আমাদেরকে খাঁটি মনে তার জন্য কাজ করার সামর্থ্য দান করেন এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করেন। তিনি যেন আমাদেরকে বানান কল্যাণের চাবি ও অকল্যাণের তালা।

সম্মানিত ভাইয়েরা!

সবরকম কল্যাণ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ধরাধামে পাঠিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যা কিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন তা-ই ছিরাতুল মুস্তাক্বীম তথা ইসলামের সোজা পথ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ‘বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। যা একাগ্রচিত্ত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না’ *(আন‘আম ৬/১৬১)*। তিনি আরও বলেন, وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ‘আর এটাই তোমার প্রতিপালকের সরল পথ। আমরা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি’ *(আন‘আম ৬/১২৬)*। তিনি আরো বলেন, وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ‘আর নিঃসন্দেহে তুমি তাদেরকে সরল পথের দিকে আহ্বান করে থাক’ *(মুমিনূন ২৩/৭৩)*। তিনি আরো বলেন, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ‘অতএব তোমার প্রতি যা অহি করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথের উপর রয়েছ’ *(যুখরুফ ৪৩/৪৩)*।

ভাইয়েরা আমার!

মুসলিম মাত্রেই দিনে অনেক বার আল্লাহ্‌র কাছে ছিরাতুল মুস্তাক্বীম লাভের জন্য দো‘আ করে থাকে। ছালাতের প্রতি রাক‘আতে সে সূরা ফাতিহা পড়তে আদিষ্ট। সূরা ফাতিহাতে রয়েছে ‘আপনি আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করুন’ *(ফাতিহা ১/৬)*। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) যা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তা সবই রহমত ও হেদায়াত এবং যে তা আঁকড়ে ধরে থাকবে সে সোজা পথ প্রাপ্ত হবে। এরশাদ হয়েছে, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ

৩. *মুসলিম হা/২৭০১, মিশকাত হা/২২৭৮।*
৪. *বুখারী হা/১১৯৩।*
৫. *ইবনু মাজাহ হা/১৪১২; ছহীহ তারগীব হা/১১৮১।*

مُسْتَقِيمٍ، ‘আর কিভাবে তোমরা কাফের হ’তে পার, অথচ তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করা হচ্ছে। আর তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল অবস্থান করছেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত হবে’ *(আলে ইমরান ৩/১০১)*।

এই সোজা পথের উপর অটল-অবিচল থাকার প্রতি আল্লাহ মানব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ‘নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তার উপর অবিচল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০)*।

আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। যখন তারা ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর অবিচল থাকবে তখন একসময় তাদের কাছে ফেরেশতারা নেমে আসবে। তারা তাদেরকে সুসংবাদ শুনাবে যে, তোমাদের ভয় পাওয়ার ও চিন্তার কিছু নেই। তোমরা তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাত লাভের সুসংবাদ গ্রহণ করো। সুতরাং যে অবিচল থাকবে দুঃখ-বেদনা তার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না, তার অন্তরে ভয়-ভীতি জায়গা পাবে না। তার জন্য থাকবে সুসংবাদ এবং উন্নতমানের জীবিকা। আল্লাহ বলেন, وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا- ‘যদি তারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহ’লে আমরা তাদেরকে প্রচুর বারিবর্ষণে সিক্ত করতাম। যাতে আমরা তাদেরকে এর দ্বারা পরীক্ষা করতে পারি। কিন্তু যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তিনি তাকে কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাবেন’ *(জিন ৭২/১৬-১৭)*।

আমার ভাইয়েরা!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে পথে চলেছেন সে পথের বাইরে আর কোন পথ আছে কি, যার উপর অবিচল থাকার কথা বলা হয়েছে? তিনিই তো এই উম্মতের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে দৃঢ়তার পথে প্রথম পা বাড়িয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ‘অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ সেভাবে দৃঢ় থাক’ *(হূদ ১১/১১২)*। এ আদেশ শুধু তাঁর একার সাথেই খাছ নয়, বরং অনাগত কাল পর্যন্ত যারা তাঁর দেখানো পথে চলবে তাদের জন্যও একই আদেশ। আল্লাহ বলেন, ‘এবং তোমার সাথে যারা (শিরক ও কুফরী থেকে) তওবা করেছে তারাও’ *(হূদ ১১/১১২)*। বস্তুত সত্য পথে অবিচল থাকার মহত্ত্ব ও গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এ আদেশে মুমিনদেরও যুক্ত করা হয়েছে।

আমাদের হাবীব, আমাদের নবী, আমাদের ইমাম এবং আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও আল্লাহ্‌র পথে অবিচল থাকার একই আদেশ উম্মতকে শুনিয়েছেন। সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلاً لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، ‘ইসলাম সম্পর্কে আমাকে আপনি এমন একটা কথা বলে দিন, আপনার পরে আমাকে আর কাউকে যা জিজ্ঞেস করতে হবে না’।

দেখুন, কি দামী প্রশ্ন! কত দামী জিজ্ঞাসা!! কোন মুমিন যখন এ প্রশ্ন শুনবে তখন প্রশ্নের জবাব কানে প্রবেশের আগে তার অন্তরে এ কথা ঢোকা উচিত যে, কার মুখ থেকে সে জবাবটা শুনছে? সে কি তার হাবীব, তার নবী (ছাঃ)-এর মুখ থেকে এ জবাব শুধু এজন্য শুনতে চাচ্ছে যে, জবাব শুনে তার অন্তর শান্তি পাবে, আর হ্যাঁ হ্যাঁ করে সে মাথা দোলাবে? না, কখনই তা নয়। তিনি প্রশ্নটা করেছিলেন এজন্য যে, উত্তরটা তার জন্য একটি প্রতীক হবে এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে তার মহব্বতের স্বাক্ষর হবে। তাই তিনি বলছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলাম সম্পর্কে আমাকে আপনি এমন একটা কথা বলে দিন যা আপনার পরে আমাকে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না।

জবাবে তিনি বললেন, قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ ‘বল’, আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম। তারপর এ কথার উপর অবিচল থাক’।[৬] অন্য এক হাদীছে তিনি বলেছেন, اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، ‘তোমরা (আল্লাহ্‌র পথে) অবিচল থাক। যদিও তোমরা তা কখনই পুরোপুরি কুলিয়ে উঠতে পারবে না। আর জেনে রেখ, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হচ্ছে ছালাত। আর যত্ন সহকারে ওযু মুমিন ছাড়া কেউ করে না’।[৭]

আল্লাহ তা‘আলা ছিরাতুল মুস্তাক্বীম বা সোজা পথ একটাই বলে উল্লেখ করেছেন। নানা পথের পথিক হওয়ার দরুন সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া থেকে তিনি সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ‘আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ’লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা (ভ্রান্ত পথ সমূহ থেকে) বেঁচে থাকতে পার’ *(আন‘আম ৬/১৫৩)*।

আমাদের প্রভু আমাদেরকে এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, হেদায়াত অবিচলতার মধ্যে নিহিত। আর ছিরাতুল মুস্তাক্বীম

৬. *মুসলিম হা/৩৮।*
৭. *ইবনু মাজাহ হা/২৭৭।*

ছাড়া অন্য পথে গমনে বিপদগামী হ'তে হবে। তিনি বলেন, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، 'অতঃপর যে ব্যক্তি মুখের উপর ভর দিয়ে চলে, সেই সুপথপ্রাপ্ত, নাকি যে ব্যক্তি সরল পথের উপর সোজা হয়ে চলে (সেই-ই সুপথপ্রাপ্ত)?' *(মুলক ৬৭/২২)*।

দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে এ কথাও জানিয়েছেন যে, আমরা যাতে আল্লাহ্র সোজা পথে চলতে না পারি এবং বিপদগামী হই সেজন্য শয়তান আল্লাহ্র সোজা পথের উপর নাছোড়বান্দা হয়ে বসে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। অভিশপ্ত শয়তানের কথা তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، 'সে বলল, যে আদমের কারণে আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সেই আদম সন্তানদের পথভ্রষ্ট করার জন্য আমি অবশ্যই আপনার সরল পথের উপর বসে থাকব। অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব তাদের সামনে, পিছনে, ডাইনে, বামে, সবদিক দিয়ে। আর তখন আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না' *(আ'রাফ ৭/১৬-১৭)*।

শয়তান তাই বনু আদমকে পথহারা করার জন্য অনেক পথ খাড়া করেছে। অন্য সব পথে চলাই হচ্ছে অধঃপতন ও বিচ্যুতি। এটাই আল্লাহ্র পথ ছেড়ে শয়তানের পথে যাত্রা। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সামনে একটা রেখা টানলেন, তারপর বললেন, এটা আল্লাহ্র রাস্তা। তারপর তার ডানে বামে অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন, এগুলো অনেক রাস্তা। এর প্রত্যেকটা রাস্তায় একটা করে শয়তান মোতায়েন রয়েছে। সে তার দিকে আসার জন্য ডাকছে। তারপর তিনি (সূরা আন'আমের ১৫৩ নং আয়াত) তেলাওয়াত করলেন, 'আর এটিই আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা এ পথেই চল এবং অন্য সব পথে চল না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। এ নির্দেশ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। আশা আছে যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলবে'।[৮]

ভাইয়েরা দেখুন, আল্লাহ্র পথ একটাই। তা হচ্ছে ছিরাতুল মুস্তাক্বীম তথা সোজা পথ। আর অধঃপতন হচ্ছে এ পথ থেকে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়া, অন্য রাস্তা ধরে চলা। অধঃপতন কখনো বাড়াবাড়ির ফলে হয়, আবার কখনো ছাড়াছাড়ির ফলে হয়। কখনো সন্দেহের ফলে দেখা দেয়, কখনো কুপ্রবৃত্তির তাড়নাতে হয়। কখনো ফরয দায়িত্বে অবহেলার দরুন হয়, কখনো নিষিদ্ধ হারামে লিপ্ত হওয়ার ফলে হয়। কখনো বা বিদ'আতের ছড়াছড়ির ফলে হয়।

যুবসমাজই তো সমাজের মূল শক্তি। তারাই সমাজের খুঁটি। যে কোন সমাজ ও জাতির সুস্থতা নির্ভর করে তার যুবসমাজের সুস্থতার উপর। অপরদিকে যুবসমাজ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে সে সমাজ ও জাতির ভাগ্যাকাশে ঘোর অমানিশা নেমে আসে।

ভাইয়েরা আমার!

এজন্যই দেহের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের যে ভূমিকা জাতির ক্ষেত্রে যুবসমাজেরও সেই ভূমিকা। হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকলে যেমন সারা দেহ সুস্থ থাকে; আর তা খারাপ হয়ে পড়লে সারা দেহ সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তদ্রূপ যুবসমাজ ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর চললে পুরো সমাজ ও জাতি ইসলামের ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর সহজেই চলবে। কিন্তু তারা ছিরাতুল মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হ'লে, তাদের মধ্যে দ্বীনদারীর অভাব ঘটলে পুরো সমাজে দ্বীনহীনতার কুপ্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। যুবকদের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় শিশুসুলভ আচরণ লক্ষ্য করা যায়। তারা আল্লাহ্র ইবাদতে যত্নবান হ'তে চায় না। কিন্তু এ সময়ের ইবাদতের মূল্য অত্যধিক। তাই তো হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ– 'যেদিন আল্লাহ্র বিশেষ ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) এমন যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করেছে (৩) এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে (৪) এমন দু'জন ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবেসে একত্রিত হয় এবং পৃথক হয় (৫) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সুন্দরী ও অভিজাত নারী (ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য) আহ্বান করে, তখন সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি (৬) এমন ব্যক্তি যে গোপনে ছাদাক্বা করে কিন্তু তার বাম হাত জানতে পারে না যে তার ডান হাত কি ব্যয় করে (৭) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রুধারা প্রবাহিত করে'।[৯]

উক্ববা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْجَبُ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বিস্ময়বোধ করেন সেই যুবকের প্রতি, যার মধ্যে ছেলেমি বা শিশুসুলভ আচরণ নেই'।[১০]

---

৮. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬; ইবনু মাজাহ হা/১১; মিশকাত হা/১৬৬।*

৯. *বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১।*

১০. *আহমাদ হা/১৭৪০৯; ছহীহাহ হা/২৮৪৩।*

ইসলামের ইতিহাসে এবং আমাদের সমসাময়িক কালে অনেক যুবকের আল্লাহ্র ইবাদতে কাটানোর বহু চিত্তাকর্ষক উদাহরণ রয়েছে। তারপরও বহু যুবক আজ অধঃপাতে নিপতিত। তবে তাদের অধঃপতনের মাত্রা ও ধরনের মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। তাদের কেউ কেউ অধঃপাতে যাওয়ার পরক্ষণে তার বিপদ আঁচ করতে পারে, কি করুণ পরিণতি দাঁড়াবে তা বুঝতে পারে এবং তার প্রভু ও তার শাস্তিকে ভয় করে। ফলে তারা যা করে ফেলেছে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং সেই পাপ-পঙ্কিলতা ও বিচ্যুতি থেকে দ্রুতই সরে আসে। পরবর্তীতে তারা এ ধরনের কাজে আর জড়িত হবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে। দেখা যায়, তারা মূল্যবোধের অবক্ষয় জাতীয় কাজ এবং তার প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকে। অনুতাপেরই নাম তওবা। আর পাপ থেকে তওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মতই।

তাদের কেউ কেউ এরূপ অধঃপতনে যাওয়ার যে কি বিপদ ও যন্ত্রণা তা বুঝতে পারে। এসব কাজের ক্ষতি, কাজকর্ম এলোমেলো হয়ে যাওয়া এবং মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ার কথা তাদের মনে জাগরুক থাকে। এজন্য তারা ইসলামের পথে অবিচল থাকার ইচ্ছা মনে মনে কামনা করে, মনের প্রশান্তি ও নিরাপত্তার কথাও ভাবে; কিন্তু কুপ্রবৃত্তি এবং জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান তাদের মনকে পরাস্ত করে ফেলে। ফলে তারা তাদের রবের দিকে ফেরার চিন্তা থেকে সরে আসে এবং নিজেদের বিচ্যুতির উপর অনুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

এ ধরনের অধঃপতিতদের বেলায় সুপথে ফেরার আশা করা যায়, আবার অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যাওয়ার ভয়ও থেকে যায়। এ বিষয়ে একটি হাদীছ প্রণিধানযোগ্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ زَادَ، زَادَتْ، فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) 'যখন কোন মুমিন পাপ কাজ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তওবা করে পাপ পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায় তাহ'লে তার অন্তর ঝকঝকে নির্মল হয়ে যায়। আর যদি সে পাপের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় তাহ'লে কালো দাগও বাড়তে থাকে। এটাই সেই মরিচা যার কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'কখনই না। বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে'।[১১]

তাদের কেউ কেউ নিজের অবস্থার কোন খবরই রাখে না। প্রতিদিন অধিকাংশ সময় তারা অবৈধ, বেআইনী ও কদর্য কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। ভয় হয়, ঐ অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু এসে পড়ে কি-না। অপরদিকে আল্লাহ বলেন, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا 'আর ঐসব লোকদের তওবা কবুল হবে না, যারা মন্দকর্ম করতেই থাকে, যতক্ষণ না তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং বলে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা কবুল হবে না ঐসব লোকের, যারা মৃত্যুবরণ করে কাফের অবস্থায়। আমরা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ৪/১৮)*।

কিছু অধঃপতিত এমন আছে, যারা বাতিকগ্রস্ত, সন্দেহপ্রবণ ও খুঁতখুঁতে স্বভাবের। তারা নিজেদেরকে জান্নাতের প্রথম কাতারের লোক মনে করে। তাদের চারপাশে সমাজের যেসব লোক রয়েছে তাদেরকে তারা নীচু নযরে দেখে। এ বৃত্তও ছোট হ'তে হ'তে একসময় তারা নিজেদের ভাইদেরও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। এমনকি উম্মতের আলেম সমাজ ও মাতা-পিতাকেও তারা নিজেদের থেকে অনেক নীচে ভাবতে থাকে। তারা মনে করে, ইসলাম শুধুই তাদের মতো কতিপয় যুবকের মধ্যে আছে।

প্রিয় দ্বীনী ভাইয়েরা!

এই শ্রেণীর অধঃপতিতরা সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক। কেননা এরূপ অধঃপতনের শিকার মানুষগুলো জানতেই পারে না যে তারা গুমরাহ ও পথহারা। বরং তারা ভাবে যে, তারা নেক কাজের সাগর থেকে সদাই আঁজলা ভরে পান করছে। সুতরাং তওবার কথা তাদের মনে কখনই জাগে না। তাদের দু'কান ও অন্তর তালাবদ্ধ। ফলে তারা কোন সত্য ও অপ্রিয় কথা শুনতে চায় না। কখনো কখনো তারা আল্লাহ্র ঘরের উপরও বাড়াবাড়ি করে বসে। মসজিদসমূহে লেকচারদানের যেসব প্রচারপত্র লাগানো থাকে তাদের মনে না ধরলে তারা সেগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলে। অথচ এ কাজ তাদের অধিকারভুক্ত নয়। তারা হক কথা শোনে না, হকের ডাকে সাড়া দেয় না এবং হকের কাছে আসে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিদ'আতীর জন্যে তওবার রাস্তা পর্দাবৃত করে রাখেন, যে পর্যন্ত না সে তার বিদ'আত পরিত্যাগ করে'।[১২]

অবস্থা যখন এমন বিপজ্জনক তখন ওদের প্রতি অনুকম্পা এবং নিজেদের ও আমাদের ভাইদের অবস্থা যাচাইয়ের মানসে আমি আমার ভাইদের সামনে আলোচ্য বিষয়ে সংক্ষেপে যুবসমাজের অধঃপতনের কিছু কারণ ও তার প্রতিকার তুলে ধরা ভালো মনে করেছি। মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমরা সবাই মিলে যাতে আল্লাহ্র পথে অবিচল থাকতে পারি এবং অধঃপতন ও অনুশোচনার পথ হ'তে দূরে থাকতে পারি সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে কথাগুলো আপনাদের সামনে নিবেদন করছি।

(ক্রমশঃ)

---

১১. *মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; মিশকাত হা/২৩৪২।*

১২. *ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৪২০২; ছহীহ তারগীব হা/৫৪।*

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিখন ফলাফলের গুরুত্ব

*-প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪) সামাজিক দায়িত্বশীলতার দক্ষতা (Scoial Responsibily Skill) :

সামাজিক দায়িত্বশীলতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ব্যক্তিক এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে সম্মান করা। নিজ আচরণের সামাজিক পরিণতি সম্পর্কে সংবেদনশীল হওয়া এবং দায়িত্বশীল আচরণ করা। সামাজিক সম্প্রীতি, ভাতৃত্ব ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক। সাধারণভাবে শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু ক্রমেই বস্তুবাদিতা, ভোগপ্রবণতা এবং মৃত্যু পরবর্তী জবাবদিহিতা সম্বন্ধে উদাসীনতা বৃদ্ধির কারণে মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যায় এবং সামাজিক দায়িত্ব লোপ পায়। ফলে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, সামাজিক নিপীড়ন, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, অস্থিতিশীলতা, অশান্তি, সামাজিক বৈষম্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বহির্বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক দায়িত্বকে একটি ‘লার্নিং আউটকাম’ হিসাবে নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে, যাতে ছাত্রদের মাঝে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়।

সামাজিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। সামাজিক দ্বন্দ্ব সর্বব্যাপী। সর্বস্তরে চলছে ব্যাপক সামাজিক নিপীড়ন ও অশান্তি। আমাদের সমাজের বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক দায়িত্বকে একটি ‘লার্নিং আউটকাম’ হিসাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে সমাজের উপকার হবে বলে আশা করা যায়।

বাস্তবায়ন কৌশল : (১) যেকোন নতুন চিন্তাকে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য সেই চিন্তাকে প্রমোট করতে হয়, যাতে সকলে ভালোভাবে তা অবগত হয়, আগ্রহী হয়ে উঠে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ফলে তারা আইডিয়াটিকে বাস্তবায়ন করার জন্য সৃজনশীলতা ও অধ্যাবসায়ের সাথে চেষ্টা করে যাবে। তাই সামাজিক দায়িত্ব ও দক্ষতাকেন্দ্রিক ‘লার্নিং আউটকাম’টি ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্যদের মাঝে প্রমোট করতে হবে। শিক্ষকরা বিভিন্ন চলমান কোর্সে সৃজনশীলতার সাথে সামাজিক দায়িত্বকে হাইলাইট করে নানা রকমের চর্চা ও অনুশীলনী উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করবেন। এক্ষেত্রে কেইস স্টাডিজ, বিশেষ বক্তব্য, সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রজেক্টগুলোতে শিক্ষা সফর ইত্যাদি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে ‘সামাজিক দায়িত্ব দক্ষতার’ বিষয়টিকে একটি অধ্যায় হিসাবে কোন মানানসই কোর্সে সংযোজন করা যেতে পারে অথবা একে একটি স্বতন্ত্র কোর্স হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

(২) সামাজিক দায়িত্ব ও দক্ষতাকে একটি ‘লার্নিং আউটকাম’ হিসাবে প্রয়োগ করার জন্য কতগুলো সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নকারী মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। যেগুলোর মাধ্যমে ছাত্রদের দ্বারা সম্পাদিত সামাজিক দায়িত্ব সংক্রান্ত বিষয় মূল্যায়ন করা হবে। যেমন- (১) কোন একটি কাজ, সিদ্ধান্ত বা পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত সামাজিক দায়িত্ব এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের উপর সম্ভাব্য প্রভাব কতটা আন্তরিকতার সাথে শনাক্ত করতে পারছে (২) কতটা স্বচ্ছতার সাথে যুক্তিসঙ্গত সামাজিক মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস বুঝতে সক্ষম হচ্ছে (৩) কোন নীতি বা কাজের সামাজিক প্রভাব কতটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারছে এবং (৪) সামাজিক দায়িত্ব সংক্রান্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের ব্যাপারে কতটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারছে।

(৩) বর্তমানে চলমান বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা রয়েছে, যেগুলো মূলতঃ সামাজিক দায়িত্ব পালনের ঘাটতির কারণে উদ্ভূত হয়েছে। যেমন পথশিশু, ভিক্ষুক, অবহেলিত বিকলাঙ্গ নাগরিক, পরিত্যক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সড়কের বিশৃঙ্খলা, যত্রতত্র ময়লা ফেলা, সরকারী সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ ও নানা রকম হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা, নানা প্রকার সামাজিক নিপীড়ন, ফুটপাথ ও রাস্তা দখল ইত্যাদি বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের দ্বারা বিভিন্ন প্রজেক্ট করানো যেতে পারে। এছাড়াও এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা যায়, আলোচক এনে তাদের বক্তব্য শুনার ব্যবস্থা করা যায় বা এইসব সমস্যা সংক্রান্ত স্থানে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা যায়। উপরন্তু ছাত্রদেরকে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রগুলিতে স্বেচ্ছাসেবী পরিষেবা দিতে অনুপ্রাণিত করা যায়। এরকম নানামুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রদের মাঝে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা এবং সেসব পালনে উদ্বুদ্ধ করে যেতে হবে।

(৫) নৈতিক দায়িত্বের দক্ষতা (Ethical Responsibility Skill) :

নৈতিক দায়িত্বের দক্ষতা হচ্ছে কোন একটি ক্ষেত্র বা প্রসঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত একাধিক নীতি এবং মূল্যবোধ সনাক্ত, ব্যাখ্যা ও কাজে পরিণত করার ক্ষমতা। সমাজের অখণ্ডতা, শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং পরিবেশের সুরক্ষার জন্য নাগরিকদের নৈতিক দায়িত্ব পালন অপরিহার্য। সাধারণত ব্যক্তিগত লাভের জন্য নৈতিক দায়িত্বের প্রতি অবহেলা করা হয়। চরম বস্তুবাদের সাথে নৈতিক দায়িত্বের একটা পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক আছে। কেননা চরম বস্তুবাদ চর্চা ব্যক্তিগত লাভকে অন্যের ভোগান্তির বিনিময়ে হ’লেও মুখ্য করে তুলে এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে ভুলিয়ে দেয়। সমাজে আজ নৈতিক দায়িত্বের অধঃপতন সর্বত্র দৃশ্যমান। অনৈতিকতা যেন একটি সঙ্কটে পরিণত হয়েছে। সামাজিক অখণ্ডতা, শান্তি, স্থিতিশীলতা, ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতা প্রায় বিলুপ্তির পথে। অতীতে শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রভাবে শিক্ষিত নাগরিকরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নৈতিকতাবোধ এবং সামাজিক

** প্রফেসর (অবঃ), লুইজিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা; কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এ্যাণ্ড মিনারেলস্, সঊদী আরব; সুলতান ক্বাবূস ইউনিভার্সিটি, ওমান।*

দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হ'তেন। কিন্তু আজ শিক্ষিত সমাজের মাঝেই সর্বাধিক নৈতিক দায়িত্বের স্খলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নৈতিক দায়িত্ববোধের দক্ষতাকে একটি 'লার্নিং আউটকাম' হিসাবে ব্যাবহার করে ছাত্রদের নৈতিক দায়িত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও নৈতিক দায়িত্বের দক্ষতাকে একটি 'লার্নিং আউটকাম' হিসাবে শনাক্ত করে এই ব্যাপারে ছাত্রদের অবগতি, আগ্রহ ও প্রয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারে। নৈতিক দায়িত্বের দক্ষতাকে একটি 'লার্নিং আউটকাম' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার একটি উদাহরণ হচ্ছে 'শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত সমাধানগুলিতে নৈতিক বিবেচনার সাথে রায় প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে'।

বাস্তবায়ন কৌশল : (১) নৈতিক দায়িত্ববোধকে সকল স্টেকহোল্ডার যেমন ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের কাছে প্রমোট করে এই ধারণার গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে অবহিত এবং আগ্রহী করে তুলতে হবে। উপরন্তু ক্লাসরুমের শিক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈতিক দায়িত্বের বিষয়টি হাইলাইট করতে হবে বিভিন্ন উপায়ে। যেমন আলোচনা, কেইস স্টাডিজ, সৃজনশীল অনুশীলনী, কোন কোর্সের সাথে একটি নতুন অধ্যায় যোগ করা বা একটি নতুন কোর্স চালু করা ইত্যাদি।

(২) ছাত্রদের নৈতিক দায়িত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্য অগ্রগতির মূল্যায়ন করা অপরিহার্য। সেজন্য বিভিন্ন সৃজনশীল প্রজেক্ট করাতে হবে এবং সেগুলোকে নির্ধারিত মানদণ্ড দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়নকারী মানদণ্ডের উদাহরণ হ'ল- (ক) ছাত্ররা প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে বিশদভাবে পুরো নৈতিক দ্বন্দ্ব কতটা স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারছে (খ) পরিণতি বিবেচনা করে ঠিক কি সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা কতটা যুক্তিসংগতভাবে নির্ধারণ করতে পারছে (গ) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সকল স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করতে পারছে কতটুকু (ঘ) বহু সংখ্যক বিকল্প সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে সেগুলোর প্রতিটিকে সচেতনভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে কতটুকু এবং (ঙ) যৌক্তিক এবং ব্যবহারিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সুফারিশ কতটা স্পষ্ট হয়েছে। মূলতঃ এগুলো আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক, ছাত্র ও পরিচালকগণ ঠিক করবেন।

(৩) ছাত্রদেরকে নৈতিকতা সম্বন্ধে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ক্লাসের বাইরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। যেমন আলোচনা সভা, সেমিনার, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এগুলো কর্তৃপক্ষ, ছাত্র বা উভয়ের উদ্যোগে হ'তে পারে।

(৬) তথ্য-প্রযুক্তির দক্ষতা (Information Technology Skill) **:**

তথ্য-প্রযুক্তির দক্ষতা হ'ল- প্রযুক্তি সম্পর্কিত ব্যবহার, এডমিনিস্ট্রেশন, ডেভেলপমেন্ট, ডিজাইন, আর্কিটেকচার এবং ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত দক্ষতা, জ্ঞান এবং মেধা। বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিহার্য। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য-প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যোগাযোগ, ডেটা এনালাইসিস, ডেটা ম্যানেজমেন্ট, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গ্রাহক বা ক্লায়েন্ট সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সকল কাজে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ হয়ে থাকে। সেজন্য বহির্বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তথ্য-প্রযুক্তি দক্ষতা একটা কমন 'লার্নিং আউটকাম'। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তথ্য-প্রযুক্তির দক্ষতাকে একটা 'লার্নিং আউটকাম' হিসাবে হাইলাইট করা যায়, যাতে করে তারা প্রফেশনাল বা অন্যান্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে আইটি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে।

বাস্তবায়ন কৌশল : (১) আজকের দুনিয়ায় তথ্য-প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্ভবতঃ প্রত্যেকেরই জানা আছে। তারপরও এটিকে 'লার্নিং আউটকাম' হিসাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাসরুমের টিচিং এবং লার্নিং কার্যক্রমে প্রযুক্তি দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনও প্রযুক্তি দক্ষতা শেখানো হচ্ছে না তাদের শুরু করা দরকার। তা না হ'লে গ্রাজুয়েটেরা জীবন চলার ক্ষেত্রে দুর্বল থেকে যাবে। প্রযুক্তি দক্ষতার উপর কোন কোর্স ছাত্রদের জন্য আবশ্যক করা যেতে পারে। তাছাড়াও বিভিন্ন কোর্সে প্রযুক্তি দক্ষতার প্রয়োগের চর্চা করানো যেতে পারে। উপরন্তু 'লার্নিং আউটকামে'র চিন্তা মাথায় রেখে নানা ধরনের সৃজনশীল অনুশীলনী, প্রজেক্ট, এসাইনমেন্ট ইত্যাদি করানো যেতে পারে।

(২) এই 'লার্নিং আউটকামে'র অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে যেটা হবে কোর্স মূল্যায়ন বহির্ভূত। সেজন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ণয় করতে হবে, যা দ্বারা ছাত্রদের করা বিশেষ এসাইনমেন্ট মূল্যায়ন করা হবে। যেমন- (ক) সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কী পরিমাণে কম্পিউটার ভিত্তিক প্রডাক্টিভিটি টুলস ব্যবহার করতে পারছে (খ) কতটা ব্যাপকভাবে কম্পিউটার ভিত্তিক প্রডাক্টিভিটি টুলস সৃজনশীলতার সাথে ব্যবহার করতে পারছে (গ) ইন্টারনেট এবং অন্যান্য অনলাইন উৎস ব্যবহার করে কতটুকু তথ্য সংগ্রহ এবং শেয়ার করতে পারছে (ঘ) যোগাযোগ ও সহযোগিতা প্রযুক্তি কতটা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছে এবং (ঙ) তথ্য-প্রযুক্তির মূল্য ও গুরুত্ব কতটা উপলব্ধি করতে পারছে।

(৩) ছাত্রদের তথ্য-প্রযুক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে ক্লাসরুমের বাইরে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। যেমন ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং, শর্ট কোর্স, প্রাক্টিক্যাল, টিউটোরিয়াল ইত্যাদি। বিভিন্ন সেন্টার বা ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে এসব করানো যেতে পারে।

(৭) নেতৃত্বের দক্ষতা (Leadership Skill) **:**

নেতৃত্বের দক্ষতা হচ্ছে এমন এক দক্ষতা, যার দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তি, দল বা গোটা সংস্থাকে পরিচালনা, প্রভাবিত বা গাইড

করা হয়। এটা নানা উপায়ে কার্যকরী হ'তে পারে। যেমন অথোরিটির মাধ্যমে, বল প্রয়োগ দ্বারা, শাস্তির ভয় দেখিয়ে বা প্রেরণামূলক উপায়ে। সাধারণভাবে সবচেয়ে টেকসই এবং উপকারী হচ্ছে প্রেরণামূলক উপায়ে নেতৃত্বের দক্ষতা বাস্তবায়ন করা। নেতৃত্বের দক্ষতার প্রয়োগ বা ব্যবহার সাধারণত যে কোন স্তরে বা ক্ষেত্রে হ'তে পারে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। কেননা নেতৃত্বের দক্ষতা তার দলের সদস্যদের মধ্য থেকে তাদের সর্বোচ্চ সক্ষমতা বের করে আনতে পারে এবং দলের সম্মিলিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। যেকোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা, সফলতা এবং প্রবৃদ্ধি অনেকাংশে নেতৃত্বের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।[1] তাই শিক্ষার্থীদের মাঝে নেতৃত্ব দক্ষতার উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যক্তি-সমাজ উভয়ের জন্য কল্যাণকর। দেশের ধর্মীয় বা সাধারণ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেতৃত্বের দক্ষতাকে একটি 'লার্নিং আউটকাম' নির্ধারণ করে ছাত্রদের নেতৃত্ব দক্ষতাকে বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চালাতে পারে। নেতৃত্ব দক্ষতাকে একটি 'লার্নিং আউটকাম' হিসাবে উপস্থাপন করার একটি উদাহরণ হচ্ছে 'নেতৃত্বের দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হওয়া'।

বাস্তবায়ন কৌশল : (১) নেতৃত্বের দক্ষতাকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রথমে এই ধারণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত এবং অনুপ্রাণিত করতে হবে। শ্রেণীকক্ষের চলমান বিভিন্ন কোর্সে নেতৃত্বের দক্ষতা বিষয়ক একটি অধ্যায় সংযোজন করা যেতে পারে বা নেতৃত্ব দক্ষতার উপর স্বতন্ত্র কোর্স চালু করা যেতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন সৃজনশীল অনুশীলনী, প্রজেক্ট, রোল প্লে, নেতৃত্ব সিমুলেশন, এসাইনমেন্ট, গেস্ট লেকচার, টীম প্রজেক্ট, নেতৃত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও প্রদর্শন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) ছাত্রদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য তাদের করা বিশেষ প্রজেক্ট বা এসাইনমেন্ট মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। যেমন- (ক) নেতৃত্বের আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ এবং সমস্যার বিবরণ কতটা গ্রহণযোগ্যতার সাথে করা হয়েছে (খ) নেতৃত্বের পরিস্থিতি বিষয়ক পর্যাপ্ত যোগাযোগ করা হয়েছে কি-না (গ) জ্ঞানীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যক্তি এবং দলের জন্য কার্যক্রমের প্রস্তাবনা কতটা তৈরি করতে পেরেছে (ঘ) নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দলের আনুগত্য কতটা নিশ্চিত করতে পেরেছে (ঙ) সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের সমাধান কতটা কার্যকারিতার সাথে করতে পেরেছে (চ) সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কতটা যৌক্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পেরেছে এবং (ছ) উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন দল তৈরিতে কতটা সফল হয়েছে।

(৩) ক্লাসরুমের বাইরে নেতৃত্বের দক্ষতা 'লার্নিং আউটকামের' চর্চা নানাভাবে হ'তে পারে। যেমন স্টুডেন্ট সোসাইটি, স্টুডেন্ট ক্লাব, দলভিত্তিক প্রজেক্ট, গ্রুপভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি। শিক্ষক ও ছাত্ররা মিলে বিভিন্ন সৃজনশীল অনুশীলনী, প্রজেক্ট, রোল প্লে ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে যেতে পারে।

(৮) বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ দক্ষতা (Global Perspective Skill) :

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে শনাক্ত, বিশ্লেষণ ও অন্তর্ভুক্ত করার দক্ষতাকে বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ দক্ষতা বলা হয়। মূলতঃ পরিবহন এবং যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অগ্রগতি হওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী মানুষ, সংস্থা এবং সরকারগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া এবং সংহতকরণের প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত হয়ে চলেছে। এখন প্রতিটি দেশ ও সমাজ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থনীতি, ব্যবসা, শিল্প, ভোগ্যপণ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, আইন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, জীবনাচার, ফ্যাশন, বিনোদন, খেলা-ধুলা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, সেবাখাত, দর্শন, বিশ্বদর্শন, মিডিয়া ইত্যাদি প্রায় সবকিছুই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত।[2]

তাই শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যাতে তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে কার্যকরীভাবে বিবেচনায় নিতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদের অধিকতর চৌকস ও পারদর্শী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ দক্ষতাকে একটি 'লার্নিং আউটকাম' নির্ধারণ করে এর যথাযথ চর্চা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিতে পারে, যাতে তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক বিষয়গুলি চিহ্নিত করা এবং বিবেচনা করার ক্ষমতা অর্জন করে।

বাস্তবায়ন কৌশল : (১) বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ দক্ষতা ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা, অনিবার্যতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত ও আগ্রহী করে তোলার পদক্ষেপ নিতে হবে। ক্লাসরুমে ছাত্রদের মাঝে এই দক্ষতা সৃষ্টির জন্য নানামুখী কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন আলোচনা, সৃজনশীল কেইস স্টাডিজ, বিশেষ প্রজেক্ট, গেস্ট লেকচার, ফিল্ড ট্রিপ, নির্দিষ্ট কোর্সে একটি অধ্যায় সংযোজন, নতুন কোর্স অফার ইত্যাদি। শিক্ষকরা সৃজনশীলতার সাথে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কৌশল উদ্ভাবন করবেন এবং ব্যবহার করবেন।

(২) অন্যান্য সকল 'লার্নিং আউটকামের' মতো বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ দক্ষতার 'লার্নিং আউটকাম' মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে, যার দ্বারা ছাত্রদের করা বিশেষ প্রজেক্ট বা এসাইনমেন্ট মূল্যায়ন করার মাধ্যমে ছাত্রদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। যেমন- (ক) সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন সম্পর্কে কতটা সচেতনতা প্রদর্শন

১. *মাইকেল ডি. ম্যামফোর্ড ও অন্যান্য, 'নেতৃত্বের দক্ষতা : উপসংহার এবং ভবিষ্যত দিকনির্দেশ' [দ্বিমাসিক লিডারশীপ কোয়াটার্লী ১১:১ (২০০০)], পৃ. ১৫৫-১৭০।*

২. *রবার্ট জি. হ্যানভে, 'একটি অর্জনযোগ্য বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ', (থিওরী ইনটু প্র্যাকটিস ২১.৩ (১৯৮২) : ১৬২-১৬৭।*

করতে পেরেছে (খ) বিশ্বায়নকে প্রভাবিত ও পরিচালনা করার শক্তিগুলিকে কতটা শনাক্ত করতে পেরেছে (গ) বৈশ্বিক সমস্যাগুলিকে কতটা দক্ষতার সাথে এবং নিখুঁতভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে (ঘ) প্রাসঙ্গিক বৈশ্বিক সমস্যাগুলি কতটা গভীরতার সাথে এবং ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে এবং (ঙ) সিদ্ধান্ত এবং সুফারিশ কতটা উন্নত এবং সৃজনশীল হয়েছে।

(৩) বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ দক্ষতার ‘লার্নিং আউটকামকে’ বাস্তবায়নের জন্য শ্রেণীকক্ষের বাইরেও শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে ও প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনে নানামুখী কার্যক্রম চালাতে হবে। যেমন স্টুডেন্ট সোসাইটি, আলোচনা সভা, রচনা প্রতিযোগিতা, মানানসই প্রতিষ্ঠানে ফিল্ড ট্রিপ, উপযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক ভিডিও প্রদর্শন, গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। শিক্ষকরা ও ছাত্ররা এ ব্যাপারে সৃজনশীলতার সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

(৯) দলবদ্ধভাবে কাজ করার দক্ষতা (Teamwork Skill) :

দলবদ্ধভাবে কাজ করার দক্ষতা হ’ল এমন গুণাবলী এবং ক্ষমতা যা কোন ব্যক্তিকে কথোপকথনে, প্রকল্পের কাজে, সভায় বা অন্যান্য সহযোগিতামূলক কাজের সময়ে অন্যের সাথে ভালভাবে কাজ করতে সক্ষম করে তোলে। এই দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির থাকতে হয় ভাল যোগাযোগ করার ক্ষমতা, সক্রিয়ভাবে অন্যের কথা শ্রবণের অভ্যাস, দায়বদ্ধতা এবং সততা। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষকে অন্যের সাথে পাশাপাশি কাজ করতে হয়। এসময় সহানুভূতিশীলতা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করতে পারলে নিজেরও উপকার হয় এবং দলের বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়। একটি স্বাস্থ্যকর ও উচ্চ-কার্যকরী কর্মস্থল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উন্নতমানের প্রতিষ্ঠানগুলি টীম ওয়ার্ক দক্ষতার উপর জোর দিয়ে থাকে।[৩] বহির্বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টীম ওয়ার্ক স্কিলকে একটি ‘লার্নিং আউটকামের’ পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে থাকে। উক্ত দক্ষতাকে ‘লার্নিং আউটকাম’ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার একটি উদাহরণ হচ্ছে দলের মাঝে কার্যকরভাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখা’।

বাস্তবায়ন কৌশল : (১) দলবদ্ধভাবে কাজ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্যদের বোঝাতে হবে। একে একটি ‘লার্নিং আউটকাম’ হিসাবে ব্যবহার করে চর্চা করতে পারলে কি কি উপকার হবে সেটাও প্রমাণ করতে হবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন সৃজনশীল কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যেমন বিশেষ প্রজেক্ট, রোল প্লে, সিমুলেশন, টীম ওয়ার্ক, প্রাসঙ্গিক পড়া উপকরণ অন্তর্ভুক্তকরণ, টীম সম্পর্কিত কেইস স্টাডিজ ইত্যাদি। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

(২) শিক্ষার্থীরা বিশেষ প্রজেক্ট বা টার্ম পেপার করবে, যার মাধ্যমে ছাত্রদের দলবদ্ধভাবে কাজ করার দক্ষতা অর্জনের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়নের মানদণ্ড হ’তে পারে এরূপ- (ক) দলের শেখার প্রক্রিয়াটিতে সহায়তা করার জন্য সর্বদা একজন ছাত্র নিজেকে কতটা প্রস্তুত দেখাতে পারছে (খ) দলের শিক্ষার পরিবেশকে সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত উপাদান কতটা নিয়ে আসতে পারছে (গ) অন্যদের কাছে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করার জন্য সর্বদা সক্রিয় থাকতে পারছে কতটুকু (ঘ) দলের মাঝে নতুন অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করতে পারছে কতটা (ঙ) দলের মিটিং-এ নিয়মিত যোগ দিতে পারছে কতটা (চ) দলের সদস্যদের সাথে সর্বদা একটি ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়া করতে পারছে কতটা এবং (ছ) একটি স্পষ্ট, ইতিবাচক এবং কেন্দ্রীভূত যোগাযোগ পদ্ধতির অধিকারী হ’তে পেরেছে কতটা।

(৩) ক্লাসরুমের বাইরেও ছাত্রদেরকে নানা রকম গ্রুপ প্রজেক্ট-এ জড়িত করতে হবে। যেমন সমাজ সেবা, স্বেচ্ছাসেবা মূলক কার্যক্রম, ক্ষুধার্ত বা বিপদগ্রস্তদের জন্য সামাজিক কোন আয়োজন, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম ইত্যাদি।

(১০) পরিবেশগত দায়িত্বশীলতার দক্ষতা (Environmental Responsibility Skill) :

পরিবেশগত দায়িত্বশীলতার দক্ষতা হচ্ছে এমন প্রয়োজনীয় জ্ঞান, সক্ষমতা, মূল্যবোধ এবং মনোভাব যার দ্বারা একজন ব্যক্তি এমন সমাজ নির্মাণে আগ্রহী ও কার্যকারী ভূমিকা পালনে নিয়োজিত থাকে, যে সমাজ পরিবেশের উপর মানুষের ক্রিয়াকলাপের প্রভাবকে হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এনভারমেন্টাল সেনসিটিভিটির অবর্তমানে মানুষের উৎপাদন ও ভোগের কার্যক্রম নেতিবাচকভাবে আমাদের সামগ্রিক পরিবেশকে যেমন মাটি, বাতাস, পানি, প্রাণী জগত, উদ্ভিদ জগত, স্বাস্থ্য, খাদ্য ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। টেকসই সমাজ ও পরিবেশ বিনষ্ট হয়। ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবন-যাপন ব্যাহত হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে।[৪]

তাই দেশের ধর্মীয়-সাধারণ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এনভারমেন্টাল রেস্পন্সিবিলিটি স্কিলকে একটি ‘লার্নিং আউটকাম’ ঠিক করে এর পদ্ধতিগত চর্চা চালু করতে পারে, যাতে করে আমাদের শিক্ষার্থীরা পরিবেশগত দায়িত্বশীলতার দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং যেকোন উৎপাদন বা ভোগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর প্রভাব বোঝা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে’।

৩. *রিচার্ড এল. হিউজেস ও স্টিভেন কে জোনস, ‘কলেজ শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধ কাজে দক্ষতা বিকাশ এবং মূল্যায়ন’, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার জন্য নতুন দিকনির্দেশ সমূহ ২০১১.১৪৯ (২০১১) : ৫৩-৬৪।*

৪. *এইচ হাঙ্গারফোড এবং আর বেন পাইটন. ‘নাগরিক দায়বদ্ধতার দৃষ্টান্ত : পরিবেশগত পদক্ষেপ’, বর্তমান ইস্যুগুলি ৪০০:১৬৬ (১৯৮০)।*

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০২২ ২৫তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

বাস্তবায়ন কৌশল : (১) সকল স্টেকহোল্ডার যেমন শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, দাতাসদস্য প্রমুখদের কাছে এনভারমেন্টাল রেস্পন্সিবিলিটি স্কিল বা পরিবেশ বিষয়ক দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে এবং প্রমোট করতে হবে। যাতে করে তারা আগ্রহের সাথে এই 'লার্নিং আউটকামটিকে' প্রয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। শ্রেণীকক্ষে এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যকীয়। যেমন বিভিন্ন চলমান কোর্সের আলোচনায় উক্ত দক্ষতাকে হাইলাইট করা, এ বিষয়ক ম্যাটেরিয়াল অন্তর্ভুক্ত করা, প্রয়োজনবোধে পরিবেশের দায়িত্ব বিষয়ক অধ্যায় সংযোজন করা, পরিবেশ সংক্রান্ত কোন অবস্থা পরিদর্শন বা এ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে ফিল্ড ট্রিপ করানো, পরিবেশ বিষয়ক এক্সপার্টদের গেস্ট লেকচারার হিসাবে নিয়ে আসা, সৃজনশীল প্রজেক্ট করানো ইত্যাদি।

(২) ছাত্ররা পরিবেশগত দায়িত্বশীলতার দক্ষতা কতটা অর্জন করতে পারছে সেটা মূল্যায়ন করার জন্য তাদেরকে দিয়ে বিশেষ সৃজনশীল প্রজেক্ট করাতে হবে। সেইসব প্রজেক্ট মূল্যায়নের জন্য বিশেষ মানদণ্ড নির্ধারণ করে নিতে হবে। যেমন (ক) পরিবেশগত সমস্যা ও প্রাসঙ্গিক আইন কতটা বুঝতে পারছে এবং সে ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে পারছে (খ) বর্তমানের চাহিদা পূরণ করার সময় ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদা পূরণের সক্ষমতার প্রতি কতটা সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করতে পারছে (গ) বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত প্রোগ্রাম যেমন পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রোগ্রাম, শক্তি সংরক্ষণ, কাগজবিহীন অফিস, সবুজ বিক্রেতা, প্ল্যান্টে বিনিয়োগ, মানুষের শক্তি সংরক্ষণ, টেকসই পরিবহন ইত্যাদি কতটা প্রমোট করতে পেরেছে (ঘ) মানুষকে পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে কতটা সচেতন করতে পারছে এবং (ঙ) পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব কমানোর সৃজনশীল ও কার্যকরী পদক্ষেপ কতটা নিতে পেরেছে।

(৩) ক্লাসের বাইরে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে হবে। যেমন রিসাইক্লিং, এনার্জি সংরক্ষণ, কাগজের ব্যবহার কমানো, গাছ লাগানো, অর্গানিক ও সবুজ পণ্যসমূহ প্রমোট করা, পুনরায় ব্যবহার উৎসাহিত করা, প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পরিবেশ সংরক্ষণে দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আলোচনা সভা করা, যত্রতত্র ময়লা নিক্ষেপ বিরোধী অভিযান, পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের এনে তাদের বক্তব্য শ্রবণ ইত্যাদি। এছাড়া ছাত্র ও শিক্ষকরা নিজেরাই নানা ধরনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ড উদ্ভাবন করতে পারবে।

উপসংহার :

আলোচ্য প্রবন্ধে সবধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য 'লার্নিং আউটকামসের' গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সহজ কথায়, 'লার্নিং আউটকামস' একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অতি প্রয়োজনীয় ও সার্বজনীন দক্ষতাকে সকল ধারা যেমন সায়েন্স, আর্টস, কমার্স বা কওমী, আলিয়া মাদ্রাসা সহ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রদের মাঝে তাদের স্ব স্ব কারিকুলাম ও প্রোগ্রামের কাঠামোর মধ্য দিয়েই ডেভেলপ করানো সম্ভব। এইসব দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ছাত্ররা অধিকতর দক্ষতার সাথে নিজেদের ও সমাজের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

এইসব দক্ষতাগুলো যখন 'লার্নিং আউটকামস' হিসাবে নির্ধারণ করা হবে তখন এগুলির চর্চা শক্তিশালী ও বেগবান হবে। 'লার্নিং আউটকামস' হিসাবে এগুলোর ব্যবহার ৭ম বা ৮ম শ্রেণী থেকে পিএইচ.ডি পর্যন্ত চলমান থাকতে পারে। বাইরের দেশে শিক্ষার সর্বস্তরে এক্রিডিটেশন (সত্যায়ন) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এইসব 'লার্নিং আউটকামসের' চর্চা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে যেহেতু এক্রিডিটেশন প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্বেচ্ছায় 'লার্নিং আউটকামসের' চর্চা শুরু করে উপকৃত হ'তে পারে। প্রথমে চার থেকে ছয়টি 'লার্নিং আউটকামস' সিলেক্ট করে সেগুলি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। যতই এসবের চর্চা হবে ততই এসবের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকবে; ছাত্র ও শিক্ষকদের সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকবে; শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, গ্রহণযোগ্যতা, ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক প্রভাব সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়বে ইনশাআল্লাহ।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

হজ্জ ও ওমরাহ সংশ্লিষ্ট ভুল-ক্রটি সমূহ

*-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

হজ্জ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের চতুর্থ স্তম্ভ। যা সম্পাদনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল, গোনাহ থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভ করা যায়। অনুরূপ ওমরাহও মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হজ্জ ও ওমরাহ্র ক্ষেত্রেও মানুষ নানা ভুল-ক্রটি করে থাকে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

ইহরাম বাঁধার পূর্বের ক্রটি সমূহ :

বিবাহ উপযুক্ত ছেলে-মেয়ে রেখে হজ্জ করা যাবে না এমন বিশ্বাস :

হজ্জ আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত। উভয়টিতে যারা সামর্থ্যবান তাদের উপর হজ্জ আদায় করা ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ‘আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা ঐ ব্যক্তির উপর ফরয করা হ’ল, যার এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে’ *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*।

বিবাহ উপযুক্ত ছেলে-মেয়ে রেখে হজ্জ করা যাবে না এ বিশ্বাসের সাথে শরী‘আতের কোন সম্পর্ক নেই। মূলতঃ এটি একটি সামাজিক কুসংস্কার। কিন্তু এটাকে শরী‘আতের বিধান ভেবে হজ্জ পালনে বিলম্ব করলে তা ভুল হবে। অনেকেই এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে হজ্জ পালনে গড়িমসি করেন। শেষ পর্যন্ত হজ্জ পালন করা অনেকের ভাগ্যে জুটে না। কেননা তার আগেই তার মৃত্যু হয়।

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় সূরা আলে ইমরানের শেষাংশ, আয়াতুল কুরসী, সূরা ক্বদর, সূরা ফাতিহা পাঠ :

হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় ইহকাল পরকালের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সূরা আলে ইমরানের শেষাংশ, আয়াতুল কুরসী, সূরা ক্বদর, সূরা ফাতিহা পাঠ করা বিদ‘আত।[১] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, وفي ذلك حديث مرفوع ولكنه باطل كما في "التذكرة" ‘এ সম্পর্কে একটি মারফূ‘ হাদীছ রয়েছে, কিন্তু তা বাতিল। যেমনটি ‘তাযকিরাতুল হুফফায’ গ্রন্থে এসেছে।[২]

প্রত্যেক অবতরণ স্থলে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করা :

হজ্জের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হওয়ার পর প্রত্যেক অবতরণ স্থলে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করা এবং তাতে اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী *আনযিলনী মুনযিলাম মুবারাকান ওয়া আনতা খায়রুল মুনযিলীন*’ এ দো‘আ পাঠ বিদ‘আত।[৩]

নিয়ত পাঠ :

যেকোন আমলে ছালেহ আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হওয়ার আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ’ল ‘ইখলাছুন নিয়্যাহ’ তথা নিয়তের একনিষ্ঠতা।[৪] অতএব নিয়ত করতে হয়, বলতে হয় না। নিয়ত করা সুন্নাত, ক্ষেত্র বিশেষ ওয়াজিব।[৫] আর নিয়ত পাঠ বা মুখে উচ্চারণ করে বলা ভুল। অনেকেই মনে করেন অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়ত বলা বা পাঠ করা বিদ‘আত হ’লেও হজ্জের ক্ষেত্রে এটা জায়েয। মূলতঃ এ মতবাদের ভিত্তি হ’ল অনেকেই ‘তালবিয়া’ পাঠকেই নিয়ত মনে করেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। নিয়ত ও তালবিয়া দু’টি আলাদা বিষয়। নিয়ত হ’ল পুরো হজ্জ ও ওমরাহ্র ভিত্তি আর তালবিয়া হ’ল ইহরাম বেঁধে হজ্জে প্রবেশের দ্বার।

বোন ও বোনের স্বামী বা কোন গায়রে মাহরামের সাথে হজ্জ ও ওমরায় গমন করা :

মহিলাদের হজ্জ অথবা ওমরাহ পালনের ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত হচ্ছে স্বামী অথবা মাহরাম সাথে থাকা। অনেক মহিলা বোন ও বোনের স্বামীর সাথে হজ্জ অথবা ওমরায় গমন করে। এমন একটি বিষয়ে জনৈক মহিলা শায়খ উছায়মীন (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন, এদের সাথে ওমরায় যাওয়া জায়েয হবে না। কেননা বোনের স্বামী মাহরাম নয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি নবী করীম (ছাঃ) খুৎবায় বলেছেন,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً. قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

‘কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে নির্জন না হয়। মাহরাম ছাড়া কোন নারী যেন সফর না করে’। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমার স্ত্রী হজ্জ আদায় করার জন্য বের হয়ে গেছে। আর আমি অমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়েছি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ‘তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ পালন কর’।[৬] নবী করীম (ছাঃ) তার কাছে কোন ব্যাখ্যা চাইলেন না তোমার স্ত্রীর সাথে কি অন্য কোন নারী আছে না নেই? সে কি যুবতী না বৃদ্ধা? রাস্তায় সে কি নিরাপদ না অনিরাপদ?

প্রশ্নকারী এই নারী মাহরাম না থাকার কারণে যদি ওমরায় না যায়, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। যদিও ইতিপূর্বে সে কখনো ওমরা না করে থাকে। কেননা হজ্জ-ওমরাহ ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে নারীর মাহরাম থাকা।[৭]

** মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর।*
১. মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৪৫ পৃঃ।
২. হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ), ১০৭ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য।
৩. মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৪৬ পৃঃ।
৪. বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; তিরমিযী হা/১৬৩৭।
৫. আবুদাঊদ হা/২৪৫৪; তিরমিযী হা/৭৩০; নাসাঈ হা/২৩৩৩, সনদ ছহীহ।
৬. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, ফৎওয়া নং ৪৫৯।
৭. মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ, ৪৬ পৃঃ।

ইহরাম ও তালবিয়া সংশ্লিষ্ট ত্রুটি সমূহ

বিমানবন্দর অথবা হাজী ক্যাম্প থেকে ইহরাম বাঁধা :

হজ্জ ও ওমরাহ্‌র জন্য ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানের নাম মীক্বাত। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনাবাসীদের জন্যে 'যুল-হুলায়ফাহ'-কে, শাম বা সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহফাহ'-কে আর নাজদবাসীদের জন্য 'ক্বারনুল মানাযিল'-কে এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'-কে মীক্বাত নির্ধারণ করেছেন। এসব স্থানগুলো এ সকল স্থানের লোকজনের জন্য আর অন্য স্থানের লোকেরা যখন এ স্থান দিয়ে আসবে তাদের জন্য, যারা হজ্জ বা ওমরার ইচ্ছা করে। আর যারা এ সীমার ভিতরে অবস্থান করবে, তাদের ইহরামের স্থান হবে তাদের ঘর, এভাবে ক্রমান্বয়ে কাছাকাছি লোকেরা স্বীয় বাড়ি হ'তে এমনকি মক্কাবাসীরা ইহরাম বাঁধবে মক্কা হ'তেই'।[৮]

ইবনে ওমর (রাঃ)-কে (যুল হুলায়ফার নিকটবর্তী একটি স্থান) বায়যা থেকে ইহরাম বাঁধার কথা বলা হ'লে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেবলমাত্র যুল হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকেই ইহরাম বাঁধতেন।[৯] ছাহাবী ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বছরা থেকে ইহরাম বাঁধলে ওমর (রাঃ) তা অপসন্দ করেন এবং খোরাসান বিজয়ের পর আব্দুল্লাহ বিন আমের (রাঃ) নিশাপুর থেকে ইহরাম বাঁধলে ওছমান (রাঃ) তাঁকে তিরস্কার করেন।[১০]

অতএব হজ্জ ও ওমরা পালনকারীগণ ইহরামের কাপড় সাথে নিয়ে বিমানে আরোহণ করবেন এবং বিমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মীক্বাতের ঘোষণা আসার পর বিমানের মধ্যে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। মনে রাখতে হবে ইহরাম পরিধান ও তালবিয়া পাঠ একত্রে হ'তে হবে।[১১]

তান'ঈম অথবা জি'ইর্রানাহ নামক স্থান থেকে ইহরাম বেঁধে বারবার ওমরাহ করা :

অনেক হাজী ছাহেব মসজিদুল হারাম হ'তে ৬ কিঃমিঃ উত্তরে মসজিদে আয়েশা বা তান'ঈম মসজিদ থেকে, আবার কেউ ১৬ কিঃমিঃ পূর্বে জি'ইর্রানাহ মসজিদ হ'তে ইহরাম বেঁধে বারবার ওমরাহ করে থাকেন। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কাজ। এ দুই মসজিদের পৃথক কোন গুরুত্ব নেই। এসব স্থান থেকে মক্কায় বসবাসকারীগণ ওমরাহর জন্য ইহরাম বেঁধে থাকেন, মক্কার বাইরের লোকেরা নন।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, 'কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের পর অধিক সংখ্যক ওমরাহ করার আগ্রহে 'তান'ঈম' বা জি'ইর্রানাহ নামক স্থানে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসেন। শরী'আতে এর কোনই প্রমাণ নেই।[১২]

শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, এটি জায়েয নয়, বরং বিদ'আত। কেননা এর পক্ষে একমাত্র দলীল হ'ল বিদায় হজ্জের সময় আয়েশা (রাঃ)-এর ওমরাহ। অথচ ঋতু এসে যাওয়ায় প্রথমে হজ্জে ক্বিরান-এর ওমরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় হজ্জের পরে তিনি এটা করেছিলেন। তাঁর সাথে 'তান'ঈম' গিয়েছিলেন তাঁর ভাই আব্দুর রহমান। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় ওমরাহ করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথী অন্য কোন ছাহাবীও এটা করেননি।[১৩] শায়খ আলবানী (রহঃ) একে নাজায়েয বলেছেন এবং একে 'ঋতুবতীর ওমরাহ' (عمـــرة الحــــائض) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৪] হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) একে নাজায়েয বলেছেন।[১৫]

'ত্বাওয়াফে কুদূম' ব্যতীত অন্য সময়ও ইযতিবা' করা :

الاضــــطباع। 'ইযত্বিবা' হ'ল ইহরামে পরিধানকৃত চাদর ডান বগলের নীচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর রাখা, যাতে ডান কাঁধ উন্মুক্ত থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) শুধু 'তাওয়াফে কুদূমে'র সময় ইযত্বিবা' করতেন।[১৬]

অতএব ত্বাওয়াফে ইফাযাহ, ত্বাওয়াফে বিদা বা অন্যান্য নফল ত্বাওয়াফে ইযত্বিবা' করা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ।[১৭] আবার অনেক হাজী রয়েছেন যারা ইযত্বিবা' তথা ডান কাঁধকে উন্মুক্ত রেখেই ছালাত আদায় করেন। অথচ কাঁধ উন্মুক্ত অবস্থায় ছালাত বিশুদ্ধ হবে না।[১৮]

সম্মিলিতভাবে তালবিয়া পাঠ :

মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে স্ব স্ব তালবিয়া পাঠ করতে হয়। কিন্তু অনেকেই সম্মিলিতভাবে তালবিয়া পাঠ করে থাকে। এ সম্পর্কে শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'কিছু কিছু হাজী সম্মিলিতভাবে তালবিয়া পাঠ করে থাকেন। তাদের মধ্যকার কেউ সামনে অথবা মাঝখানে অথবা পিছনে থেকে তালবিয়া পাঠ করেন এবং অন্যরা একই আওয়াজে তা অনুসরণ

---

৮. বুখারী হা/১৫২৬; মুসলিম হা/১১৮১; মিশকাত হা/২৫১৬।
৯. মুসলিম হা/১১৮৬; বুখারী হা/১৫৪১।
১০. বায়হাক্বী কুবরা হা/৯১৯৯; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/১২৮৪২।
১১. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১৬, প্রশ্নোত্তর নং ৩৬/৪৭৬; ফৎওয়া সংকলন, ১৯তম বর্ষ, ১২৭ পৃঃ।
১২. দলীলুল হাজ্জ ওয়াল মু'তামির, অনুবাদ : আব্দুল মতীন সালাফী 'সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলী' অনুচ্ছেদ, মাসআলা-২৪, ৬৫ পৃঃ।
১৩. মাজমূ' ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর নং ১৫৯৩।
১৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
১৫. যাদুল মা'আদ ২/৮৯ পৃঃ গৃহীত: হজ্জ সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি ও বিদ'আত সমূহ, ২ পৃঃ।
১৬. আবুদাঊদ হা/১৮৮৪; আহমাদ হা/৩৫১২; বায়হাক্বী হা/৯২৫৭; মিশকাত হা/২৫৮৫, সনদ ছহীহ।
১৭. হজ্জ সম্পর্কিত ভুল-ত্রুটি ও বিদ'আতসমূহ, পৃঃ ২।
১৮. বুখারী হা/৩৫৯; মুসলিম হা/৫১৬; মিশকাত হা/৭৫৫।

করেন। এমনটি কোন ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি। বরং আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম আমাদের মধ্যে কেউ তাকবীর পাঠ করছিল, কেউ তাহলীল কেউবা তালবিয়া পাঠ করছিল। আর এটাই মুসলমানদের জন্য শরী'আতসিদ্ধ কাজ যে প্রত্যেকেই পৃথকভাবে তালবিয়া পাঠ করবে এবং অন্যের তালবিয়ার সাথে সংযুক্ত হবে না'।[১৯] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)[২০] এবং সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ফাতাওয়া বোর্ড 'আল-লাজনা আদ-দায়িমা' একে বিদ'আত বলেছেন।[২১]

নিম্নস্বরে তালবিয়া পাঠ :

উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করাই হ'ল সুন্নাত।[২২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ) আপনি আপনার ছাহাবীগণকে নির্দেশ দিন, তাঁরা যেন উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করে। কেননা এটা হজ্জের অন্যতম শে'আর বা নিদর্শন'।[২৩]

বাড়ী, হাজী ক্যাম্প অথবা বিমানবন্দর থেকে তালবিয়া পাঠ করা :

বাড়ী, হাজী ক্যাম্প অথবা বিমানবন্দর থেকে তালবিয়া পাঠ করা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এ ধরনের কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার পর থেকে তালবিয়া পাঠ করবে'।[২৪]

ত্বাওয়াফ সংশ্লিষ্ট ক্রটি সমূহ

ত্বাওয়াফ শুরুর প্রাক্কালে উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ :

ত্বাওয়াফ শুরু করার প্রাক্কালে উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ করা সুন্নাত নয়। এ সম্পর্কে শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'হজ্জের সময় দেখা যায় ত্বাওয়াফ করার প্রাক্কালে হাজারে আসওয়াদ মুখী দাঁড়িয়ে অনেকেই উচ্চারণ করে নিয়ত বলে থাকে। যেমন- 'হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ্র জন্য সাতপাক ত্বাওয়াফ করার নিয়ত করছি' অথবা (বলে) 'হে আল্লাহ! আমি হজ্জের জন্য সাতপাক ত্বাওয়াফ করার জন্য নিয়ত করছি' অথবা (বলে) 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নৈকট্য লাভের জন্য সাতপাক ত্বাওয়াফ করার জন্য নিয়ত করছি'। এভাবে উচ্চারণ করে নিয়ত করা বিদ'আত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনটি করেননি, এভাবে নিয়ত করার জন্য তাঁর উম্মতকে নির্দেশনাও দেননি। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে ইবাদত নিজে করেননি এবং করার জন্য তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দেননি, এমন ইবাদত যে করবে সে আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করল। অতএব তাওয়াফের সময় উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ করা ভুল এবং বিদ'আত'।[২৫]

হজ্জ ও ওমরাহ্র সময় মাসজিদুল হারামের নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে প্রবেশ করা :

হজ্জ ও ওমরাহ্র সময় মাসজিদুল হারামে নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে প্রবেশ করাকে বাধ্যতামূলক ও শরী'আতের বিধান মনে করা বিদ'আত। এ সম্পর্কে শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'কিছু মানুষ মনে করে হজ্জ ও ওমরাকারীর মাসজিদুল হারামে নির্দিষ্ট দরজা ব্যতীত প্রবেশ করা উচিত নয়। কিছু মানুষকে দেখা যায়, যারা মনে করে ওমরাকারীর 'বাবে ওমরাহ' ব্যতীত অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়, এটা এমন একটি বিষয় যা অবশ্য পালনীয় এবং শরী'আত নির্ধারিত বিষয়। আবার অন্য আরেক দল আছে যারা মনে করে 'বাবুস সালাম' ব্যতীত প্রবেশ করা উচিত নয়। এটা ব্যতীত অন্য কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা পাপ এবং অপসন্দনীয়। এমন বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের ইসলামী শরী'আতে কোন ভিত্তি নেই। অতএব হজ্জ ও ওমরাকারীর উচিত যেকোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা'।[২৬]

ত্বাওয়াফের সময় প্রতিটি চক্করে আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট দো'আ পাঠ :

বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফের সময় প্রতিটি চক্করের জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট দো'আ করার বিধান ইসলামী শরী'আতে নেই। হাদীছ থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী-এর মধ্যবর্তী স্থানে 'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা 'আযা-বাননা-র' এ দো'আটি পড়েছেন।[২৭]

এ সম্পর্কে শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'কিছু মানুষ ত্বাওয়াফের প্রতিটি চক্করে বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট দো'আ পাঠ করে থাকে, যা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীবর্গ থেকে কোন কিছু (নির্ধারিত দো'আ) বর্ণিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) প্রতিটি চক্করের নির্দিষ্ট কোন দো'আ পাঠ করেননি।[২৮]

অতএব বই দেখে প্রতি চক্করের জন্য নির্ধারিত বানোয়াট দো'আ না পড়ে নিজের যে সকল দো'আ জানা আছে সেগুলো পড়া উচিত।[২৯]

ত্বাওয়াফে কুদূমের সময় প্রথম তিন চক্করে 'রমল' না করা অথবা প্রতি চক্করেই রমল করা :

বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্করে রমল করা বা জোরে হাঁটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর

১৯. *শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আল-উছায়মীন, ফিক্বহুল ইবাদাহ, ৩৪৩ পৃঃ, আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত, ৩৯৪ পৃঃ।*
২০. *মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ১১২ পৃঃ; হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ৪৭ পৃঃ; সূরা আ'রাফ ৫৫, ২০৫।*
২১. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফাতাওয়া নং ৫৬০৯।*
২২. *বুখারী হা/১৫৪৮।*
২৩. *ইবনু মাজাহ হা/২৯২৩; নাসাঈ হা/২৭৫৩; আহমাদ হা/২১১৭০; ছহীহাহ হা/৮৩০, সনদ ছহীহ।*
২৪. *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ৫৭৫ পৃঃ।*
২৫. *ফিক্বহুল ইবাদাহ ৩৪৫ পৃঃ, আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত ৪১২ পৃঃ।*
২৬. *আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত ৩৮৪ পৃঃ।*
২৭. *আবু দাঊদ হা/১৮৯২; আহমাদ হা/১৫৩৯৯; মিশকাত হা/২৫৮১, সনদ হাসান।*
২৮. *ফিক্বহুল ইবাদাহ ৩৫০ পৃঃ; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, ফাতওয়া নং ৫০২, ৫০৩।*
২৯. *মানাসিকুল হাজ্জ ১/৪৭ পৃঃ।*

(রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে আবার হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন চক্কর রমল করেছেন এবং চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে চলেছেন'।[৩০]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় এলেন, হাজারে আসওয়াদের নিকট গেলেন এবং একে স্পর্শ করলেন। তারপর এর ডানদিকে ঘুরে তিন চক্কর রমল (কা'বাকে বামে রেখে) করলেন আর চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে ত্বাওয়াফ করলেন'।[৩১]

এ সম্পর্কিত সকল হাদীছ থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ত্বাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্করে রমল করতেন এবং পরের চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে চলতেন। অতএব এর বিপরীত করা সুন্নাত পরিপন্থী।

ত্বাওয়াফ করার উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহে প্রবেশ করে তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করা :

সাধারণত কা'বা গৃহে বা যেকোন মসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়াতুল মসজিদ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়।[৩২] কিন্তু ত্বাওয়াফের উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহে প্রবেশ করে প্রথমে তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করার কোন বিধান নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কা'বা গৃহে প্রবেশ করে প্রথমে ত্বাওয়াফ করতেন।[৩৩] অতএব ত্বাওয়াফের উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহে প্রবেশ করে প্রথমে তাহিয়াতুল মসজিদ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ।[৩৪]

রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করেছেন। সুতরাং করুনে ইয়ামানী স্পর্শ করা সুন্নাত, চুম্বন করা বিদ'আত।[৩৫] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে ইয়ামানী দু'রুকন ব্যতীত অন্য কোন রুকন স্পর্শ করতে দেখিনি'।[৩৬]

উল্লেখ্য, হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ[৩৭], চুম্বন[৩৮] অপারগতায় ইশারায় অথবা কোন কিছুর সাহায্যে স্পর্শ করা সুন্নাত'।[৩৯]

শায়েখ উছায়মীন (রহঃ) বলেছেন, 'রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন দলীল সাব্যস্ত হয়নি। কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন প্রমাণ সাব্যস্ত না হ'লে তা বিদ'আত হিসাবে গণ্য হয় এবং তা নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয় না। এ কারণে রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা এর স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন বিধান প্রমাণিত হয়নি। যদিও এ ব্যাপারে একটি যঈফ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা কোন বিধান প্রতিষ্ঠিত করা যায় না'।[৪০]

রমলের সময় নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ :

রমলের সময় নির্দিষ্ট কোন দো'আ পাঠের বিধান নেই। অতএব রমলের সময় নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ বিদ'আত।[৪১]

اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا ومغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور،

'আল্লা-হুম্মা আজ'আলহু হাজ্জান মাবরূরা, ওয়া যানবান মাগফূরা, ওয়া সা'ইয়াম মাশকূরা ওয়া তিজারাতান লান তাবূরা, ইয়া আযীযুন ইয়া গাফূর'।[৪২]

হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ বা চুম্বনের সময় নির্দিষ্ট দো'আ পাঠ :

হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ, চুম্বন অথবা ইশারার সময় بسم الله والله أكبر 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার'[৪৩] অথবা শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলতে হয়।[৪৪] এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দো'আ বলার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ, চুম্বন অথবা ইশারার সময় প্রচলিত বানাওয়াট দো'আ পাঠ করা যাবে না।[৪৫]

রুকনে ইরাক্বী ও রুকনে শামী স্পর্শ করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকনে ইরাক্বী ও রুকনে শামী স্পর্শ করেননি। তিনি শুধু রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ এবং হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইয়ামানী দু'রুকন (রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ) ব্যতীত অন্য কোন রুকন স্পর্শ করতে দেখিনি'।[৪৬] অনেকে রুকনে ইরাক্বী ও শামীকে চুম্বন করে থাকে, যা বিদ'আত।[৪৭]

রুকনে ইয়ামানীর দিকে ইশারা করা ও তাকবীর বলা :

রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা সুন্নাত।[৪৮] কিন্তু অত্যধিক ভিড় অথবা অন্য কোন কারণে স্পর্শ করতে না পারলে ইশারা করার এবং তাকবীর বলার কোন বিধান নেই। এতদসত্ত্বেও

---

৩০. মুসলিম হা/১২৬৯, ১২৬২; আহমাদ হা/৫৭৩৭; বায়হাক্বী হা/৯২৮০।
৩১. মুসলিম হা/১২১৮; বায়হাক্বী হা/৯৩২২; মিশকাত হা/২৫৬৬।
৩২. বুখারী হা/১১৬৩; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪।
৩৩. বুখারী হা/১৬১৪-১৬১৫; মুসলিম হা/১২৩৫; মিশকাত হা/২৫৬৩।
৩৪. হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১১৪ পৃঃ।
৩৫. আল-মাদখাল ৪/২২৪, মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ১১৭ পৃঃ।
৩৬. বুখারী হা/১৬০৯, ১৬৬।
৩৭. বুখারী হা/১৬০৯, ১৬০৬, ১৬৬; মুসলিম হা/১২৬৮।
৩৮. বুখারী হা/১৫৯৭, ১৬০৫; মুসলিম হা/১২৭০।
৩৯. বুখারী হা/১৬০৭, ১৬১২, ১৬১৩; মুসলিম হা/১২৭২।
৪০. ফিক্বহুল ইবাদাহ ৩৪৮ পৃঃ; আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত ৩৮৮ পৃঃ।
৪১. মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৪৯ পৃঃ।
৪২. হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১১৬ পৃঃ।
৪৩. বায়হাক্বী ৫/৭৯ পৃঃ, হজ্জ ও ওমরাহ ৬৪ পৃঃ।
৪৪. বুখারী হা/১৬১৩; মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ২০ পৃঃ।
৪৫. হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১১৫ পৃঃ; আল-মাদখাল ৪/২২৫ পৃঃ।
৪৬. বুখারী হা/১৬০৯, ১৬৬।
৪৭. ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ২০৪ পৃঃ; মাজমূ'আতুর রাসায়িল ২/৩৭১ পৃঃ।
৪৮. বুখারী হা/১৬০৯, ১৬৬।

কেউ যদি এগুলো করে তবে তা সুন্নাত বিরোধী আমল হবে। এ ব্যাপারে শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'আমরা যতটুকু জানি তাতে রুকনে ইয়ামানীর প্রতি ইশারা করার দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। কষ্টকর না হ'লে যথাসম্ভব একে হাত দ্বারা স্পর্শ করতে হয়, চুম্বন করতে হয় না এবং বলবে 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' অথবা 'আল্লাহু আকবার'। আর রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা কঠিন হ'লে ভিড় ঠেলে, হুড়াহুড়ি করে এটা স্পর্শ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে ইশারা ও তাকবীর ব্যতীতই ত্বাওয়াফ চালিয়ে যাবে। কেননা ইশারা ও তাকবীর পাঠের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি।[৪৯]

হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে দু'হাত উঁচু করে সগর্বে আল্লাহু আকবার বলা :

অনেকেই হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ ও চুম্বন করাকে অনেক গর্ব মনে করেন। তাই হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন করে দু'হাত উঁচু করে সগর্বে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে সকলকে জানিয়ে দেয় আমি পেরেছি। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। বিধায় এরূপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।[৫০] অবশ্য হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ, চুম্বন অথবা ইশারা যেটাই সম্ভব হোক না কেন স্বাভাবিক স্বরে 'আল্লাহু আকবার'[৫১] অথবা 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার'[৫২] বলা মুস্তাহাব।[৫৩]

কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে দো'আ ও কান্নাকাটি করা :

কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে বরকত কামনা করা বা দো'আ বা কান্নাকাটি করা সিদ্ধ নয়। কেননা এ কাজ নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। তবে মুলতাযাম অর্থাৎ কা'বা ঘরের দরজা ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান স্পর্শ করে দো'আ করা ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে প্রমাণিত।[৫৪]

ত্বাওয়াফের সময় সম্মিলিত দো'আ পাঠ করা :

ত্বাওয়াফের সময় প্রত্যেকেই নিজে নিজে দো'আ পাঠ করবে। এ সময়ে একজনে উচ্চৈঃস্বরে বলবে অন্যরা তার সাথে অংশগ্রহণ করবে অথবা একজনে দো'আ করবে ও অন্যরা আমীন আমীন বলবে, এরূপ সম্মিলিত দো'আ পাঠ সুন্নাত বিরোধী কাজ। এ বিষয়ে শায়খ ছালেহ ইবনে ফাওয়ান আল-ফাওযান বলেন, 'ত্বাওয়াফের সময় সম্মিলিত দো'আ করা বিদ'আত। এভাবে দো'আ করার কারণে অন্যান্য ত্বাওয়াফকারীদের ত্বাওয়াফে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এ সময় দো'আ করার শরী'আত সম্মত পদ্ধতি হ'ল- আওয়াজ উঁচু না করে প্রত্যেকেই নিজে নিজে দো'আ করবে'।[৫৫]

মাক্বামে ইবরাহীমে দীর্ঘ সময় দো'আ করা :

মাক্বামে ইবরাহীম ও হাজারে আসওয়াদ জান্নাতের ইয়াকূত সমূহের মধ্যে দু'টি ইয়াকূত।[৫৬] আল্লাহ মাক্বামে ইবরাহীমকে ছালাতের স্থান বানানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى 'মাক্বামে ইবরাহীমকে তোমরা ছালাতের স্থান বানাও' *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হ'তেন এবং কুরআনের এ আয়াত পাঠ করতেন, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى অতঃপর তথায় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[৫৭] সুতরাং মাক্বামে ইবরাহীমে একাকী অথবা সম্মিলিতভাবে দীর্ঘ সময় দো'আ করা যাবে না। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) একে বিদ'আত বলেছেন।[৫৮]

বিদায়ী ত্বাওয়াফ শেষে কা'বা ঘরের দিকে মুখ রেখে পিছন দিকে হেঁটে আসা :

কা'বা ঘরকে অত্যধিক সম্মান জানাতে গিয়ে অনেকেই বিদায়ী ত্বাওয়াফ শেষে কা'বা ঘরের দিকে মুখ রেখে পিছন দিকে হেঁটে আসেন। মূলতঃ এটা কবর ও মাযার পূজারীদের কাজ। তারা কবর ও মাযার যিয়ারত শেষে এভাবে পিছপা হয়ে ফিরে আসে। পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না এগুলোর অসম্মান হবে ভেবে। শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) এ ধরনের কাজকে বিদ'আত বলেছেন।[৫৯] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)ও একে বিদ'আত আখ্যায়িত করেছেন।[৬০]

সাঈ সংশ্লিষ্ট ত্রুটি সমূহ

সাঈ শুরুর পূর্বে উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ :

কিছু কিছু হাজী ছাফা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় অথবা তাতে আরোহণের সময় বলে থাকে, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সাতপাক সাঈ করার নিয়ত করছি। এভাবে উচ্চারণ করে নিয়ত পাঠ বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা স্বরবে হোক বা নীরবে কোনভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উচ্চারণ করে নিয়ত বলতেন না'।[৬১]

অধিক ছওয়াবের প্রত্যাশায় সাঈ শুরুর পূর্বে ওযূ করা :

অনেকেই অধিক ছওয়াবের প্রত্যাশায় সাঈ শুরু করার পূর্বে ওযূ করে। এ সম্পর্কে একটি বর্ণনা নিম্নরূপ- من توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى بين الصفا والمروة كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة 'যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করে ছাফা-মারওয়ার মধ্যখানে চলবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেক

৪৯. *ফাতাওয়া ইসলামিয়া লি মাজমূ'আতিম মিনাল ওলামাইল আফাযিল ১/৪৪০ পৃঃ; আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত ৩৮৯ পৃঃ।*
৫০. *মানাসিকুল হাজ্জ ১/৪৭; কুল্লু বিদ'আতিন যলালা ২০১ পৃঃ, আশরাফ ইবরাহীম ক্বাতক্বাত, আল-বুরহানুল মুবীন ১/৫৫৫ পৃঃ।*
৫১. *বুখারী হা/১৬১৩।*
৫২. *আত-তালখীছুল হাবীর ২/২৪৭।*
৫৩. *ফাৎহুল বারী ৩/৫৪০ পৃঃ।*
৫৪. *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, ফৎওয়া নং ৫০৬।*
৫৫. *ফাতাওয়া ছালেহ ইবনু ফাওযান আল-ফাওযান ২/৩০, আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত ৩৯৮ পৃঃ।*
৫৬. *তিরমিযী হা/৮৭৮; আহমাদ হা/৭০০০; ছহীহুত তারগীব হা/১১৪৭।*
৫৭. *মুসলিম হা/১২১৮; আবু দাঊদ হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২৫৫৫।*
৫৮. *ফিক্বহুল ইবাদাহ, ৩৫৬ পৃঃ; আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত ৩৯৯ পৃঃ।*
৫৯. *আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত ৩৯৯-৪০০ পৃঃ; ফিক্বহুল ইবাদাহ ৪০১ পৃঃ।*
৬০. *মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫৬ পৃঃ; মাজমূ'আতুর রাসাইল ২/২৮৮; আল-মাদখাল ৪/২৩৮।*
৬১. *ফিক্বহুল ইবাদাহ ৩৫৯ পৃঃ, আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত ৪১১ পৃঃ।*

কদমের বদলে সত্তর হাযার মর্যাদা দান করবেন'।[৬২] হাদীছটি জাল। জাল হাদীছের উপর ভিত্তি করে আমল করলে সেটা সুন্নাত হয় না, বরং বিদ'আত হয়। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সহ অনেকেই একে বিদ'আত বলেছেন'।[৬৩]

সাঈ করার সময় প্রত্যেক চক্করে নির্দিষ্ট দো'আ করা :

বাজারে প্রচলিত কিছু হজ্জ শিক্ষা বইয়ে সাত চক্করের প্রতিটি চক্করের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট দো'আ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যা দেখে দেখে অনেক হাজী ছাহেব ঐ সমস্ত বানোয়াট দো'আগুলো পড়ে থাকেন। এ সম্পর্কে শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'কিছু মানুষ রয়েছে যারা সাঈ-এর সময় প্রতিটি চক্করে নির্দিষ্ট দো'আ পড়েন। যা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত'।[৬৪]

ছাফা ও মারওয়ার মাঝখানে বাত্বনে ওয়াদীতে মাহিলাদের দ্রুত চলা :

ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে বাত্বনে ওয়াদীতে (বর্তমানে 'সবুজ লাইট' দ্বারা চিহ্নিত করা আছে) দ্রুত চলা পুরুষদের জন্য সুন্নাত।[৬৫] কিন্তু মহিলাদের দ্রুত চলার প্রয়োজন নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. 'মহিলাদের জন্য বায়তুল্লাহ ও ছাফা-মারওয়ার মাঝে রমল (দ্রুত চলা) নেই'।[৬৬]

হজ্জ ও ওমরা ব্যতীত সাঈ করা :

কেউ কেউ হজ্জ ও ওমরাহ্‌র নিয়ত ও ইহরাম ব্যতীত নফল ইবাদতের নিমিত্তে ছাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে। يظن أن التطوع بالسعي مشروع كالتطوع بالطواف، 'তারা মনে করে ত্বাওয়াফের ন্যায় নফল সাঈ করা শরী'আত সম্মত'। আসলে এটি শরী'আত সম্মত নয় বরং বিদ'আত। শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) একে বিদ'আত বলেছেন।[৬৭] অনুরূপভাবে হজ্জ অথবা ওমরাহ-এর সময় (নির্ধারিত সাঈ ব্যতীত) বারবার সাঈ করাও বিদ'আত।[৬৮]

সাঈ শেষে ছালাত আদায় করা :

অনেক হাজীদের দেখা যায়, ত্বাওয়াফের মত সাঈ শেষেও মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে ছালাতে মগ্ন হন। এটা সুন্নাত পরিপন্থী। ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)[৬৯] ও শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সাঈ শেষে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করাকে বিদ'আত বলেছেন'।[৭০]

কংকর নিক্ষেপ সংশ্লিষ্ট ত্রুটিসমূহ

কংকর ধৌত করা :

হজ্জের সময় দেখা কোন কোন হাজী ছাহেব জামরায় কংকর নিক্ষেপের পূর্বে অধিক সতর্কতা ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত কংকরসমূহ ধৌত করে নেয়। শায়খ ওছায়মীন (রহঃ)[৭১] ও শায়খ আলবানী (রহঃ) নিক্ষেপের পূর্বে পাথরগুলো ধৌত করাকে বিদ'আত বলেছেন'।[৭২]

বড় আকারের কংকর নিক্ষেপ করা :

অনেকেই তুলনামূলক বড় পাথর নিক্ষেপ করেন। অতি উৎসাহী এমন কিছু হাজী ছাহেবকে দেখা যায় জোশ ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে পায়ের জুতা খুলে নিক্ষেপ করে। এগুলো সুন্নাত পরিপন্থী কাজ।[৭৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِى يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ 'তোমরা খাযফ-এর ন্যায় ছোট পাথর জামরাতে মারার জন্য নেও'।[৭৪] জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জামরায় খাযফ-এর মতো ছোট পাথর মারতে দেখেছি'।[৭৫] খাযফ হ'ল খেজুরের আঁটির মতো ছোট'।[৭৬]

উল্লিখিত হাদীছসমূহ হ'তে প্রমাণিত হয় যে, খেজুরের আঁটির মত ছোট পাথর দিয়ে কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নাত। আর এর বিপরীত হ'ল বিদ'আত।

কংকর নিক্ষেপের পূর্বে গোসল করা :

কংকর নিক্ষেপের পূর্বে গোসল করার কোন বিধান নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কংকর নিক্ষেপের পূর্বে গোসল করতেন না। অতএব ইসলামী শরী'আত সিদ্ধ কাজ মনে করে অধিক ছাওয়াবের প্রত্যাশায় কংকর নিক্ষেপের পূর্বে গোসল করা ভুল।[৭৭]

কংকর নিক্ষেপের সময় তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা :

কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর দেয়া সুন্নাত।[৭৮] কিন্তু অনেকেই তাকবীরের পরিবর্তে তাসবীহ তাহলীল পড়ে থাকে। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাকবীরের স্থলে যিকির করাকে বিদ'আত বলেছেন।[৭৯]

---

৬২. *আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূ'আহ ১/১১২, হা/২৫; তানযীহুশ শরী'আহ ২/১৭৫ পৃঃ, তাযকিরাতুল হুফফায ৭৪ পৃঃ।*
৬৩. *মানাসিকুল হাজ্জ পৃঃ ৫০; আল-বুরহানুল মুবীন ১/৫৫৫ পৃঃ।*
৬৪. *ফিক্বহুল ইবাদাহ পৃঃ ৩৬২, আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত পৃঃ ৩৮৫।*
৬৫. *মুসলিম হা/১২১৮; আবূদাউদ হা/১৯০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৪; মিশকাত হা/২৫৫৫।*
৬৬. *মুছান্নাফে আবী শায়বা হা/১৩১১০; দারাকুত্বনী হা/২/৯৯।*
৬৭. *ফিক্বহুল ইবাদাহ ৩৬৪ পৃঃ; আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত ৫০২ পৃঃ।*
৬৮. *মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫১ পৃঃ; হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১২০ পৃঃ।*
৬৯. *মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া ১৩/২৬৩ পৃঃ; আল-ক্বাওয়াছেল নূরানিয়্যাহ ১০১ পৃঃ।*
৭০. *হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১২১ পৃঃ; মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫১ পৃঃ।*
৭১. *আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত ৪০৪-৫ পৃঃ; ফিক্বহুল ইবাদাহ ৬৪২ পৃঃ।*
৭২. *হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১৩১ পৃঃ; মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরা ৫৪ পৃঃ।*
৭৩. *মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫৪ পৃঃ; হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১৩২ পৃঃ।*
৭৪. *মুসলিম হা/১২৮২; আহমাদ হা/১৮২১; মিশকাত হা/২৬১০।*
৭৫. *মুসলিম হা/১২৯৯; নাসাঈ হা/৩০৭৪; তিরমিযী হা/৮৯৭।*
৭৬. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৩৩২ পৃঃ।*
৭৭. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৩৮০ পৃঃ; হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১৩১ পৃঃ।*
৭৮. *মুসলিম হা/১২১৮; আবূদাউদ হা/১৯০৫; নাসাঈ হা/২৭৬১; মিশকাত হা/২৫৫৫।*
৭৯. *মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫৪ পৃঃ; হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১৩১ পৃঃ।*

সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা :

জামরায় কংকর নিক্ষেপের উত্তম সময় হ'ল দ্বিপ্রহরের আগে ও পরে। সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ 'তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করো না'।[৮০] জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরবানীর দিন সকাল বেলা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন এর পরবর্তী দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর নিক্ষেপ করেছেন'।[৮১]

অতএব সূর্যোদয়ের পূর্বে জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। তবে যদি কেউ শারঈ ওযর বশতঃ সন্ধ্যার মধ্যে কংকর মারতে ব্যর্থ হন, তাহ'লে বাধ্যগত অবস্থায় তিনি সূর্যাস্তের পর হ'তে ফজরের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কংকর মারতে পারেন।[৮২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাওদা (রাঃ)-কে রাত্রে মিনায় পৌঁছে ফজরের পূর্বে কংকর নিক্ষেপে অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি ভারী ও স্থূলদেহী হওয়ার কারণে।[৮৩]

আরাফাহ সংশ্লিষ্ট ত্রুটিসমূহ

আরাফাহ ময়দানে একাধিক খুৎবা :

অনেকে আরাফাহ ময়দানের খুৎবা শ্রবণ করতে না পারলে নিজ নিজ তাঁবুতে খুৎবাসহ ছালাত আদায় করে থাকে। এভাবে আরাফাহ ময়দানে একাধিক খুৎবা দেয়া সম্পর্কে শায়খ ছালেহ ইবনু ফাওযান আল-ফাওযান বলেন, আরাফাহ দিবসের খুৎবা একটি, যা মুসলমানদের ইমাম অথবা তাঁর প্রতিনিধি একই স্থান তথা মসজিদে নামিরাহ থেকে প্রদান করে থাকেন। হাজীদের প্রত্যেক কাফেলাতে খুৎবা দেয়া শরী'আত সম্মত নয়।[৮৪]

আরাফাহ ময়দানে যোহর ও আছরের ছালাত জমা ও ক্বছর না করা :

আরাফাহ ময়দানে যোহর ও আছরের ছালাত যোহরের সময় জমা ও ক্বছর করে আদায় করা সুন্নাত।[৮৫] কিন্তু অনেকে মু'আল্লিম ও হাজী ছাহেব আছেন যারা কোনভাবেই এ সুন্নাতের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না; বরং তারা যোহর ও আছরের ছালাত যথাসময়ে আদায় করেন। ছালাতের ব্যাপারে বেশী একাগ্রতা দেখিয়ে ক্বছরও আদায় করেন না। যা সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ।

আরাফাহ ময়দানে যোহর ও আছর ছালাতের আগে-পরে কোন সুন্নাত অথবা নফল ছালাত আদায় করা :

আরাফাহ ময়দানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যোহর ও আছর ছালাতের বিবরণ দিতে গিয়ে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا 'অতঃপর বেলাল (রাঃ) আযান ও ইক্বামাত দিলেন। নবী করীম (ছাঃ) যোহরের ছালাত আদায় করলেন। বেলাল (রাঃ) আবার ইক্বামত দিলেন। নবী করীম (ছাঃ) আছরের ছালাত আদায় করলেন। এর মাঝে অন্য কোন (সুন্নাত-নফল) মিলালেন না'।[৮৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরাফাহ ময়দানে যোহর ও আছর ছালাতের সাথে কোন নফল-সুন্নাত ছালাত আদায় করেননি একথা হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও অধিক পরহেযগারিতা দেখাতে গিয়ে সুন্নাত অথবা নফল ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল।[৮৭]

সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফাহ ময়দান ত্যাগ করা :

সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাহ ময়দানে অবস্থান করা সুন্নাত। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আরাফাহ ময়দানে অবস্থানের বর্ণনা দিয়ে বলেন, وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَدَفَعَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، 'এবং এখানে এর পিছন দিক (জাবালে রহমতের নীচে) পাথরসমূহের দিকে এবং হাবলুল মুশাত-কে নিজের সম্মুখে করে ক্বিবলার দিকে ফিরলেন। সূর্য না ডুবা ও পিত রং কিছুটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত এভাবে তিনি (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর সূর্যের গোলক পরিপূর্ণ নীচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর তিনি উসামা (রাঃ)-কে নিজের সওয়ারীর পেছনে বসালেন এবং মুযদালিফা পৌঁছা পর্যন্ত সওয়ারী চালাতে থাকলেন'।[৮৮]

অনেক হাজী ছাহেব প্রখর খরতাপে আরাফাহ ময়দানে অবস্থান করাকে অনেক কষ্টকর মনে করেন। তাই তাঁরা তড়িঘড়ি করে সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফাহ ময়দান ত্যাগ করেন অথচ হজ্জের মূল আনুষ্ঠানিকতা হ'ল আরাফাহ ময়দানে অবস্থান করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الحج الحج يوم عرفة 'হাজ্জ-হাজ্জ হচ্ছে আরাফাহ ময়দানে উপস্থিত হওয়া'।[৮৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، 'সর্বোত্তম দো'আ হ'ল আরাফাহ দিনের দো'আ'।[৯০]

---

৮০. আবূদাঊদ হা/১৯৪০; তিরমিযী হা/৮৯৩; ইবনু মাজাহ হা/৩০২৫; মিশকাত হা/২৬১৩, সনদ ছহীহ।
৮১. মুসলিম হা/১২৯৯; নাসাঈ হা/৩০৬৩; মিশকাত হা/২৬২০।
৮২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, হজ্জ ও ওমরাহ ১১০ পৃঃ; মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/২৪৩ পৃঃ।
৮৩. মুসলিম হা/১২৯০; বুখারী হা/১৬৮০, ১৬৮১।
৮৪. শায়েখ ছালেহ ইবনু ফাওযান আল-ফাওযান, আল-ফাতাওয়া ২/২০ পৃঃ; আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত ৪০৪ পৃঃ।
৮৫. বুখারী হা/১৩৬২; মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫, ২৬১৭।
৮৬. মুসলিম হা/১২১৮; আবূদাঊদ হা/১৯০৫; নাসাঈ হা/২৭৬১; মিশকাত হা/২৫৫৫।
৮৭. হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১২৬ পৃঃ; মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫২ পৃঃ।
৮৮. মুসলিম হা/১২১৮; আবু দাঊদ হা/১৯০৫;; মিশকাত হা/২৫৫৫।
৮৯. আবূদাঊদ হা/১৯৪৯; নাসাঈ হা/৩০৪৪, ৩০১৬; তিরমিযী হা/৮৮৯; মিশকাত হা/২৭১৪, সনদ ছহীহ।
৯০. তিরমিযী হা/৩৫৮৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৩৬; ছহীহুল জামে' হা/৩২৭৪; ছহীহাহ হা/১৫০৩।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ. 'এমন কোন দিন নেই, যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে আরাফার দিনের চেয়ে জাহান্নাম থেকে বেশী মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি সেদিন বান্দাদের খুব নিকটবর্তী হন, তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ববোধ করে বলেন, এরা কি চায়? (অর্থাৎ যা চায় আমি তাদেরকে তাই দেব)'।[৯১]

গোনাহ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির সবচেয়ে বড় একটি ইবাদত হ'ল আরাফাহ ময়দানে অবস্থান করা এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কাকুতি-মিনতিসহকারে দো'আ করা। এতদসত্ত্বেও আরাফাহ ময়দানের সাময়িক কষ্ট অনেক হাজী ছাহেবের সহ্য হয় না। তাই তারা সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফাহ ময়দান ত্যাগ করেন। যা হজ্জের ত্রুটি ও সুন্নাতবিরোধী আমল।[৯২]

জাবালে রহমত-এর শীর্ষে উঠে ছালাত আদায় করা, স্পর্শ করা :

অনেকেই জাবালে আরাফাহ তথা জাবালে রহমতের শীর্ষে উঠে তথায় ছালাত আদায় করা এবং স্পর্শ করাকে আবশ্যক মনে করে। অথচ ইসলামী শরী'আতে এর কোনই ভিত্তি নেই। শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) একে বিদ'আত গণ্য করেছেন।[৯৩]

আরাফাহ ময়দানে অবস্থান সংক্রান্ত বিবিধ ত্রুটি :

(১) চন্দ্রোদয়ের সংশয় নিরসনের জন্য আট তারিখে আরাফাহ ময়দানে অবস্থিত জাবালে রহমতে এক ঘণ্টা অবস্থান করা।[৯৪] (২) রাতের বেলায় মিনা থেকে আরাফাহ-এর দিকে যাত্রা করা।[৯৫] (৩) আরাফাহ ময়দানে অবস্থানের জন্য গোসল করা।[৯৬] (৪) আরাফাহ ময়দান থেকে জাবালে রহমতের নিকটবর্তী হ'লে জাবালের রহমতের দিকে দৃষ্টিপাত করে সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লা-হু আকবার' বলা।[৯৭] (৫) আরাফাহ ময়দানে একশ' বার 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা' বলা, একশ' বার সূরা ইখলাছ পাঠ করা, অতঃপর রাসূলুলাহ (ছাঃ)-এর প্রতি একশ' বার দরূদ পাঠ করা, যার শেষাংশে 'ওয়া আলাইনা মা'আহুম' বৃদ্ধি করা।[৯৮] (৬) দো'আ না পড়ে আরাফাহ ময়দানে নীরব থাকা।[৯৯] (৭) খুৎবার পূর্বে যোহর ও আছরের ছালাত আদায় করা।[১০০] (৮) আরাফাহ ময়দানে খতীবের খুৎবাহ শেষ হওয়ার পূর্বে যোহর ও আছর ছালাতের আযান দেয়া।[১০১] (৯) আরাফাহ ময়দানে ক্বছর ছালাত আদায় শেষে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ইমামের একথা বলা যে, 'আপনারা আপনাদের ছালাত পূর্ণ করুন। কেননা আমরা মুসাফির'।[১০২]

মুযদালিফায় অবস্থান সংশ্লিষ্ট ত্রুটিসমূহ

আরাফাহ ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী গিরিপথে ছালাত আদায় করা :

আরাফাহ ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে একটি গিরিপথ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরাফাহ হ'তে ফেরার পথে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সেখানে অবতরণ করেছিলেন। প্রয়োজন শেষে সেখানে ওযূ করেছিলেন। ছালাত আদায় করেননি। উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) যখন আরাফাহ হ'তে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি একটি গিরিপথের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে ওযূ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি ছালাত আদায় করবেন? তিনি বললেন, ছালাত আরো সামনে'।[১০৩] অথচ অনেক হাজী ছাহেব এখানে অবতরণ করে ছালাত আদায় করেন। যা সুন্নাত পরিপন্থী ও বিদ'আত।

মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার সুন্নাত ছালাত আদায় :

মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার সুন্নাত ছালাত আদায় করা বিদ'আত।[১০৪] কেননা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে,

جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

'নবী করীম (ছাঃ) মাগরিব ও এশার ছালাত মুযদালিফায় একত্রে আদায় করেছেন। প্রত্যেক ছালাতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইক্বামাত দিয়েছেন এবং এ দুই ছালাতের মাঝে কোন নফল ছালাত আদায় করেননি এবং পরেও আদায় করেননি'।[১০৫]

মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা জমা এবং এশার ছালাত ক্বছর না করা :

মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার ছালাত জমা (একত্রিত) এবং এশার ছালাত ক্বছর করে আদায় করার বিষয়ে সুস্পষ্ট হাদীছ রয়েছে। ওবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, جَمَعَ

৯১. *মুসলিম হা/১৩৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৩০১৪; ছহীহাহ হা/২৫৫১; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৯৬।*
৯২. *হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১২৭ পৃঃ; মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫২ পৃঃ।*
৯৩. *আল-বিদাউ' ওয়াল মুহদাছাত ৩৭৯-৩৮০ পৃঃ; ফিক্বহুল ইবাদাহ ৩৩২ পৃঃ।*
৯৪. *হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ), ১২২ পৃঃ।*
৯৫. *আল মাদখাল ৪/২২৭।*
৯৬. *মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫১ পৃঃ।*
৯৭. *হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১২৪ পৃঃ।*
৯৮. *মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫১ পৃঃ।*
৯৯. *আল মাদখাল ৪/২২৯ পৃঃ।*
১০০. *নাছবুর রা-য়াহ ৩/৫৯-৬০ পৃঃ; মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫২ পৃঃ।*
১০১. *হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১২৬ পৃঃ।*
১০২. *মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫২ পৃঃ।*
১০৩. *বুখারী হা/১৬৬৭, ১৬৬৮।*
১০৪. *হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১২৯ পৃঃ।*
১০৫. *বুখারী হা/১৬৭৩; নাসাঈ হা/৩০২৮; মিশকাত হা/২৬০৭।*

رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার ছালাত একত্রে আদায় করেছেন। তিনি এ দুই ছালাতের মধ্যে অন্য কোন ছালাত (সুন্নাত বা নফল) আদায় করেননি। তিনি মাগরিব তিন রাক‘আত এবং এশা দু’রাক‘আত আদায় করেছেন’।[১০৬]

এতদসত্ত্বেও কোন কোন হাজী ছাহেব মনে করেন ছালাত জমা ও ক্বছর করার চেয়ে যথাসময়ে পুরো ছালাত আদায় করায় নেকী বেশী। এজন্য তারা জমা ও ক্বছর করেন না। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ‘আত।

বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ, মুযদালিফায় অবস্থান ও কংকর নিক্ষেপের প্রাক্কালে গোসল করা :

হজ্জের সময় তিন স্থানে গোসল করা মুস্তাহাব। যথা- ইহরাম বাঁধার পূর্বে, মক্কায় প্রবেশের প্রাক্কালে ও আরাফার দিনে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানে যথা- কংকর নিক্ষেপে প্রাক্কালে, ত্বাওয়াফের পূর্বে, মুযদালিফায় অবস্থানের পূর্বে মুস্তাহাব মনে করে গোসল করা বিদ‘আত। এ সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন,

وَمَا سِوَى ذَلِكَ كَالْغُسْلِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ وَلِلطَّوَافِ وَالْمَبِيتِ بِمزدلفة فَلَا أَصْلَ لَهُ لَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ وَلَا اسْتَحَبَّهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ لَا مَالِكٌ وَلَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَا أَحْمَد وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَكَرَهُ طَائِفَةٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِهِ. بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ،

‘এটা (ইহরাম, মক্কায় প্রবেশ, আরাফাহ দিবস) ব্যতীত হজ্জের সময় অন্য কোন আমলের প্রাক্কালে গোসলের বিধান নেই। যেমন কংকর নিক্ষেপ, ত্বাওয়াফ ও মুযদালিফায় অবস্থানের জন্য গোসল করার বিষয়ে শরী‘আতে কোন ভিত্তি নেই। নবী করীম (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কারো থেকে এ বিষয়ে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। ইমাম আহমাদ, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বা জুমহূর ওলামা কেউ একে মুস্তাহাব বলেননি। যদিও তাদের পরবর্তী কেউ কেউ একে জায়েয হিসাবে উল্লেখ করেছেন কিন্তু এটা বিদ‘আত’।[১০৭]

মুযদালিফায় অবস্থান সংক্রান্ত বিবিধ বিদ‘আত :

(১) আরাফাহ ময়দান থেকে তড়িঘড়ি করে মুযদালিফার দিকে যাত্রা করা।[১০৮] (২) মাশ‘আরুল হারামের প্রতি নিষ্ঠা তথা সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুযদালিফায় প্রবেশের সময় সওয়ারী থেকে অবতরণ করাকে মুস্তাহাব মনে করা।[১০৯] (৩) মুযদালিফায় রাত্রি জাগরণ করা।[১১০] হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুযদালিফায় ছুবহে ছাদিক পর্যন্ত শুয়ে আরাম করেছেন। যেহেতু ১০ যিলহজ্জ হাজী ছাহেবকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে তাই নবী করীম (ছাঃ) মুযদালিফার রাতে আরাম করার বিধান রেখেছেন। সুতরাং হাজীদের জন্য মুযদালিফায় রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পরিপন্থী।[১১১] (৪) রাত্রি যাপন ব্যতীত মুযদালিফায় অবস্থান করা।[১১২] (৫) ইয়াওমুন নাহার তথা কুরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপের জন্য সাতটি পাথর মুযদালিফা থেকে কুড়িয়ে নেয়াকে সুন্নাত মনে করা এবং বাকী পাথর ‘ওয়াদীউল মুহাসসার’ থেকে সংগ্রহ করা।[১১৩]

কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন সংশ্লিষ্ট ত্রুটি সমূহ

কুরবানী না করে সে অর্থ ছাদাক্বাহ করা :

হজ্জের সময় বা অন্য সময় কুরবানী করা সুন্নাত। কিন্তু হজ্জে কোন ভুল-ত্রুটি হ’লে তার কাফফারা স্বরূপ হাদী তথা কুরবানী ওয়াজিব। অনেকেই মনে করে কুরবানী না করে সে অর্থ ছাদাক্বা করা হয়ত উত্তম। একে শায়খ আলবানী (রহঃ) বিদ‘আত আখ্যায়িত করেছেন।[১১৪]

ইয়াওমুন নাহারের পূর্বে কুরবানী করা :

কুরবানী করতে হয় ইয়াওমুন নাহার তথা ১০শে যিলহজ্জ কুরবানীর দিনে। কিন্তু তামাত্তু হজ্জ পালনকারী কিছু এমন হাজী রয়েছেন, যারা ইয়াওমুন নাহারের পূর্বেই হাদী কুরবানী করে থাকেন। যা বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত।[১১৫]

মাথা মুণ্ডন সংক্রান্ত বিবিধ বিদ‘আত :

(১) মাথার বাম পাশ থেকে মুণ্ডন শুরু করা।[১১৬] (২) মাথার চার ভাগের একভাগ মুণ্ডন করা।[১১৭] (৩) ক্বিবলামুখী হয়ে মাথা মুণ্ডন করাকে সুন্নাত মনে করা।[১১৮]

শেষ কথা : হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। যার মাধ্যমে নিষ্পাপ হওয়া যায়। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ মোতাবেক ও ত্রুটিবিহীনভাবে হজ্জ সম্পন্ন না হ’লে তা কবুল হয় না। এজন্য সুন্নাতী পদ্ধতিতে হজ্জ করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ সবাইকে কবুল হজ্জ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

১০৬. মুসলিম হা/১২৮৮; বুখারী হা/১৬৭৩, ১৬৭৪।
১০৭. মাজমূ‘আতুল ফাতাওয়া ১৩/২৪২ পৃঃ।
১০৮. হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১২৮ পৃঃ।
১০৯. মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫৩ পৃঃ।
১১০. হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১৩০ পৃঃ।
১১১. তাক্বওয়ার সফর হজ্জ-ওমরা ও যিয়ারত ৪২ পৃঃ।
১১২. আর রাওযাতুন নাদিইয়াহ ১/২৬৭ পৃঃ।
১১৩. মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫৪ পৃঃ; হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১৩০-১৩১ পৃঃ।
১১৪. হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১৩২ পৃঃ।
১১৫. মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫৫ পৃঃ।
১১৬. ঐ, ৫৫ পৃঃ।
১১৭. হাজ্জাতুন নাবী (ছাঃ) ১৩৩ পৃঃ।
১১৮. মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ৫৫ পৃঃ।

সুন্নাত আঁকড়ে ধরার ফযীলত

*মূল : ড. আব্দুল্লাহ বিন ঈদ আল-জারবূঈ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান***

(শেষ কিস্তি)

পাঁচ : নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাত আঁকড়ে ধরা এবং তার আনুগত্য করা হেদায়াত লাভ এবং ভ্রান্ত ফিরকা ও ভ্রষ্টতা হ'তে দূরে থাকার মাধ্যম :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ-

'হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের নিকট আমাদের রাসূল এসেছে। যেসব বিষয় তোমরা তোমাদের কিতাব থেকে গোপন কর, সেসব বিষয় সে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিচ্ছে এবং বহু বিষয় সে এড়িয়ে যায়। বস্তুতঃ তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এসেছে একটি জ্যোতি ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব। তা দ্বারা (অর্থাৎ কুরআন দ্বারা) আল্লাহ ঐসব লোকদের শান্তির পথ সমূহ প্রদর্শন করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তিনি তাদেরকে স্বীয় অভিপ্রায়ে (কুফরীর) অন্ধকার হ'তে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে আনেন। আর তিনি তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন' *(মায়েদাহ ৫/১৫-১৬)*।

আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর নিজের মহিমাময় সত্তার পক্ষ থেকে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে যমীনের সকল আরব-অনারব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার জন্যই প্রেরণ করেছেন। তিনি তাকে সুস্পষ্ট দলীল, হক ও বাতিলের পার্থক্য সহকারে পাঠিয়েছেন। এর যা কিছু তারা পরিবর্তন, বিকৃতি, অপব্যাখ্যা করেছে এবং সে বিষয়ে আল্লাহ্র উপর যা মিথ্যারোপ করেছে তিনি সবই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তারা পরিবর্তন করেছে এমন অনেক বিষয়ে তিনি চুপ থেকেছেন যা বর্ণনা করাতে কোন উপকার নেই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীম সম্পর্কে বলেন, যা তাঁর মহান নবীর উপর নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টি কামনাকারীদেরকে হেদায়াত ও সুপথ সমূহ দেখিয়ে থাকেন। তথা নাজাত, নিরাপদ ও ইসতেকামাতের পথে পরিচালিত করেন। তাঁরই ইশারায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখান। তাদেরকে ছিরাত্বে মুস্তাক্বীমের পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংসাত্মক সকল কিছু থেকে নাজাত দেন এবং তাদের জন্য সুন্দর পথ সমূহ দেখিয়ে দেন। ফলে সকল রকমের অনিষ্টকে তাদের থেকে সরিয়ে রাখেন, তাদের জন্য ভাল কাজ সমূহ করার পথ সুগম করেন, সকল প্রকার ভ্রষ্টতাকে তাদের থেকে দূরে রাখেন এবং তাদেরকে সঠিক অবস্থার দিকে দিকনির্দেশনা দান করেন।[১]

আল্লাহ বলেন, قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ- 'তুমি বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। যার জন্যই আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। অতএব তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর, যিনি নিরক্ষর নবী। যিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আল্লাহ ও তাঁর বিধান সমূহের উপর। তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হ'তে পার' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*।

তিনি আরোও বলেন, قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ- 'বল, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে রাসূলের দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী হবেন এবং তোমাদের দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী হবে। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর, তাহ'লে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। বস্তুতঃ রাসূলের উপর দায়িত্ব হ'ল কেবল সুস্পষ্টভাবে (আল্লাহ্র বাণী সমূহ) পৌঁছে দেওয়া' *(নূর ২৪/৫৪)*।

তিনি আরোও বলেন, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 'আর নিশ্চয়ই তুমি পথ প্রদর্শন করে থাক সরল পথের দিকে' *(শূরা ৪২/৫২)*। তিনি আরোও বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ- 'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা (ভ্রান্ত পথ সমূহ থেকে) বেঁচে থাকতে পার' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

* আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

* *শিক্ষক, মদীনা ইসলামী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

** *পিএইচ. ডি গবেষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

১. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩/৬৭-৬৮।*

خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوما خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ سُبُل- عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ تَلَا- وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا... (الأنعام: ١٥٣)

‘রাসূল (ছাঃ) আমাদের জন্য একদা একটি রেখা টানলেন। অতঃপর বললেন, এটি আল্লাহ্র পথ। এরপর সেই রেখার ডানে ও বামে আরও কিছু রেখা টানলেন। অতঃপর বললেন, এগুলিও পথ। এর প্রত্যেকটি পথে একজন করে শয়তান বসে আছে যে সেদিকে আহ্বান করছে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন- ‘আর এটিই আমার সরল পথ’ *(আন‘আম ৬/১৫৩)*।[২]

* ইরবায বিন সারিয়া (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ-

‘একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে ফজরের ছালাত পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন। এরপর আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিলেন যাতে চোখগুলি অশ্রুসিক্ত হ’ল এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হ’ল। জনৈক একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মনে হচ্ছে এটাই শেষ উপদেশ। সুতরাং আপনি আমাদেরকে কি আদেশ করবেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি, (আমীরের) আদেশ শোনা ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি হাবাশী কৃতদাসও হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই চরম ইখতেলাফ দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমরা আমার ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাতের অনুসরণ করবে, তোমরা তা অবশ্যই আঁকড়ে ধরবে, তা তোমরা মাঢ়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। (শরী‘অতে) সকল নতুন সৃষ্ট বিষয় থেকে সাবধান থাকবে। কেননা সকল নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত। আর সকল বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা’।...

মুসনাদে আহমাদ ও আবূ দাউদে এসেছে,

أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: ٩٢] فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ، فَقَالَ الْعِرْبَاضُ:...

‘আমরা ইরবায বিন সারিয়ার নিকট আসলাম। তিনি হ’লেন তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে :

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ،

‘আর ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই যারা তোমার নিকট এজন্য আসে যে, তুমি তাদের (জিহাদে যাবার) জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবে। অথচ তুমি বলেছ যে, আমার নিকটে এমন কোন বাহন নেই যার উপর তোমাদের সওয়ার করাবো’ *(তওবা ৯/৯২)*। তাকে আমরা সালাম দিলাম এবং বললাম, আমরা আপনার সাথে সাক্ষাত করতে, আপনার অসুস্থতার খবর নিতে এবং কিছু অর্জন করতে এসেছি। তখন ঈরবায বললেন,... ।[৩]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا قَوْلِيْ فَإِنِّيْ لَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِيْ هَذَا فِي هَذَا الْمَوْقِفِ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَّغْتُ، فَذَكَرَ كَلَامًا كَثِيْرًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَاعْقِلُوْا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا، كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ...

‘হে লোক সকল! তোমরা আমার কথা শোন! কেননা আমি জানি না, হয়তো আজকের দিনের পর এই জায়গাতে আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে আর কোন কথা বলব না। হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদসমূহ তোমাদের জন্য সম্মানিত তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এ দিনটি, তোমাদের এ নগরীতে। তোমরা অচিরেই তোমাদের রবের সাক্ষাত পাবে, আর তিনি তোমাদের আমলসমূহ সম্পর্কে তোমাদের

---

২. মুসনাদে আহমাদ, ৪১৪২; সুনানে দারেমী, হা/২০২; সুনানে কুবরা, হা/১১১০৯; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮০/৬-৭; মুসতাদরাকে হাকিম, হা/৩১৮, হাদীছটি ‘ছহীহ’।

৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭১৪৫; আবুদাঊদ, হা/৪৬০৭; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৫; মুসাতাদরাকে হাকিম, ১/৯৭; আলবানী ছহীহ বলেছেন, যিলালিল জান্নাত, ১/১৭, হা/২৬।

জিজ্ঞেস করবেন। আমি তো (তাঁর পয়গাম) পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এভাবে তিনি অনেক কথা বলেছেন। শেষে বলেন, হে লোকসকল! আমার কথা ভালোভাবে বুঝ। কেননা আমি (তাঁর পয়গাম) পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আর হে লোকসকল! তোমাদের মাঝে যা রেখে যাচ্ছি, তা যদি মযবূত করে আঁকড়ে ধর তাহ'লে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না; তা হ'ল, আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত'।[৪]

নবী করীম (ছাঃ) সুন্নাত আঁকড়ে ধরাকে ইখতেলাফ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হওয়ার সময়ের এমন আশ্রয়স্থল করেছেন যা মজবূতভাবে আঁকড়ে ধরে এসব থেকে বেঁচে থাকা যায় এবং এটিকে যাবতীয় ভ্রষ্টতা ও ফ্যাসাদ থেকে নিরাপদ থাকার সুরক্ষক আশ্রয়কেন্দ্র নির্ধারণ করেছেন।

ছয় : নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাত আঁকড়ে ধরা আল্লাহ্র মুহাব্বত হাছিলের মাধ্যম :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ-

'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। বস্ততঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

এই আয়াত ঐ সকল ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়ছালাকারী যারা আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী করে কিন্তু সে মুহাম্মাদী পথে চলে না। এমন ব্যক্তি তার দাবীতে মিথ্যুক, যতক্ষণ সে তার সকল কথা ও অবস্থায় মুহাম্মাদী শরী'আত এবং নবীর দ্বীন অনুসরণ না করবে।

এজন্য পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ এই আয়াতটিকে آيَةُ الْمِحْنَةِ 'পরীক্ষার আয়াত'[৫] নামে নামকরণ করতেন। সেটি এমন পরীক্ষা যার মাধ্যমে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করেন, যে তাঁকে ভালোবাসার দাবী করে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। আর আনুগত্য হ'ল সত্যিকারের ভালোবাসার আলামত। কবি কত-ই না সুন্দর বলেছেন,

تَعصي الإِلَهَ وَأَنتَ تُظهِرُ حُبَّهُ – هَذا مَحالٌ فِي القِياسِ بَديعُ

لَو كانَ حُبُّكَ صادِقاً لَأَطَعتَهُ – إِنَّ المُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطيعُ.

'তুমি ইলাহ-এর অবাধ্যচারণ কর অথচ বাহ্যিকভাবে তার প্রতি তোমার ভালোবাসা দেখাও। এটা তো অসম্ভব, নিয়ম-নীতিতেও একদম নতুন। তোমার ভালোবাসা যদি সত্যিই হ'ত, তাহ'লে তুমি অবশ্যই তার আনুগত্য করতে। কেননা যে যাকে ভালোবাসে, সে তারই অনুগত হয়'।[৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, যখন ভালোবাসার দাবীদারদের সংখ্যা বেড়ে অনেক হ'ল এবং ভালোবাসার সত্যতা প্রমাণের স্বপক্ষে দলের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন ভালোবাসার সত্যতা প্রমাণের স্বপক্ষে তাদের দলীল চাওয়া হ'ল। এভাবে যখন নানা রকম দাবীদারদের উপস্থিতি পাওয়া গেল, তখন বলা হ'ল, এই দাবী গ্রহণ করা হবে না স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত। তখন দেখা গেল সকল দাবীদাররাই পিছু হটল। কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর সত্যিকারের অনুসারীরা (فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ) তাদের কর্মে, কথায় এবং চরিত্রে অবিচল থাকল।[৭]

অতঃপর যে ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর যথাযথ ইত্তেবা করল, সে আল্লাহ্র প্রতি তার ভালোবাসার দাবীর চেয়ে বড় কিছু পেয়ে ধন্য হ'ল। তাহ'ল, তার প্রতি আল্লাহ্র ভালোবাসা। আর এটি নিঃসন্দেহে প্রথমটির চেয়ে উত্তম। যেমন কিছু বিদ্বান বলেছেন, তুমি ভালোবাস এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং তুমি ভালোবাসা পাও এটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) সত্যই বলেছেন,

الطُّرُقُ كُلُّهَا مَسْدُوْدَةٌ عَلَى الْخَلْقِ، إِلَّا عَلَى مَنْ اقْتَفَى أَثَرَ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'সৃষ্টির জন্য (সৃষ্টির বানানো) সকল তরীক্বা বন্ধ। কেবল যে ব্যক্তি রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করেছে তার জন্য রাস্তা খোলা রয়েছে'।[৮]

আলে ইমরানের ৩১নং আয়াতের কাছাকাছি অর্থে আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا-

'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি ফিরে যায়, তাদের উপর আমরা তোমাকে রক্ষক হিসাবে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*।

আবূ জা'ফর ত্বাবারী বলেন, 'এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিষয়ে বান্দার নিকট ওযর। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেন, হে মানবজাতি! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে তার আনুগত্যের মাধ্যমে মূলতঃ আমারই আনুগত্য করল। সুতরাং তোমরা তার কথা শ্রবণ কর, তার আদেশের আনুগত্য কর। কেননা সে যে নির্দেশই দেয়, তা মূলতঃ আমার পক্ষ থেকেই নির্দেশনা। সে যে নিষেধই করুক না কেন, তা মূলতঃ

---

৪. মুহাম্মাদ বিন নাছির, সুন্নাহ, হা/৬৯; মুসতাদরাকে হাকিম, ১/৯৩; বায়হাক্বী, সুনান কুবরা, ১০/১১৪; হাদীছটি 'হাসান'।
৫. মাদারিযুস সালিকীন, ৩/৪৫৫; উছায়মীন, শারহুল আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়াহ, ১/২৩৩।
৬. দিওয়ানু যির রুম্মাহ, ১৬৪ পৃ.; জাহিয, মাহাসিন ওয়াল আযদাদ, ১৮৩ পৃ.; দিওয়ানু ইমাম শাফেঈ, ৫৮ পৃ.; ফাওয়াতুল ওফায়াত, ইবনু শাকির কুতুবী, ৪/৮১।
৭. মাদারিযুস সালিকীন, ৩/৩৩৪।
৮. ইসতেনশাকু নাসীমিল উনস, ৬০ পৃ.।

আমারই নিষেধাজ্ঞা। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন একথা অবশ্যই না বলে যে, মুহাম্মাদ তো আমাদের মতই একজন। সে কেবল আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়'।[৯]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ 'যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হ'ল, সে আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করল'।[১০]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ফাৎহুল বারীতে বলেন, অর্থাৎ আমি কেবল সেটারই আদেশ করি, যার আদেশ আল্লাহ আমাকে করেছেন। সুতরাং কেউ যদি আমার আদেশ মেনে চলে, তাহ'লে সে তাঁরই আনুগত্য করল যিনি আমাকে আদেশ করেছেন। এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, যেহেতু আল্লাহ মানুষকে আমার আনুগত্য করতে আদেশ করেছেন, সেহেতু যে আমার আনুগত্য করল, সে মূলতঃ আল্লাহ্র আদেশের আনুগত্যই করল। অনুরূপ অবাধ্যতার ক্ষেত্রেও। আর আনুগত্য বলতে বুঝায়, যা আদেশ করা হয়েছে তা করা এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন করা। এর বিপরীত করাই হ'ল অবাধ্যতা।[১১]

সাতঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর আনিত হেদায়াত ও ইলমের ইত্তেবা করা বিশুদ্ধ নফসের পরিচয় :

ছহীহাইনে আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، وفي لفظ مسلم: طَيِّبَةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً، وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ-

'আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হেদায়াত ও ইলম দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হ'ল যমীনের উপর পতিত প্রবল বর্ষণের ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর, যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন, যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তা দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন যমীন রয়েছে, যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হ'ল সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা লাভ করে এবং অপরকে শিক্ষা দান করে। আর ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে সেদিকে মাথা তুলে তাকায় না এবং আল্লাহ্র যে হেদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না'।[১২]

রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী : فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، وفي لفظ مسلم: طَيِّبَةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ 'কোন কোন ভূমি থাকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর (উর্বর) যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে' প্রমাণ করে যে, যার নিকট নবী (ছাঃ)-এর হেদায়াত পৌঁছল এবং সে তার প্রতি ঈমান আনল ও তা গ্রহণ করল, তার নফস পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হ'ল। সুতরাং তার নফস বিশুদ্ধ ও কল্যাণ গ্রহণকারী। এজন্যই তার ও অন্যদের উপর এই ইত্তেবার কল্যাণ প্রকাশ পেয়েছে।

ইবনুল ক্বাইয়িম জাওযী (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত এবং সুন্দর কথা বলেন।[১৩] তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর আনিত ইলম ও হেদায়াতকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন। এ দু'টির প্রত্যেকটির মাধ্যমে জীবন, উপকার, খাদ্য ও বান্দার সকল প্রকার কল্যাণ অর্জিত হয়। এগুলি সবই ইলম ও বৃষ্টির মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর তিনি অন্তরসমূহকে বৃষ্টি পতিত হয় এমন ভূমির সাথে তুলনা করেছেন। কেননা তা এমন স্থান, যা পানিকে ধরে রাখে। ফলে সেখানে সকল প্রকার উপকারী উদ্ভিদ জন্মায়। ঠিক যেমন অন্তরসমূহ ইলম সংরক্ষণ করে তাতে সুফল ফলায়। অতঃপর তার কল্যাণ ও সুফল প্রকাশ পায়।

অতঃপর তিনি মানুষকে ইলম গ্রহণ, এর সংরক্ষণ প্রস্তুতি নেয়া, অর্থ উপলব্ধি করা, এর আহকাম উৎঘাটন করা, হিকমত ও উপকারিতা বের করার অবস্থার দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-

প্রথম প্রকার : মুখস্থকারী ও উপলব্ধিকারী। যারা তা মুখস্থ করে, বুঝে, অর্থ জানে এবং এর মধ্যকার আহকাম, হিকমত ও উপকারিতা উৎঘাটন করে। তাদের অবস্থা সেই ভূমির ন্যায় যা পানি ধরে রাখে। আর এটাই হ'ল সংরক্ষণ করার সমপর্যায়ভুক্ত। এরপর তা লতা-গুল্ম ও প্রচুর ঘাস গজাতে সাহায্য করে। আর এটাই হ'ল, ইলম বুঝা, জানা ও মাসআলা উৎঘাটন করা। এটাই হ'ল পানির মাধ্যমে লতাপাতা ও ঘাস গজানোর পর্যায়ভুক্ত। এটাই হ'ল হাফেয ফক্বীহগণ যারা আহলে রেওয়ায়াত ও দিরায়াতের অধিকারী তাদের দৃষ্টান্ত।

৯. জামি'উল বায়ান, ৮/৫৮৬।
১০. বুখারী, হা/৭১৩৭; মুসলিম, হা/১৮৩৫।
১১. ফাতহুল বারী, ১৩/১২০।
১২. বুখারী, হা/৭৯; মুসলিম, হা/২২৮২।
১৩. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, ১/২৪৭-২৪৯।

দ্বিতীয় প্রকার : মুখস্থকারী। যারা ইলম মুখস্থ করা, অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া ও তা সংরক্ষণ করার তাওফীক্ব লাভ করেছেন। তবে তারা এর সূক্ষ্ম অর্থসমূহ বুঝা, মাসআলা উদঘাটন ও এর বিভিন্ন হিকমত ও উপকারিতা বের করার তাওফীক্ব লাভ করেননি। তাদের অবস্থান সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে কুরআন পড়ে, তা মুখস্থ করে, এর শব্দ-বর্ণ ও গ্রামাটিক্যাল দিকগুলির যত্ন নেয়। কিন্তু সে এতে আল্লাহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভের তাওফীক্ব লাভ করেনি। তাদের স্থান ঐ ভূমির ন্যায়, যা মানুষের জন্য পানি ধরে রাখে, তারা তা দ্বারা উপকৃত হয়, তা থেকে পান করে, সেচ সম্পন্ন করে এবং চাষাবাদ করে। এই দুই প্রকার লোক সৌভাগ্যবান। প্রথম শ্রেণী উঁচু ও বেশী মর্যাদার অধিকারী। এই দুই শ্রেণীই ইলম অর্জন ও তা শিক্ষাদানে অংশ নিয়েছে, যে যতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছে এবং তার নিকট পৌঁছেছে। একজন কুরআনের শব্দসমূহ শিখেছে এবং তা মুখস্থ করেছে। অপরজন এর অর্থসমূহ, আহকাম ও নানামুখি জ্ঞান অর্জন করেছে।

তৃতীয় প্রকার : যাদের এতে কোন অংশই নেই। তারা না মুখস্থ করেছে এবং বুঝেছে। আর না রেওয়ায়াত ও দিরায়াত লাভ করেছে। বরং তাদের স্থান ঐ ভূমির ন্যায়, যা কোন পানিই ধরে রাখে না, উদ্ভিদ গজাতে সাহায্য করে না, পানি ধারণও করে না। ঐ শ্রেণীর মানুষেরা হতভাগা। এদের না আছে কোন জ্ঞান, না আছে শিক্ষাদান। ওরা আল্লাহ্র হেদায়াতের মাধ্যমে মাথা উঁচু করেনি, তা গ্রহণও করেনি। ওরা চতুষ্পদ জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট। ওরাই জাহান্নামের জ্বালানী।

এই হাদীছটিতে ইলম ও তা'লীমের মর্যাদা, এর মর্যাদার বড়ত্ব এবং যে ইলমের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের দীনতার প্রতি সতর্কবাণী রয়েছে।

এখান থেকে বুঝা যায়, বান্দার ইলমের প্রয়োজন তেমন, যেমন তাদের বৃষ্টির প্রয়োজন। বরং তার চেয়ে বেশী দরকার। সুতরাং তারা যখন ইলম হারায়, তখন তারা বৃষ্টিবিহীন ভূমির মত হয়ে যায়। ইমাম আহমাদ বলেন, মানুষের খাদ্য ও পানির প্রয়োজনের চেয়ে বেশী প্রয়োজন ইলমের। কেননা খাদ্য ও পানি প্রত্যহ একবার অথবা দুই বার প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রতিটি নিঃশ্বাসে ইলমের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ-

'তিনি আকাশ হ'তে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে নদী-নালাসমূহ স্ব স্ব পরিমাণ অনুযায়ী প্রবাহিত হয়। অতঃপর বেগবান স্রোত তার উপরিস্থিত ফেনা রাশি এবং অলংকার ও তৈজসপত্র তৈরীর জন্য (সোনা-রূপা ইত্যাদি) পোড়ানোর উদ্দেশ্যে অনুরূপ বর্জ্য সমূহ বহন করে (যা কোন কাজে লাগে না)। এভাবে আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। অতঃপর যা ফেনা তাতো শুকিয়ে যায়। আর যা মানুষের উপকারে আসে, তা মাটিতে থেকে যায়। এভাবেই আল্লাহ উপমা সমূহ দিয়ে থাকেন' *(রা'আদ ১৩/১৭)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর নাযিলকৃত ইলমকে আসমান থেকে নাযিলকৃত পানির সাথে তুলনা করেছেন। কেননা এর প্রত্যেকটির মাধ্যমে বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন ও কল্যাণ অর্জিত হয়। এরপর তিনি অন্তরসমূহকে উপত্যকার সাথে তুলনা করেছেন। যেহেতু প্রশস্ত অন্তর বেশী ইলম ধারণ করে, যেমন প্রশস্ত উপত্যকা অনেক পানি ধারণ করে। পক্ষান্তরে ছোট অন্তর অল্প ইলম ধারণ করে, যেমন ছোট উপত্যকা কম পরিমাণ পানি ধারণ করে...।

আট : নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও হেদায়াত ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাঁর অনুসরণ ও ইত্তেবা করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাছিল হয় :

আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

এই আয়াতের তাফসীরে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, 'এই আয়াতটি রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও সকল বিষয়ে তাঁর ইত্তেবা করার বড় ভিত্তি। এজন্যই আহযাবের দিন মানুষদেরকে তাঁর ইত্তেবা করার আদেশ দেয়া হয় তাঁর ধৈর্য, ধৈর্যের উপদেশ, তার সাথে পাহারারত থাকা, তার সাথে জিহাদ করা এবং তাঁর রবের পক্ষ থেকে বিপদ মুক্তির অপেক্ষা করা সহ সকল বিষয়ে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেন, যারা অস্থির হয়ে পড়েছিল, বিরক্ত হয়েছিল এবং ভয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং আহযাবের দিন তাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ পালনে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যেই উত্তম আদর্শ'।

অর্থাৎ তোমরা কি তাঁর ইত্তেবা করবে না? তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করবে না? এমর্মে আল্লাহ বলেন, لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।[১৪]

---

১৪. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৬/৩৯১।*

www.at-tahreek.com

আব্দুর রহমান সা'দী (রহঃ) বলেন, এই উত্তম আদর্শ অনুযায়ী তাওফীক্ব লাভ করে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ ও আখেরাত পাওয়ার আশা রাখে। কেননা তার ঈমান, আল্লাহ ভীতি, ছওয়াবের প্রত্যাশা ও শাস্তির ভয় তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর ইত্তেবা করতে উৎসাহ যোগায়।[১৫]

উপসংহার :

কিতাব ও সুন্নাহ্‌র আলোকে সুন্নাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক। ইসলামী শরী'আতে নববী সুন্নাতের মর্যাদা মহান। কিতাব ও সুন্নাত একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা একটি থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হওয়ার নয়। এ দু'টির যেকোন একটিই যথেষ্ট নয়; বরং একটি আরেকটির পরিপূরক। আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতে অনেক দলীল রয়েছে, যা রাসূলের সুন্নাত আঁকড়ে ধরার সুমহান মর্যাদার বিষয়ে একাত্বতা পোষণ করেছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে এর মহা পুরস্কার ও ঈর্ষণীয় সুফল ঘোষণা করেছে। হক মানহাজ ও ছিরাত্বে মুস্তাক্বীম তো সেটাই যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং এটা ব্যতীত কারো কোন কিছুই কবুল করেন না। তা হ'ল, যা রাসূল (ছাঃ) তাঁর রবের পক্ষ থেকে পৌঁছে দিয়েছেন। এতেই রয়েছে আলোকবর্তিকা ও হেদায়াত। এটা ব্যতীত সকল কিছুই অন্ধকার ও ভ্রষ্টতা। সুন্নাত আঁকড়ে ধরার বিপরীতে যা কিছু রয়েছে সেগুলির পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তা হ'ল, দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করা এবং সুস্পষ্ট এই মানহাজের বিপরীত কিছুর অনুসরণ করা। মুসলিমদের ঐক্য ও তাদের এক কাতারে আসা সম্ভব না সর্বশেষ নবী ও রাসূলের সুন্নাতের ইত্তেবা ব্যতীত। তাই তারা যখনই ঐক্যবদ্ধ ও এক হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, তারা যদি সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়, তাহ'লে নানা ফিরক্বায় বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হবে।

সুতরাং আমি প্রথমত নিজেকে, অতঃপর সকল মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলিকে নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাতের ইত্তেবা করার অছিয়ত করছি। কেননা এতেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ। সেই সাথে সাবধান বিদ'আতীদের পথের অনুসরণ করা, তাদের সুন্দর কথা ও সৌন্দর্য দ্বারা ধোঁকায় পতিত হওয়া থেকে। তাই তার একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিষয় হ'ল, নবী করীম (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে যা সাব্যস্ত হয়েছে তার ইত্তেবা করা। কেননা হক দ্বীন সুস্পষ্ট, তাতে কোন অন্ধত্ব ও গোলক ধাঁধা নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাদেরকে আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিন, যারা তা ভালোভাবে চিনতে পেরেছেন, তা আঁকড়ে ধরেছেন, তার দিকেই মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। ফলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও সফলতা লাভে ধন্য হয়েছেন।

১৫. *তাইসীরুল কারীমির রহমান, ৬০৯ পৃ.।*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বিঃদ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

সাকীনাহ : প্রশান্তি লাভের পবিত্র অনুভূতি

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

জীবনের প্রকৃত সুখ-শান্তির ষোল আনাই নির্ভর করে মানসিক প্রশান্তির ওপর। আত্মিক প্রশান্তি না থাকলে পৃথিবীর কোন কিছুই মানুষকে সুখী করতে পারে না। টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি যতই থাকুক, মনের শান্তি না থাকলে সুখ পাওয়া কখনোই সম্ভব হয় না। এসির ঠাণ্ডা বাতাস মানুষের শরীর শীতল করতে পারে, কিন্তু তার অশান্ত হৃদয়কে কখনো প্রশান্ত করতে পারে না। সমস্যাসংকুল এই ধরণীতে মানুষ এক চিলতে শান্তির খোঁজে কত কিছুই না করে। ভোগবাদী মানুষেরা দুনিয়ার ভোগ্যসামগ্রীর মাঝে সুখ-শান্তি তালাশ করে। কিন্তু মুমিন বান্দারা আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যের মাঝেই তার প্রশান্তির ঠিকানা খুঁজে নেয়। ছালাত, ছিয়াম, কুরআন তেলাওয়াত, দান-ছাদাক্বাহ করার মাধ্যমে সে যে প্রশান্তি অনুভব করে, বস্তুবাদী মানুষ কোটি টাকার বিনিময়েও সেটা লাভ করতে পারে না। এর কারণ হ'ল প্রশান্তি লাভের এই অনুভূতি আসে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের হৃদয় সমূহে এই পবিত্র অনুভূতি নাযিল করেন, যাকে আরবীতে 'সাকীনাহ' বলা হয়। যে হৃদয়ে সাকীনাহ নাযিল হয়, সে হৃদয়ে অস্থিরতা, হতাশা ও দুশ্চিন্তা ঠাঁই পায় না। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সকল প্রতিকূল পরিবেশে সেই হৃদয় শান্ত থাকে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা সাকীনাহ্র স্বরূপ এবং তা লাভ করার উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

সাকীনাহ্র পরিচয় :

সাকীনাহ (السَّكِيْنَةُ) আরবী শব্দ। যার অর্থ- প্রশান্তি, সান্ত্বনা, ধীরতা, স্থিরতা, মানসিক দৃঢ়তা, প্রশান্তিময় পবিত্র অনুভূতি। এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিয়ে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, السَّكِينَةِ هِيَ الطُّمَأْنِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَالسُّكُونُ الَّذِي يُنْزِلُهُ اللهُ فِي قَلْبِ عَبْدِهِ، عِنْدَ اضْطِرَابِهِ مِنْ شِدَّةِ الْمَخَاوِفِ. فَلَا يَنْزَعِجُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ، وَيُوجِبُ لَهُ زِيَادَةَ الْإِيمَانِ، وَقُوَّةَ الْيَقِينِ وَالثَّبَاتِ، 'সাকীনাহ হ'ল এক ধরনের প্রশান্তি, গাম্ভীর্যতা ও স্থিরতা, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার হৃদয়ে নাযিল করেন যখন সে ভয়ে-উৎকণ্ঠায় ভীষণ অস্থির থাকে। ফলে তার উপর আপতিত পরিস্থিতে সে আর বিচলিত হয় না। উপরন্তু তার ঈমান, মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়'।[১]

জুরজানী (রহঃ) বলেন, السكينة: ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب، وهي نور في القلب يسكن إلى شاهده ويطمئن، 'অদৃশ্যভাবে অবতীর্ণ যে প্রশান্তি হৃদয়ে অনুভূত হয়, সেটাই সাকীনাহ। এটা হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত আলো, যা লাভ করে ব্যক্তি স্বস্তি অনুভব করে এবং প্রশান্ত হয়'।[২] অর্থাৎ সাকীনাহ হচ্ছে একটি পবিত্র অনুভূতির নাম, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুমিন বান্দার অস্থির হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় এবং তার দেহ-মনে প্রশান্তির আবেশ ছড়িয়ে দেয়।

সাকীনাহ্র প্রকার ও ধরনসমূহ

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) দুই প্রকার সাকীনাহ্র কথা আলোচনা করেছেন। প্রথমতঃ খাছ সাকীনাহ, যা নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশেষভাবে বিশেষ মুহূর্তে নাযিল হয়। দ্বিতীয়তঃ আম সাকীনাহ, যা নবী-রাসূল ছাড়া মুমিন বান্দাদের প্রতি সাধারণভাবে নাযিল হয়।[৩] এগুলোর আবার কয়েকটি ধরন রয়েছে। কুরআন ও হাদীছে আলোচিত সাকীনাহগুলো তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

১. বনু ইস্রাঈলের সাকীনাহ :

যখন আল্লাহ ত্বালূতকে বনু ইসরাঈলের রাজা নিযুক্ত করেন, তখন তারা ত্বালূতকে রাজা হিসাবে না মানার জন্য নানা ধরনের বাহানা করতে থাকে। সেকারণ আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে ত্বালূতের রাজত্বের নিদর্শন স্বরূপ একটি তাবূত বা সিন্দুক নাযিল করেন। সেই সিন্দুকের মধ্যে ছিল সাকীনাহ এবং মূসা ও হারূন (আঃ)-এর ব্যবহৃত বরকতময় কিছু জিনিষপত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، 'তাদের নবী[৪] তাদের বললেন, তার শাসক হবার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি সমাগত হবে, যাতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূণ পরিবারের পরিত্যক্ত বস্তুসমূহ। ফেরেশতাগণ ওটি বহন করে আনবে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' *(বাক্বারাহ ২/২৪৮)*।

বনু ইসরাঈলদের উপর নাযিলকৃত এই সাকীনাহ ছিল বস্তুগত এবং স্থানান্তরযোগ্য; এটা হৃদয়ে নাযিল হয়নি। তবে সিন্দুকের মাধ্যমে অবতীর্ণ হ'লেও এটা তাদের হৃদয়কে প্রভাবিত করেছিল। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, সাকীনাহ বহনকারী সেই সিন্দুক নাযিলের পরে বনু ইসরাঈলদের হৃদয় সমূহ প্রশান্ত হয়ে যায়। ফলে তারা ত্বালূতের ব্যাপারে একমত হয়ে তার নেতৃত্বে জিহাদে রওনা দেয়।[৫] মূলতঃ

** এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ২/৪৭১।

২. জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃ. ১২০।

৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ৪/১৫৫।

৪. উক্ত নবীর নাম শামভীল (شَمْوِيل) বা শ্যামুয়েল। কুরতুবী বলেন, এটাই অধিক প্রকাশ্য (কুরতুবী; বিস্তারিত দ্র. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'নবীদের কাহিনী' হযরত দাঊদ (আঃ) অধ্যায় ২/১১৯-১২৫ পৃ.)।

৫. তাফসীরে কুরতুবী, ৩/২৪৮-২৪৯।

সাকীনাহ নাযিলের কারণে তাদের সকল মতভেদ দূর হয়ে যায়, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ময়দানে তাদের হৃদয় ভয়শূণ্য হয় এবং জালূতের বিশালদেহী সৈনিকদের সাথে তারা বিপুল সাহস নিয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে। অবশেষে ত্বালূতের নেতৃত্বে মুমিনদের বিজয় সুনিশ্চিত হয়।

২. আচরণ ও কথার মাধ্যমে প্রকাশিত সাকীনাহ :

কখনো কখনো ব্যক্তির আচরণ ও কথার মাধ্যমে সাকীনাহ প্রকাশিত হয় এবং অন্যের হৃদয়কে প্রভাবিত ও প্রশান্ত করে। যুগে যুগে আল্লাহ্‌র অনেক মুমিন বান্দা ছিল এবং বর্তমানেও আছে, যাদের কোমল ব্যবহার, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথামালা ও বক্তব্য মানুষের হৃদয়ে দাগ কাটে এবং তাকে আল্লাহমুখী করে। পরহেযগার ব্যক্তির মুখনিঃসৃত প্রভাব বিস্তারকারী এই কথামালাও এক ধরনের সাকীনাহ। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর সদাচরণে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাঁর প্রশান্তিমাখা সান্ত্বনার বাণী শুনে ইয়াসির পরিবার কঠিন নির্যাতন সহ্য করার শক্তি পেয়েছিল। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, هِيَ الَّتِي تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ الْمُحَدَّثِينَ،... هِيَ مَوْهِبَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَتْ بِسَبَبِيَّةٍ وَلَا كَسَبِيَّةٍ. وَلَيْسَتْ كَالسَّكِينَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي التَّابُوتِ تُنْقَلُ مَعَهُمْ كَيْفَ شَاءُوا، 'এটা সেই সাকীনাহ, যা বক্তাদের কথার মাধ্যমে উচ্চারিত হয়। এটা আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা, (ব্যক্তির) কোন অর্জিত বিষয় নয়। আর এটা (বনু ইসরাঈলদের জন্য নাযিলকৃত) সিন্দুকে রক্ষিত সাকীনাহও নয় যে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে এটা স্থানান্তর করা যাবে'।[৬] মূলতঃ যার হৃদয়ে সাকীনাহ নাযিল হয়, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শরীরের ভিতর ও বাহির প্রশান্ত হয়। ফলে তার ব্যবহার ও কথা থেকে প্রশান্তির সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، 'রহমান (দয়াময়)-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৩)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ مِنْ غَيْرِ جَبْرِيَةٍ وَلَا اسْتِكْبَارٍ، 'কোন জবরদস্তি ও অহংকার ছাড়াই প্রশান্তি ও সহনশীলতার সাথে (তারা চলাফেরা করে)'।[৭] আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন ছাহাবীকে কোন কাজে পাঠাতেন তখন তাকে এ কথা বলতেন যে, يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، 'তোমরা (আচরণ) সহজ করবে, কঠোর হবে না। (মানুষকে) প্রশান্তি দিবে, ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবে না'।[৮]

৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ২/৪৭৪।
৭. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৬/১২১।
৮. মুসলিম হা/১৭৩২; মিশকাত হা/৩৭২৩।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ওমরের মুখে ও হৃদয়ে সত্যকে স্থাপন করেছেন'।[৯] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় আলী, ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা এসেছে যে, أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، 'নিশ্চয়ই ওমরের কথায় সাকীনাহ উচ্চারিত হয়'।[১০] অপর বর্ণনায় রয়েছে, أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْزِلُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، 'ওমরের কথায় সাকীনাহ নাযিল হয়'।[১১]

৩. হৃদয়ে অবতীর্ণ সাকীনাহ :

কোন সংকট ও নাজুক পরিস্থিতিতে মুমিন বান্দা যখন অস্থির ও বিচলিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তার হৃদয়ে সাকীনাহ নাযিল করে তাকে প্রশান্ত, চিন্তামুক্ত ও নির্ভার করেন। ফলে সে শত জ্বালা-যন্ত্রণা ও বিপদাপদে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে প্রশান্তি অনুভব করে। তবে এই সাকীনাহ বা প্রশান্তি তখনই নাযিল হয়, যখন বান্দার বক্ষদেশ ঈমান ও ইয়াক্বীনের বলে বলীয়ান থাকে। যেমন হিজরতের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আবুবকর (রাঃ)-কে নিয়ে ছাওর গুহায় আশ্রয় নেন, তখন আল্লাহ তাঁর উপর সাকীনাহ নাযিল করেন। ফলে গুহার উপরে তার প্রাণঘাতি শত্রুদের দেখার পরেও তিনি সমান্যতম বিচলিত ও চিন্তিত হননি। উপরন্তু তিনি আবুবকর (রাঃ)-কে প্রশান্ত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، 'যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন তাকে কাফেররা (মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছিল এবং (ছাওর) গিরিগুহার মধ্যে সে ছিল দু'জনের একজন। যখন সে তার সাথীকে বলল, চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন ও তাকে এমন সেনাদল দিয়ে সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি' *(তওবা ৯/৪০)*।

আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, এখানে সাকীনাহ্‌র মর্যাদা ফুটে উঠেছে। কেননা উৎকণ্ঠা ও বিপর্যয়ের সময় বান্দার অন্তর যখন অস্থির হয়ে যায়, তখন সাকীনাহ্‌র মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নে'মত তাদের উপর পূর্ণতা লাভ করে। ঈমান ও সাহসিকতার মাত্রা অনুযায়ী এই সাকীনাহ্‌র পরিমাণ

৯. তিরমিযী হা/৩৬৮২; ইবনু মাজাহ হা/১০৮; ছহীহুল জামে' হা/১৭৩৬; মিশকাত হা/৬০৪২, সনদ হাসান।
১০. আহমাদ হা/৮৩৪; ত্বাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৫৪৯; হায়ছামী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪৪২৭, সনদ হাসান।
১১. ত্বাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৮২০২; শাওকানী, দুররুস সাহাবাহ হা/১০২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/ ১৪৪২৯, সনদ হাসান।

নির্ধারিত হয়’।[১২] অনুরূপভাবে বায়‘আতে রিযওয়ান ও হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আল্লাহ তাঁর নবী ও মুমিনদের হৃদয়ে সাকীনাহ নাযিল করে তাদের ঈমানকে মযবূত করেন। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনদের প্রতি, যখন তারা বৃক্ষের নিচে তোমার নিকট রায়‘আত করেছে। এর মাধ্যমে তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা জেনে নিলেন। ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়’ *(ফাৎহ ৪৮/১৮)*। ঠিক একইভাবে হুনায়নের যুদ্ধের সংকটকালে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাহাবী ব্যতীত কেউ ছিল না, তখন আল্লাহ তাদের উপর সাকীনাহ নাযিল করে তাদের হৃদয় প্রশান্ত করে দেন। ফলে তাদের জিহাদী জাযবা, সাহসিকতা ও তেজস্বিতা বহুগুণ বেড়ে যায়।

সাকীনাহ্র গুরুত্ব ও তাৎপর্য

সাকীনাহ আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ রহমত ও নে‘মত। মুমিনের জীবনে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ছয় জায়গায় বিভিন্ন সংকটকালীন মুহূর্তে তাঁর নবী ও মুমিন বান্দাদের উপর সাকীনাহ নাযিল করার কথা বলেছেন।[১৩] নিম্নে সাকীনাহ্র গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হ’ল।

১. ওহী নাযিলের সময় সাকীনাহ :

যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হ’ত তখন তার উপর সাকীনাহ নাযিল হ’ত, যেন তিনি প্রশান্তির সাথে সেটা গ্রহণ করতে পারেন। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) বলেন,

كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ، فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي، فَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে ছিলাম। এমতাবস্থায় সাকীনাহ বা প্রশান্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উরু আমার উরুর উপর পড়ল। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উরুর চেয়ে অধিক ভারী কোন জিনিসি অনুভব করিনি’।[১৪] ড. আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তটি খুব কষ্টকর ছিল তাই আল্লাহ ওহী নাযিলের সময় তাঁর উপর সাকীনাহ বা প্রশান্তি নাযিল করতেন।[১৫]

২. সাকীনাহ আল্লাহ্র একটি বিশেষ নে‘মত :

বান্দার জীবনে আল্লাহ্র বড় একটি নে‘মত হ’ল সাকীনাহ। বান্দার হৃদয় যখন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অশান্ত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাকে এই নে‘মতের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। যেমন তিনি বলেন, فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ– ‘অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর তাঁর সাকীনাহ (প্রশান্তি) নাযিল করলেন’ *(ফাৎহ ৪৮/২৬)*। আব্দুর রহমান আস-সা‘দী (রহঃ) বলেন, السكينة ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل والمفظعات، مما يثبتها، ويسكنها ويجعلها مطمئنة، وهي من نعم الله العظيمة على العباد، ‘সংকটকালীন মুহূর্তে, দুর্যোগ ও অস্থিরতায় আল্লাহ (মুমিনদের) হৃদয় সমূহে প্রাশান্তি নাযিল করেন, যা তাদের হৃদয়গুলোকে শক্তিশালী, আশ্বস্থ ও প্রশান্ত করে। সুতরাং এটা (সাকীনাহ) বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অন্যতম একটি বড় নে‘মত’।[১৬] কারণ আল্লাহমুখী হওয়ার অন্যতম বড় উপাদান হ’ল সাকীনাহ। হৃদয়ে সাকীনাহ অনুভূত হ’লে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতার শক্তি বাড়ে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র আনুগত্যে নুয়ে পড়ে। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار، وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة، وحالت بينه وبين كل باطل، ‘অন্তরে যখন সাকীনাহ নাযিল হয়, তখন মনে প্রশান্তি অনুভূত হয়। ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও প্রশান্তি, নমনীয়তা ও সুস্থিরতা বিরাজ করে। মুখ দিয়ে সত্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বের হয় এবং ব্যক্তি ও অন্যায়ের মাঝে প্রভেদ রচিত হয়’।[১৭] অর্থাৎ সাকীনাহ আল্লাহ্র এমন বড় নে‘মত ও রহমত, যার মাধ্যমে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে শান্তির ঠিকানা সুনিশ্চিত হয়।

৩. সাকীনাহ্র মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাকে সাহায্য করেন :

মহান আল্লাহ তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূল এবং নেককার বান্দাদের যে সকল মাধ্যম দিয়ে সহযোগিতা করেন, তন্মধ্যে অন্যতম হ’ল সাকীনাহ বা প্রশান্তিময় পবিত্র অনুভূতি। যখন নমরূদ বাহিনী ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ সাকীনাহ নাযিল করেছিলেন। ফলে সেই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী হননি। এমনকি আল্লাহ্র নির্দেশে জ্বলন্ত আগুনও তাঁর জন্য প্রশান্তি দায়ক হয়ে যায়। অনুরূপভাবে নবী ইসমাঈল (আঃ)-এর উপরেও সাকীনাহ নাযিল হয়েছিল। ফলে অল্প বয়সে আল্লাহ্র

১২. তাফসীরে সা’দী, পৃ. ৩৩৮।
১৩. বাক্বারাহ ২/২৪৮; তাওবাহ ৯/২৬,৪০; ফাৎহ ৪৮/৪,১৮,২৬।
১৪. আবূদাঊদ হা/২৫০৭; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২৪২৮, সনদ ছহীহ।
১৫. ড. আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শরহ আবুদাঊদ, ১৩/৩৯৯।
১৬. তাইসীরুল কারীমির রহমান (তাফসীরে সা‘দী), পৃ. ৩৩২।
১৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ২/৪৭৩।

নির্দেশের সামনে নিজেকে কুরবানী করতে কুণ্ঠিত হননি। মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবহুল জীবনের পরতে পরতে আল্লাহ সাকীনাহ নাযিল করেছিলেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ সাকীনাহ অবতীর্ণ করেছেন। ওহোদ যুদ্ধের বিপর্যয়ে মহান আল্লাহ্‌র প্রশান্তির তন্দ্রা দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে সহযোগিতা করেন। যার ফলশ্রুতিতে তাদের সকল ক্লান্তি, অবসাদ, সংশয় ও ভয় দূরীভূত হয়। আল্লাহ বলেন, ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ، ‘অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর দুঃখের পরে তন্দ্রার শান্তি নাযিল করলেন, যা তোমাদের একদলকে (দৃঢ়চেতাগণকে) আচ্ছন্ন করেছিল’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৪)*। মুসলিম বাহিনীর জন্য এই তন্দ্রাচ্ছন্নতা ছিল এক ধরনের সাকীনাহ ও রহমত।[১৮]

অনুরূপভাবে হুনায়নের যুদ্ধে ভোর রাতে গিরিসংকটে সংকীর্ণ পথে মুসলিম বাহিনী তীর বৃষ্টিতে আক্রান্ত হন, ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং রাসূলের সাথে থাকা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সবাই দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নবী ও মুমিনদের উপর সাকীনাহ নাযিল করেন। ফলে ছাহাবীগণ সবাই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ছুটে আসেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। অবশেষে আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করেন। আল্লাহ্‌র ভাষায়, ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ- ‘অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীগণের প্রতি তাঁর বিশেষ প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন সেনাবাহিনী নাযিল করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি। আর অবিশ্বাসীদের শাস্তি দিলেন। আর এটাই হ’ল অবিশ্বাসীদের কর্মফল’ *(তওবা ৯/২৬)*। আল্লামা শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, এই সাকীনাহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণে তাদের জিহাদী জাযবা বেড়ে যায়, তাদের পদযুগল সুদৃঢ় হয়, সকল ভয়-ভীতি কেটে যায় এবং তারা একেবারে আশংকামুক্ত হয়ে যান।[১৯]

সুতরাং যুগে যুগে যারাই আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য নিজেকে সঁপে দিতে পারবেন, তারাই গায়েবীভাবে সাকীনাহ্‌র মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মদদপুষ্ট হবেন। যেই গায়েবী প্রশান্তির কারণে আছহাবুল উখদূদ জ্বলন্ত অগ্নিকাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত ছিল, ফেরাউনের নির্যাতনে পিষ্ট হয়ে আসিয়া প্রশান্ত ছিলেন। অনুরূপভাবে ইয়াসির পরিবার, বেলাল, খুবায়েব, খাব্বাব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, ইবনু তায়মিয়া, ইমাম আহমাদ সহ হকপন্থী বান্দাগণ যুলুম-নির্যাতনের কষাঘাত সহ্য করতে পেরেছিলেন কেবল সেই সাকীনাহ্‌র কারণে।

১৮. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২/১৪৪।*
১৯. *শাওক্বানী, ফাৎহুল ক্বাদীর, ২/২৪৩।*

৪. সকল ইবাদতে সাকীনাহ অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :

আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন এবং পরিতৃপ্তি লাভের প্রধান মাধ্যম হ’ল সাকীনাহ। কেননা ইবাদতে প্রশান্তির অনুভূতি জাগ্রত না হ’লে কোন ইবাদত করে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। হয়তো ইবাদতটা সম্পাদিত হয়ে যায়, কিন্তু পরিতৃপ্তি সেখানে অনুপস্থিত থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, আমরা ছালাত আদায় করি, কুরআন তেলাওয়াত করি, তাহাজ্জুদ পড়ি, মৃত্যুর কথা মনে করি, কিন্তু সেটা আমাদের হৃদয়ে তেমন দাগ কাটে না। আবার এমন সময়েও আমরা উপনীত হই, যখন ছালাত আদায় করে আমরা আলাদা একটি প্রশান্তি লাভ করি, কুরআনের মর্মবাণী ও সুরধ্বনি হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে, মৃত্যুর কথা গভীরভাবে স্মরণ হয়, তখন দুনিয়ার স্বাদ তিক্ত হয়ে যায়। মন-প্রাণ আখেরাতের পানে ছুটে চলে। সময়ের ঘূর্ণাবতে আমাদের ইবাদতের অবস্থার এই তারতম্যের একটি কারণ হ’ল ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি।

আরেকটি কারণ হ’ল ইবাদতের ভাবগাম্ভীর্য, ধীরতা ও সাকীনাহ বজায় না রাখা। কারণ আমরা অধিকাংশ সময় অভ্যাসে তাড়িত হয়ে ইবাদতে রত হই। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁর রেযামন্দী হাছিলের নিয়তে খুব কম সময়ই ইবাদতে রত হ’তে পারি। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) সকল ইবাদতে সাকীনাহ অবলম্বণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ছালাতের জামা‘আতে শরীক হওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, إِذَا أُقِيمَت الصَّلَاةُ فَلَا تأتوها تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فاتكم فَأَتِمُّوا، ‘যখন ছালাত শুরু হয়, তখন তোমরা দৌড়ে গিয়ে ছালাতে যোগদান করবে না; বরং হেঁটে গিয়ে ছালাতে যোগদান করবে। তোমাদের জন্য (ছালাতে) ধীর-স্থিরতা (সাকীনাহ) অবলম্বন করা অবশ্যক। সুতরাং ইমামের সাথে যতটুকু পাবে আদায় করবে, আর যতটুকু ছুটে যাবে ততটুকু পূর্ণ করবে’।[২০]

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এখানে দৌড়ে ছালাতে যোগদানের কথা বলা হয়নি; বরং ধীর-স্থিরতা অবলম্বন না করে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক গাম্ভীর্য নিয়ে ইবাদত সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২১] একইভাবে ছিয়াম ও হজ্জের ব্যাপারেও ধীর-স্থিরতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সেই ইবাদতের ভাব-গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এর মাধ্যমে সাকীনাহ নাযিল হয় এবং হৃদয়জুড়ে তৃপ্তি অনুভূত হয়।[২২] অনুরূপভাবে নারীদেরকে পর্দার বিধান মানার ব্যাপারে সাকীনাহ অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِي

২০. *বুখারী হা/৯০৮; মুসলিম হা/৬০২; মিশকাত হা/৬৮৬।*
২১. *কুরতুবী, ১৮/১০৩।*
২২. *বুখারী হা/১৬৭১; ৩৩০১; মুসলিম হা/১২৮২; তিরমিযী হা/৮৮৬; নাসাঈ হা/৩০১৯।*

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، 'আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান কর। পূর্বতন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হ'ল, كن أهل وقار وسكينة في بيوتكن، 'তোমরা স্ব স্ব গৃহে শালীনতা ও (পর্দার) গাম্ভীর্যতা বজায় রাখ'।[২৩]

৫. রাসূল ও ছাহাবীগণ সাকীনাহ লাভের জন্য দো'আ করতেন :

জীবনের সকল দিক ও বিভাগে প্রশান্তি লাভের জন্য সাকীনাহ্র প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণ সাকীনাহ লাভের জন্য দো'আ করতেন। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটি বহন করছিলেন এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)-এর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন,

اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا + وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا،

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا + وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا،

'হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদের হেদায়াত না দিতেন, তাহ'লে আমরা হেদায়াত পেতাম না। আমরা ছাদাক্বাহ করতাম না। ছালাতও আদায় করতাম না। সুতরাং আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন এবং দুশমনের সম্মুখীন হওয়ার সময় আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন'।[২৪]

সাকীনাহ্র প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা

মুমিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাকীনাহ্র প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাছাড়া সাকীনাহ প্রাপ্তিতে রয়েছে নানাবিধ উপকারিতা। যেমন-

১. সাকীনাহ ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করে :

আল্লাহ্র অনুগত্যে ঈমান বাড়ে এবং পাপের মাধ্যমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার কখনো কখনো সাকীনাহ নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার ঈমানী শক্তি বাড়িয়ে দেন। যেমন- হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আল্লাহ তাঁর নবী ও মুমিনদের অন্তরে সাকীনাহ নাযিল করেন। ফলে তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং সন্ধির শর্তাবলী নিজেদের বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও তারা তা মেনে নেন। অতঃপর এই সন্ধির মাধ্যমেই মক্কা বিজয়ের দ্বার উন্মোচিত হয়। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ- 'তিনিই মুমিনদের অন্তর সমূহে প্রশান্তি নাযিল করেন, যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়' *(ফাৎহ ৪৮/৮)*। আল্লামা শাওক্বানী (রহঃ) এই আয়াতে বর্ণিত সাকীনাহ্র তাফসীরে বলেন, ليزدادوا بسبب تلك السكينة إيمانا منضما إلى إيمانهم الحاصل لهم من قبل، 'যেন তারা সেই সাকীনাহ্ বা প্রশান্তিময় অনুভূতির মাধ্যমে তাদের পূর্বেকার লালিত ঈমানের সাথে আরো ঈমান বাড়াতে পারে'।[২৫] আবূ ত্বালেব মাক্কী (রহঃ) বলেন, وهو السكينة أعز ما نزل من السماء المنزلة في قلوب المؤمنين لمزيد الإيمان، 'আকাশ থেকে অবতীর্ণ সবচেয়ে মর্যাদাবান বিষয় হ'ল সাকীনাহ, যা ঈমান বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুমিনদের হৃদয়ে নাযিল হয়'।[২৬]

২. আল্লাহ্র অনুগত্যে অবিচল থাকা যায় :

দ্বীনের পথে অবিচল থাকার জন্য সাকীনাহ্র প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ এর মাধ্যমে ধৈর্য শক্তি ও মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। ওহোদ যুদ্ধে, বায়'আতে রিযওয়ানে এবং হুনায়নের যুদ্ধে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত হিসাবে যখন সাকীনাহ নাযিল হয়, তখন মুমিনদের যে ঈমানী দৃঢ়তা ও হিমাদ্রীসম অবিচলতা প্রকাশ পেয়েছিল, তা ইতিহাসের পাতায় ভাস্বর হয়ে আছে। দ্বীনের পথে এই ইস্তিক্বামাতের জন্য প্রতি পদে সাকীনাহ্র প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, معنى الاستقامة: ترك الاستعجال ولزوم السكينة والرضا والتسليم لما يقضي به الله سبحانه، 'ইস্তিক্বামাতের অর্থ হ'ল তাড়াহুড়া পরিহার করা, মানসিক দৃঢ়তাকে অপরিহার্য করে নেওয়া এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত ফায়ছালার কাছে আত্মসমর্পণ করা ও তাতে খুশি থাকা'।[২৭] ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূল ও মুমিন বান্দাদের উপরে যে সাকীনাহ নাযিল করেছেন, সেটা ছিল ধৈর্যশক্তি ও মানসিক দৃঢ়তার জন্য সহায়ক'।[২৮]

৩. অন্তরজগৎ প্রশস্ত ও আলোকিত হয় :

সাকীনাহ মুমিন বান্দার হৃদয়জগৎ আলোকিত করে। ফলে তার বক্ষদেশ আল্লাহ্র বিধি-বিধান পালনে সুপ্রশস্ত হয়। তখন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয় এবং জীবন হয়ে ওঠে আল্লাহমুখী। আর হৃদয় আলোকিত হওয়ার মূল কারণ হ'ল তার ঈমানের প্রবৃদ্ধি। ঈমান যত বাড়ে, হৃদয় তত আলোকিত হয়। সাকীনাহ অবতীর্ণ হয়ে বান্দার ঈমানকে জাগিয়ে তোলে এবং অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত করে। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই মুমিনদের অন্তর সমূহে প্রশান্তি নাযিল করেন, যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়' *(ফাৎহ ৪৮/৪)*।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সির আল-ক্বাশানী (রহঃ) বলেন, السكينة نور في القلب يسكن به إلى شاهده ويطمئن. وهو من مبادئ عين اليقين، بعد علم اليقين، كأنه وجدان يقينيٌّ معه لذة وسرور، 'সাকীনাহ হ'ল হৃদয়ের আলো।

২৩. *তাফসীর ত্বাবারী, ২০/২৫৯।*
২৪. *বুখারী হা/৪১০৬; মুসলিম হা/১৮০৩; মিশকাত হা/৪৭৯২।*
২৫. *শাওক্বানী, ফাৎহুল ক্বাদীর, ৫/৫৪।*
২৬. *আবূ ত্বালেব মাক্কী, কূতুল কুলূব ফী মু'আমালাতিল মাহবূব, ২/১৪৭।*
২৭. *ফাৎহুল ক্বাদীর, ২/৫৩৩।*
২৮. *তাফসীর ত্বাবারী, ২২/২২৮।*

আলো লাভকারী এর মাধ্যমে স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে। নিশ্চিত বিশ্বাসের পরে এটা চাক্ষুষ বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। যেন এটা শান্তি ও সুখ মিশ্রিত সুনিশ্চিত অনুভূতি’।[২৯] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, السكينة إذا نزلت في القلب اطمأن الإنسان، وارتاح، وانشرح صدره لأوامر الشريعة، وقَبلها قبولاً تاماً، ‘অন্তরে যখন সাকীনাহ নাযিল হয়, তখন মানুষ প্রশান্তি পায় এবং আত্মিকভাবে আরাম বোধ করে। শরী‘আতের বিধি-বিধান পালনে তার বক্ষ প্রশস্ত হয় এবং পরিপূর্ণভাবে তা গ্রহণ করে নেয়’।[৩০]

৪. চিন্তামুক্ত সুখী জীবনের হাতিয়ার :

মানসিক চাপ জীবনের একটি ধ্রুব বাস্তবতা। মানবজীবনে বিচিত্র ধরনের উত্থান-পতন রয়েছে, রয়েছে অসংলগ্নতা, দুঃখ-কষ্ট, অপ্রাপ্তি, অশান্তি, টেনশন ও বেদনার নিদারুণ কষাঘাত। সমস্যাসংকুল পৃথিবীতে মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে সীমাহীন অস্থিরতা ও দুঃচিন্তায়। ফলে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই কম-বেশী মানসিক অশান্তিতে ভোগে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, প্রতি ৪০ সেকেণ্ডে কেউ না কেউ আত্মহত্যার মাধ্যমে প্রাণ হারায়। এসব আত্মহত্যাকারীরা কোন না কোনভাবে মানসিক অশান্তিতে আক্রান্ত থাকে। এ থেকে বুঝা যায়, মানসিক সুস্বাস্থ্য ও প্রশান্তি মানুষের কতবেশী যরূরী। কিন্তু এ মানসিক প্রশান্তি পাওয়ার উপায় কী? উপায় একটাই, তা হ’ল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সাকীনাহ। সাকীনাহ্র প্রশান্তিময় পবিত্র অনুভূতি দিয়ে আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন, কেবল সে-ই যাবতীয় অশান্তি, দুশ্চিন্তা ও টেনশন থেকে মুক্তি পেতে পারে। তবে জীবনজুড়ে সেই সাকীনাহ্ পেতে হ’লে বান্দাকে কতিপয় উপায় অবলম্বন করতে হবে। সামনে সাকীনাহ লাভের নানাবিধ উপায় ও মাধ্যম নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৫. প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে :

যারা ইবাদত-বন্দেগী ও কুরআন-হাদীছে বর্ণিত বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছ থেকে সাকীনাহ লাভ করতে পারে, তারা সৌভাগ্যের সোপান পেরিয়ে দুনিয়াতে সুখী হয় এবং আখেরাতেও চিরসুখের জান্নাতে আশ্রয় লাভ করে। এমনকি তার জান কবযের সময় মৃত্যুর ফেরেশতারা তাকে প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী বলে সম্বোধন করে। আল্লাহ্র ভাষায়, يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي– ‘হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চল তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্ট চিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়। অতঃপর প্রবেশ কর আমার বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে’ *(ফজর ৮৯/২৭-৩০)*।

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَهَا اطْمَأَنَّتْ إِلَى اللهِ وَاطْمَأَنَّ اللهُ إِلَيْهَا، وَرَضِيَتْ عَنِ اللهِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوحِهَا، وَأَدْخَلَهَا اللهُ الجَنَّةَ، وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، ‘আল্লাহ যখন কোন প্রশান্ত আত্মা কবয করার ইচ্ছা করেন, তখন সেই আত্মা আল্লাহ্র প্রতি আস্থাশীল থাকে এবং আল্লাহও তার প্রতি খুশি থাকেন। সে আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। অতঃপর আল্লাহ সেই রূহ কবয করার নির্দেশ দেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং তার নেককার বান্দাদের মাঝে শামিল করেন’।[৩১]

সুতরাং আল্লাহ্র দুনিয়ায় প্রশান্ত চিত্তে বসবাসের জন্য এবং আখেরাতের জীবনে জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার জন্য সাকীনাহ্র প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। মহান আল্লাহ আমাদের জীবনজুড়ে সাকীনাহ নাযিল করুন এবং প্রশান্ত চিত্তে সন্তোষভাজন হয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। *(ক্রমশঃ)*

২৯. *মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, মাহাসিনুত তা’বীল, ৮/৪৮৫।*
৩০. *উছায়মীন, তাফসীর সূরা ফাতিহা ও বাক্বারাহ, ৩/২১৯।*
৩১. *বুখারী ৬/১৬৯।*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

(৯ম কিস্তি)

৯. ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা :

তাখরীজের ক্ষেত্রে আলবানীর অনন্য কৃতিত্ব হ'ল বিপুল পরিমাণ হাদীছের উপর বিস্তারিত তথ্যভিত্তিক গবেষণা। যুগে যুগে যেসব মুহাদ্দিছ ইলমুত তাখরীজের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিসরে অবদান রেখেছেন, তাদের অধিকাংশই সংক্ষিপ্তভাবে তা সম্পন্ন করেছেন। স্বল্প কয়েকজন মুহাদ্দিছ যেমন পূর্ববর্তীদের মধ্যে হাফেয জামালুদ্দীন মিযযী, ইমাম যায়লাঈ, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী এবং পরবর্তীদের মধ্যে আহমাদ শাকির, শু'আইব আরনাঊত্ব প্রমুখ বিদ্বানগণ হাদীছের মূল উৎস সমূহ এবং শাওয়াহেদ ও মুতাবা'আতসহ বিস্তারিত তাখরীজ সম্পন্ন করেছেন।

আলবানী ব্যাপকতর হাদীছ গবেষণায় কতটা অগ্রগামী ছিলেন একটি তুলনামূলক উদাহরণের মাধ্যমে তা অনুধাবন করা সম্ভব হবে। যেমন- ছাফওয়ান ইবনু 'আসসাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ 'রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সফরে থাকা অবস্থায় ফরয গোসল ব্যতীত যেন তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত চামড়ার মোযা না খুলি। এই নির্দেশ ছিল পেশাব-পায়খানা ও নিদ্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য'। হাদীছটির উপর যায়লাঈ ও আলবানী উভয়ে বিস্তারিত তাখরীজ পেশ করেছেন।

উক্ত হাদীছের তাখরীজে ইমাম যায়লাঈ (মৃ. ৭৬২ হি.) স্বীয় নাছবুর রায়াহ-তে বলেন, হাদীছটি তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ-এ عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তিনি তিরমিযীতে একই রাবী থেকে ভিন্ন তুরুকে আরো দু'টি সূত্র উল্লেখ করেছেন। যেখানে তিরমিযী হাদীছটিকে حديث حسن صحيح বলেছেন।

অতঃপর তিনি হাদীছটি কোন কোন গ্রন্থে কয়টি সূত্রে সংকলিত হয়েছে তা রাবীর নাম ও অধ্যায়-অনুচ্ছেদের নামসহ সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তার হিসাবে হাদীছটি ইবনু মাজাহ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু খুযায়মা এবং ইবনু হিব্বান-এ সংকলিত হয়েছে এবং সকল সূত্রই عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان-এর সূত্রের সাথে মিলিত হয়েছে।

তারপর যায়লাঈ বলেন, শায়খ তাক্বীউদ্দীন বলেছেন, বর্ণিত আছে যে, 'আছেম থেকে হাদীছটি ৩০ জনের বেশী ইমাম বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি 'আছেম থেকেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু ত্বাবারাণী হাদীছটি عبد الكريم ابن أبي المخارق، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زر সূত্রে 'আছেম বর্ণিত হাদীছটির একটি মুতাবা'আত এনেছেন। তবে তার মতে عبد الكريم ابن أبي المخارق যঈফ রাবী। অতঃপর যায়লাঈ রাবী 'আছেম-এর ব্যাপারে রিজালবিদদের কিছু মন্তব্য তুলে ধরেছেন।[১] তবে তিনি নিজ থেকে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেননি।

অন্যদিকে উক্ত হাদীছটির তাখরীজে আলবানী স্বীয় 'ইরওয়াউল গালীল'-এ বলেন, হাদীছটি হাসান। যেমনটি মানারুস সাবীলের লেখকও বলেছেন। হাদীছটি বহু সূত্রে عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش থেকে মুসনাদে আহমাদ (৪/২৩৯-২৪০), নাসাঈ (১/৩২), তিরমিযী (১/১৫৯, ১৬০), ইবনু মাজাহ (১৭৬), মুসনাদুশ শাফেঈ (১/৩৩), দারাকুৎনী (৭২), ত্বাহাবী (১/৪৯), ত্বাবারাণী ছাগীর (৫০ পৃ.), বায়হাক্বী (১/১১৪, ১১৮, ২৭৬, ২৮২, ২৮৯ পৃ.)-তে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান ছহীহ। ইমাম বুখারী বলেন, এ বিষয়ে এটিই সর্বোত্তম রেওয়ায়াত।

আলবানী বলেন, আমার বক্তব্য হ'ল, হাদীছটি ইবনু খুযায়মা ও ইবনু হিব্বানও স্ব স্ব ছহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি নাছবুর রায়াহ (১৮২-৮৩)-তে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি আমার নিকটে হাসান। কেননা বর্ণনাকারী 'আছেম-এর হিফযগত দুর্বলতা থাকলেও তার বর্ণিত হাদীছ হাসান স্তরের নীচে নামানো যাবে না। এছাড়া ত্বাবারাণীতে (পৃ. ৩৯) طلحة ابن مصرف থেকে এর একটি মুতাবা'আত এসেছে, যিনি ছিক্বাহ। তবে তার থেকে বর্ণনাকারী أبا جناب الكلبي মুদাল্লিস রাবী। সনদে তিনি 'আন'আনা করেছেন। একইভাবে ত্বাবারাণীতে حبيب بن أبي ثابت থেকে আরেকটি মুতাবা'আত এসেছে। যেমনটি যায়লাঈ বলেছেন। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী عبد الكريم ابن أبي المخارق যঈফ রাবী।

অন্যদিকে মিনহাল ইবনু 'আমর عن زر بن جحش الأسدي عن عبد الله بن مسعود থেকে উক্ত বর্ণনার ভিন্ন একটি বর্ণনা এনেছেন। যেখানে ইবনু মাস'ঊদ বলেন, كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال فقال: يا رسول الله إني أسافر بين مكة

১. *নাছবুর রায়াহ লি আহাদীছিল হিদায়াহ, ১/১৮১।*

والمدينة فأفتني عن المسح على الخفين। এই বর্ণনায় إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ অংশটুকু আসেনি।

আলবানী বলেন, উক্ত বর্ণনাটি মুসনাদে ইবনে মাস‘ঊদে এসেছে। তবে তা শায। মিনহাল পর্যন্ত এই সূত্রটিতে صَعْقُ بْنُ حَزَنٍ নামে একজন রাবী আছেন, যিনি সত্যবাদী, কিন্তু ভুল করেন। যেমনটি ইবনু হাজার বলেছেন।

হাদীছটির আরেকটি সূত্র রয়েছে, যেটি أبي روق عطية بن الحارث قال: ثنا أبو الغريف عبد الله بن خليفة، عن صفوان بن عسال থেকে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায়ও إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ অংশটুকু আসেনি। হাদীছটি আহমাদ, ত্বাহাবী, বায়হাক্বী যঈফ সনদে বর্ণনা করেছেন। أبو الغريف عبد الله بن خليفة -এর ব্যাপারে আবু হাতেম বলেন, তিনি প্রসিদ্ধ নন। অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। কেননা তিনি আছবাগ ইবনু নাবাতাহ-এর সাথীদের শায়খ। যেমনটি জারহ গ্রন্থে (২/২/৩১৩) বর্ণিত হয়েছে। আর আছবাগ তার নিকটে ‘লাইয়েনুল হাদীছ’।

সবশেষে তিনি একটি সতর্কতা পেশ করেন এ মর্মে যে, ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ হাদীছটির মধ্যেকার نوم (ঘুম) শব্দটি মুদরাজ সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এ দাবী পরিত্যাজ্য। বরং উক্ত অংশটুকু সবার নিকট থেকে প্রমাণিত। এ ভুলের ব্যাপারে ইবনু তায়মিয়াহর পূর্বে কেউ বলেছেন বলে তিনি জানেন না। আর এই অতিরিক্ত অংশটুকু প্রমাণ করে যে, ঘুম পেশাব-পায়খানার মতই ওযূ ভঙ্গকারী।[২]

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হাফেয যায়লাঈ মোট ৫টি গ্রন্থ থেকে উক্ত হাদীছটির বিভিন্ন সূত্রসমূহ রাবীর নাম ও অনুচ্ছেদসহ উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে ত্বাবারাণী বর্ণিত এর একটি মুতাবা‘আত এবং হাদীছটির ব্যাপারে তিরমিযীর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। অতঃপর রাবী ‘আছেমের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মতামত তুলে ধরেছেন। কিন্তু নিজে উক্ত রাবী বা মূল হাদীছের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেননি। তবে আলোচনায় বুঝা যায় যে, তার নিকটে আছেমের দুর্বলতা সামান্য। সেকারণে তিনি উক্ত হাদীছের ব্যাপারে তিরমিযীর সিদ্ধান্ত তথা হাদীছটি ‘হাসান’ হওয়ার ব্যাপারে একমত।

অন্যদিকে আলবানী সর্বপ্রথম হাদীছটির উপর ‘হাসান’ হুকুম পেশ করেছেন। অতঃপর উক্ত হাদীছটির সংকলক হিসাবে মোট ১১টি হাদীছ গ্রন্থের নাম পৃষ্ঠাসহ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর রেওয়ায়াতটির ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও তিরমিযীর মতামত এবং মূল বর্ণনাকারী ‘আছেমের ব্যাপারে তার নিজের সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছেন। তারপর হাদীছটির মোট ৫টি মুতাবা‘আত ও শাওয়াহেদ এনে সেগুলোর সমালোচনার নানা দিক পেশ করেছেন। সবশেষে তিনি হাদীছটির মধ্যে ইদরাজের অভিযোগকারীর জবাব দিয়েছেন।

উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, উক্ত হাদীছটির ক্ষেত্রে আলবানী অনেক বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম তাখরীজ পেশ করেছেন। তবে আলবানীর জন্য তা সম্ভব হয়েছে যুগের পরিক্রমায় হাদীছ গ্রন্থসমূহ সহজলভ্য হওয়া, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বহু হাদীছ গ্রন্থের উপর তাঁর দখল থাকা ও সেগুলোর উপর দীর্ঘ গবেষণার কারণে।

১০. রাবীর সমালোচনায় ইমামদের মতবিরোধ নিরসনে গবেষণাপূর্ণ সমাধান পেশ :

যে সব রাবীর ব্যাপারে রিজালবিদগণ মতভেদ করেছেন, সেক্ষেত্রে আলবানী সূক্ষ্ম আলোচনার মাধ্যমে দলীল-প্রমাণের আলোকে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন- عتبة بن أبي حكيم الهمداني -এর ব্যাপারে আলবানী বলেন, ইমাম দারাকুৎনী তার ব্যাপারে বলেছেন, ليس بالقوي (তিনি শক্তিশালী নন)। আমার বক্তব্য হ’ল, বরং তার ব্যাপারে ইমামগণ মতভেদ করেছেন। কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, কেউ দুর্বল বলেছেন। সেকারণে ইমাম যাহাবী তাকে متوسط الحديث বলেছেন। এছাড়া ইবনু হাজারের বক্তব্যে বুঝা যায় যে, তার নিকটে তিনি যঈফ রাবী। যেমন স্বীয় তাক্বরীবে তিনি বলেন, صدوق يخطئ كثيرا ‘তিনি সত্যবাদী, তবে প্রচুর ভুল করেন’।

ইমাম নববী ও যায়লাঈ উভয়ে তার হাদীছকে শক্তিশালী বলেছেন। প্রথমজন স্বীয় ‘আল-মাজমূ‘ গ্রন্থে বলেছেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ। তবে এর বর্ণনাসূত্রে উৎবা ইবনু আবী হাকীম রয়েছেন। বিদ্বানগণ তার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যারা তাকে দুর্বল বলেছেন, তারা তার দুর্বলতার কোন কারণ উল্লেখ করেননি। আর হাদীছশাস্ত্রের নীতিমালা মোতাবেক সমালোচনা ব্যাখ্যা সম্বলিত (মুফাসসার) না হ’লে গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব উক্ত (রাবীর বর্ণিত) রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়।

অতঃপর আলবানী বলেন, দুই দিক থেকে উক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে।

(ক) নববীর বক্তব্য- জুমহূর তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যা থেকে বুঝা যায় যে, অল্প সংখ্যক বিদ্বান তাকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়। আমি অনুসন্ধান করে তাকে যঈফ সাব্যস্তকারীর সংখ্যা ৮ জন পেয়েছি। তারা হ’লেন, (১) আহমাদ ইবনু হাম্বল তাকে সামান্য দুর্বল বলতেন (يوهنه قليلا)। (২) ইয়াহইয়া ইবনু মা‘ঈন একস্থানে

২. ইরওয়াউল গালীল, ১/১৪০-১৪১।

বলেন, তিনি দুর্বল রাবী (ضعيف الحديث)। অন্যত্র বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, 'উৎবা' মুনকিরুল হাদীছ (منكر الحديث)। (৩) মুহাম্মাদ ইবনু 'আওফ আত-তাঈ বলেন, তিনি দুর্বল (ضعيف)। (৪) জাওযাজানী বলেন, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় নয় (غير محمود في الحديث)। (৫) নাসাঈ তাকে দুর্বল (ضعيف) বলেছেন। কিন্তু অন্যত্র তাকে শক্তিশালী নয় (ليس بالقوي) বলেছেন। (৬) ইবনু হিব্বান বলেন, তার থেকে বাক্বিয়াহ ইবনুল ওয়ালীদ সূত্রে বর্ণিত হাদীছ ব্যতীত অন্য হাদীছ ই'তিবারের ক্ষেত্রে পেশ করা হয় (অর্থাৎ শাওয়াহেদ ও মুতাবা'আতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য)। (৭) দারাকুৎনী বলেন, শক্তিশালী নয় (ليس بالقوي)। (৮) বায়হাক্বী বলেন, শক্তিশালী নয় (غير قوي)।

অতঃপর তাকে নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্তকারীর সংখ্যা অনুসন্ধান করে ৮ জনকে পেয়েছি। যথা : (১) মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ আত-তাতারী তাকে 'ছিক্বাহ' সাব্যস্ত করেছেন। (২) ইবনু মা'ঈন তাকে 'ছিক্বাহ' সাব্যস্ত করেছেন। (৩) আবু আর-রাযী বলেন, তিনি ছালিহ (صالح)। (৪) দুহাইম বলেন, আমি তাকে মুস্তাক্বীমুল হাদীছ (مستقيم الحديث) হিসাবেই জানি। (৫) আবু যুর'আ আদ-দিমাশক্বী তাকে স্বীয় 'ছিক্বাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (৬) ইবনু 'আদী বলেন, আশা করি তার মধ্যে কোন দোষ নেই (أرجو لا بأس به)। (৭) ত্বাবারাণী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত (من ثقات المسلمين)। (৮) ইবনু হিব্বান স্বীয় 'ছিক্বাত' গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন।

আলবানী বলেন, উৎবাকে ছিক্বাহ বা দুর্বল সাব্যস্তকারীদের মধ্যে অনুসন্ধান করে এই কয়েকজন মুহাদ্দিছকেই আমি পেয়েছি। যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, উৎবাকে ছিক্বাহ সাব্যস্ত কারীর সংখ্যা তাকে দুর্বল সাব্যস্তকারীদের সমান। অতএব এটা বলা স্পষ্টতই ভুল হবে যে, জুমহূর মুহাদ্দিছ তাকে ছিক্বাহ সাব্যস্ত করেছেন। বরং 'জুমহূর তাকে যঈফ বলেছেন' বললে সেটাই শুদ্ধতার নিকটবর্তী হবে। সেটা কিভাবে তা নিম্নে বর্ণিত হ'ল-

আমরা ইবনু মা'ঈন ও ইবনু হিব্বানের নাম ছিক্বাহ সাব্যস্ত কারী, যঈফ সাব্যস্তকারী উভয় সারণীতেই পেয়েছি। এটা রাবীর সমালোচকদের ইজতিহাদী মতপার্থক্য মাত্র। অর্থাৎ কাউকে ছিক্বাহ সাব্যস্ত করার পর যখন তার নিকটে উক্ত রাবীর ব্যাপারে এমন কোন দোষ প্রকাশ পায়, যা তুলে ধরা আবশ্যক, তখন তিনি তা পেশ করেন। এরূপ অবস্থা প্রত্যেক বিজ্ঞ সমালোচক ও উপদেশদাতাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে ইমামের কোন বক্তব্যটি অগ্রগণ্য হবে? বিশ্বস্ততা না দুর্বলতা সাব্যস্তকারী বক্তব্য?

নিঃসন্দেহে দ্বিতীয়টি। কেননা (তাকে ছিক্বাহ সাব্যস্ত করার পর) তার নিকটে উক্ত রাবীর সমালোচনার যোগ্য কিছু প্রকাশ না পেলে, তিনি কখনোই তার সমালোচনা করবেন না। আর উক্ত রাবীর ক্ষেত্রে তিনি ব্যাখ্যাসম্বলিত সমালোচনা (جرح مفسر) করেছেন। অতএব তা তাওছীক-এর উপর অগ্রগণ্য হবে এবং উক্ত তাওছীক তার মারজূহ ও অগ্রহণযোগ্য মত হিসাবে গণ্য হবে। তাই প্রথম সারণী থেকে ছিক্বাহ সাব্যস্ত কারী হিসাবে ইবনু মা'ঈন ও ইবনু হিব্বানের নাম বাদ দিতে হবে। তাহ'লে তাদের সংখ্যা আট থেকে ছয়-এ নেমে আসবে।

অতঃপর যদি আমরা প্রথম সারণীর দিকে আরেকবার দৃষ্টিপাত করি, তবে সেখানে আমরা আবূ হাতেম আর-রাযীকে পাব। যিনি তাকে صالح বলেছেন। মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় যদিও এটি ছিক্বাহ সাব্যস্তকারী শব্দ, তবুও আবু হাতেমের নিজস্ব পরিভাষা অনুযায়ী তা নয়। যেমন তার পুত্র ইবনু আবী হাতেম স্বীয় الجرح والتعديل গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন : আমি জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে বিভিন্ন মর্তবার শব্দ পেয়েছি। যদি কারো ব্যাপারে তিনি ثقة বা متقن বা ثبت বলেন, তাহ'লে তার হাদীছ দলীল হিসাবে গৃহীত হবে। ...আর شيخ বলা হলে তিনি তৃতীয় মর্তবার হিসাবে গণ্য হবেন। ...যদি বলা হয় صالح الحديث বা لين الحديث , তবে তার হাদীছ লেখা যাবে। তবে সেটি ই'তিবার তথা শাওয়াহেদ বা মুতাবা'আতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে।

আবূ হাতেমের উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, তার 'ছালিহুল হাদীছ' বলা অন্যদের 'লাইয়িনুল হাদীছ' বলার ন্যায়। কেবল ই'তিবার ও শাওয়াহেদের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ তা সরাসরি দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব 'ছালিহ' সাব্যস্তকরণ আবূ হাতেমের নিকটে জারহ বোধক শব্দ, তা'দীল বোধক নয়। ...এক্ষণে তার নাম ছিক্বাহ সাব্যস্তকারী সারণী থেকে দুর্বল সাব্যস্তকারী সারণীতে স্থানান্তরিত হ'ল। ফলে ছিক্বাহ সাব্যস্তকারীর সংখ্যা পাঁচ এবং দুর্বল সাব্যস্তকারীর সংখ্যা নয় হ'ল। এর সাথে যদি আমরা বায়হাক্বীর বক্তব্য 'সে শক্তিশালী নয়' যুক্ত করি, তবে তার সংখ্যা হবে দশ।

অতঃপর ইবনু 'আদীর ভাষ্য, 'আশা করি তার মধ্যে কোন দোষ নেই' স্পষ্ট ছিক্বাহ সাব্যস্তকারী মন্তব্য নয়। যদি তা গ্রহণও করা হয়, তবে তা তা'দীলের সর্বনিম্ন বা জারহ-এর সর্বোচ্চ মর্তবা। এটা لا أعلم به بأس -এর মত একটি জারহ। যেমনটি তাদরীবুর রাবীতে এসেছে।

অতঃপর আলবানী বলেন, উক্ত আলোচনার স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, জুমহূর বিদ্বানগণ উৎবা ইবনু আবী হাকীমকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। আর তাদের দুর্বলতার বিষয়টি ব্যাখ্যাসহ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৩]

উক্ত রাবীর উপর আলবানীর গবেষণাপূর্ণ আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তিনি নির্দিষ্টভাবে কারো মতামতকে অগ্রাধিকার না দিয়ে জারহ ও তা'দীলের সার্বজনীন নীতিমালার আলোকে সাধ্যমত গবেষণা করেছেন এবং ইমামগণের মতামতসমূহের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে দলীল-প্রমাণের আলোকে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন।

১১. মতনগত ত্রুটির প্রতি গভীর দৃষ্টি :

শায়খ আলবানী মুহাদ্দিছদের মানহাজের অনুসরণে সনদগত সমালোচনাকে সর্বদা অগ্রগণ্য করেছেন। তবে এর পাশাপাশি মতনের দুর্বলতার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছেন এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে তার বিশুদ্ধতা নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন। এক্ষেত্রেও তিনি সমসাময়িকদের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ড. শামসুদ্দীন ই'বা বলেন, كانت عناية الشيخ الألباني بنقد متون الأحاديث وإعماله لتلك القواعد والمقاييس أثر واضح في بعث هذا العلم مرة ثانية، وبناء علي ذلك يمكن أن يعد رائدهم وعمدقم في هذا المجال في العصر الحديث- 'হাদীছের মতন সমালোচনার ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর প্রচেষ্টা এবং সুনির্দিষ্ট নীতি ও মানদণ্ড অনুযায়ী তাঁর কর্মতৎপরতা দ্বিতীয়বারের মত ইলমের উক্ত ময়দানে জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রভাব রেখেছে। যার ভিত্তিতে আধুনিক যুগে তাকে উক্ত বিষয়ের অগ্রদূত ও স্তম্ভ হিসাবে গণ্য করা যায়'।[৪]

যেমন এমন কিছু বর্ণনা এসেছে, যেগুলি সনদগত দিক থেকে দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে সেটি বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত বাস্তবতার সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। যেমন আবু উমামা (রা.) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, وكل بالشمس تسعة أملاك يرموها بالثلج كل يوم، لولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته 'সূর্যের জন্য ৯ জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে, যারা প্রতিদিন তার উপর বরফ ছুঁড়ে দেয়। যদি তারা এরূপ না করত, তবে সূর্যের সামনে যা আসত, তাই সে পুড়িয়ে দিত'। আলবানী হাদীছটি মাওযূ' বা জাল হওয়ার ব্যাপারে সার্বিক আলোচনা পেশ করার পর মন্তব্য করেন যে, 'সনদগত দুর্বলতার সাথে সাথে হাদীছের বক্তব্যটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্যেরও বিরোধী। কেননা পৃথিবীতে যা কিছু আছে সূর্যের তাপে তা না পোড়ার কারণ হ'ল পৃথিবী থেকে সূর্যের দীর্ঘ দূরত্ব। যা প্রায় ১৫০ মিলিয়ন কি.মি.।[৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুহাদ্দিছগণের অনুসরণে আলবানীর কেবল সনদগত সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হননি। বরং মতনের প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখেছেন।

১২. বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ থেকে দলীল গ্রহণ :

আলবানী (রহঃ) বিশেষত হাদীছ গ্রন্থসমূহের উপর প্রভূত দখল রাখতেন। দামেশকের মাকতাবা যাহেরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মাকতাবাসমূহে দীর্ঘদিন নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার ফলে তিনি বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার পর্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করেন। কেবল মাকাতাবা যাহেরিয়াতে সংরক্ষিত হাদীছগ্রন্থসমূহ গবেষণা করে উৎসগ্রন্থ ও একই হাদীছের বিভিন্ন তুরুক সহ চল্লিশ হাযার হাদীছের একটি সূচী তৈরী করেন।[৬] সেকারণে স্বীয় তাখরীজে তিনি বিপুল পরিমাণ গ্রন্থরাজি থেকে তথ্য সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষত সিলসিলা ছহীহাহ ও যঈফাহ গ্রন্থে তিনি প্রকাশিত-অপ্রকাশিত অধিকাংশ হাদীছগ্রন্থ থেকে দলীল পেশ করেছেন। উৎসগ্রন্থ হিসাবে সেখানে তিনি এমন শতাধিক পাণ্ডুলিপির নাম উল্লেখ করেছেন, যার কোনটি অদ্যবধি প্রকাশিত হয়নি। বরং কোন লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া মুছত্বলাহুল হাদীছ, তাফসীর, তাখরীজ, ফিক্বহ, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক নানা গ্রন্থাবলী থেকে সহযোগিতা নিয়েছেন। নিম্নে উদাহরণ হিসাবে সিলসিলা যঈফাহ থেকে একটি তাখরীজ পেশ করা হ'ল :

যেমন من كنوز البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة 'সৎকর্মের ভাণ্ডারের মধ্যে একটি হ'ল বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি ও ছাদাকা গোপন রাখা' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি সম্পর্কে তিনি বলেন, হাদীছটি যঈফ। আবুবকর আর-রুইয়ানী স্বীয় 'মুসনাদ' (১/২৫০) গ্রন্থে, ইবনু আদী (২/১৫১), আবু নু'আইম (৮/১৯৭) এবং কুযাঈ (২/২১) زافر بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر থেকে মারফূ' সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর হাদীছটির দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত তাখরীজে তিনি ইবনু আবী হাতেম-এর العلل (২/৩৩২), জালালুদ্দীন সুয়ূত্বীর اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (২/৩৯৬), আবু যাকারিয়া আল-বুখারীর الفوائد, আবুল হোসাইন আল-বূশানজীর المنظوم (৪/২),

৩. *সিলসিলা যঈফাহ*, ৩/১১০-১১৩।

৪. ড. শামসুদ্দীন ই'বা, *মানহাজুশ শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী ফী রাদ্দিল হাদীছ 'ইনদা মুখালাফাতিহী লিল উছুলিশ শার'ঈয়াহ* (মালয়েশিয়া : মাজাল্লা 'ইলমিইয়াহ মুহাক্কামাহ, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জুন ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২২৪।

৫. *সিলসিলা যঈফাহ*, ১/৪৬২, হা/২৯৩।

৬. আলবানী, *ফিহরিসু মাখতূতাতিদ দারিল কুতুবিয যাহিরিইয়াহ*, পৃ. ১২।

আবু আলী আল-হারাবীর الفوائد (৭/১), আবু নু'আইম ইসফাহানীর الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفي এবং খত্বীব বাগদাদীর تاريخ بغداد সহ মোট ১০টি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।

আলোচনার এক পর্যায়ে আলবানী বলেন, ইবনু 'আদী বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিন আব্দিল আযীয বিন আবী রাওয়াদ তার পিতা (আব্দুল আযীয) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কেউ তার মুতাবা'আত করেনি। তবে আবু নু'আইম স্বীয় الأربعون على مذهب المتحققين من الصوفي গ্রন্থে আব্দুল আযীয থেকে মানছূর ইবনু আবী মাযাহিম সূত্রে হাদীছটি সংকলন করেছেন।

আলবানী বলেন, মানছূর ছিক্বাহ এবং ইমাম মুসলিমের রাবী। কিন্তু আমার মনে হয় উক্ত সনদটি ছহীহ নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, الأربعون গ্রন্থটি এখন পর্যবেক্ষণ করার উপায় নেই। কেননা গ্রন্থটি মাকতাবা যাহেরিয়ায় সংরক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি (অর্থাৎ এখনও প্রকাশ পায়নি)। উপরন্তু বর্তমানে চলমান আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের কারণে পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তা মাকতাবার বাইরে একটি লোহার সিন্দুকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

অতঃপর সিলসিলা যঈফার পরবর্তী সংস্করণে তিনি বলেন, 'অতঃপর পাণ্ডুলিপিগুলো মাকতাবায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি তা পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম সেখানে হাদীছটি عيسى بن حامد الرخجي حدثنا الحسن بن حمزة: حدثنا منصور بن أبي مزاحم به সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। রাজেহী ছিক্বাহ রাবী। খত্বীব বাগদাদী তার জীবনী পেশ করেছেন। কিন্তু হাসান ইবনু হামযার পরিচয় আমি কোথাও খুঁজে পাইনি। অতএব এটা স্পষ্ট যে সে-ই এই সনদের ত্রুটি। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।[৭]

উক্ত উদাহরণে বিরল গ্রন্থসমূহের উপর আলবানীর গভীর মণীষার কিছু নযীর পাওয়া যায়। সমসাময়িক মুহাদ্দিছগণও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। যেমন সঊদী আরবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুল মুহসিন 'আব্বাদ বলেন, 'বর্তমান যুগে হাদীছের সাথে সুগভীর সম্পর্ক এবং সুবিস্তৃত জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই'।[৮]

মরক্কোর বিশিষ্ট হানাফী মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ ইবনুছ ছিদ্দীক আল-গুমারী (১৯১০-১৯৯৩ খ্রি.) আলবানীর প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করতেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক বইও রচনা করেছেন। তবে তাঁর ব্যাপারে তিনি বলেন, নাছিরুদ্দীন আলবানী ইলমে হাদীছের ময়দানে ব্যাপক দক্ষতা অর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে মাকতাবা যাহেরিয়ায় সংরক্ষিত হাদীছের অতি মূল্যবান পাণ্ডুলিপিসমূহ তাকে সহযোগিতা করেছে। ..তবে তিনি ইবনু তায়মিয়াহর অনুসারী ও দৃঢ়চেতা ওয়াহহাবী। তিনি যদি গোঁড়া ও মন্দ মাযহাবের অনুসারী না হ'তেন, তাহ'লে হাদীছের জ্ঞানে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হ'তেন।[৯]

১৩. নতুন রচনা রীতি উদ্ভাবন :

প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থসমূহ তাখরীজের ক্ষেত্রে শায়খ আলবানী নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তিনি তা ছহীহ ও যঈফ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমভাগে তিনি আমলযোগ্য হাদীছ তথা ছহীহ ও হাসান হাদীছ সমূহ একত্রিত করেছেন। আর অপরভাগে একত্রিত করেছেন যঈফ ও মাওযূ' হাদীছসমূহ। অর্থাৎ যা আমলযোগ্য নয়। এরূপ পৃথকীকরণের পিছনে তাঁর মৌলিক লক্ষ্য ছিল মুসলিম উম্মাহ্র সর্বশ্রেণীর মানুষ খুব সহজেই যেন ছহীহ সুন্নাহ্র নাগাল পায়, তা আয়ত্ব করতে সক্ষম হয় এবং তদনুযায়ী আমল করার সুযোগ লাভ করে। সাধারণ মানুষকে হাদীছ গ্রন্থ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যেন কোনটি গ্রহণীয় কোনটি বর্জনীয় তা নিয়ে চিন্তান্বিত হ'তে না হয়।

যেসব গ্রন্থের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত নীতি অবলম্বন করেছেন সেগুলো হল, (১) সুনান আবূদাঊদ (২) সুনান তিরমিযী (৩) সুনান নাসাঈ (৪) সুনান ইবনু মাজাহ (৫) আল-জামে'উছ ছাগীর (৬) আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (৭) আল-আদাবুল মুফরাদ।

ইতিপূর্বে কোন বিদ্বান উক্ত গ্রন্থসমূহ এভাবে ভাগ করার প্রয়াস পাননি। তাই এই অভিনব কাজের জন্য তিনি বহু মানুষের সমালোচনার শিকার হন। এমনকি সমসাময়িক অনেক মুহাদ্দিছ বিদ্বানও তাঁর এই পৃথকীকরণের সমালোচনা করেন।[১০] কিন্তু সবকিছুর পরেও তিনি স্বীয় মতে দৃঢ় থাকেন এবং এ মর্মে কৈফিয়ত পেশ করেন বলেন যে, 'আমার লক্ষ্য হ'ল মুসলিম উম্মাহর হাতে ছহীহ সুন্নাহকে পৌঁছে দেওয়া। তাই এরূপ পৃথকীকরণ আমার উদ্দেশ্যের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল'।

তিনি বলেন, 'প্রায় ৪০ বছর পূর্বে আমি যখন ছহীহ ও যঈফ আবূদাঊদ এবং এরূপ অন্যান্য কাজগুলো করতে শুরু করি, তখন কিছু সম্মানিত ব্যক্তি এরূপ পৃথকীকরণের ব্যাপারে একমত ছিলেন না। বরং তারা বললেন যে, কিতাবকে ছহীহ ও যঈফ হিসাবে পৃথকীকরণ ব্যতীত মৌলিক অবস্থায় রেখে

---

৭. *সিলসিলা যঈফাহ*, ২/১৩৫, হা/৬৯৩।

৮. আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ, *কুতুবু ও রাসাইলু 'আব্দিল মুহসিন ইবনি হামদ আল-'আব্বাদ* (রিয়াদ : দারুত তাওহীদ লিন নাশর, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হি.), পৃ. ৩০৪।

৯. *সিলসিলা যঈফাহ*, ৪/৬, ভূমিকা দ্র.।

১০. আব্দুল আউয়াল ইবনু হাম্মাদ আল-আনছারী, আল-মাজমূ' ফী তারজামাতিল আল্লামা আল-মুহাদ্দিছ আশ-শায়খ হাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আনছারী, (মদীনা, ১ম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.), ২/৬২৪; উম্মু সালামা আস-সালাফিইয়াহ, রিহলাতুল আখীরাহ লি ইমামিল জাযীরাহ (ছান'আ, ইয়ামন : দারুল আছার, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৮১-১৮২।

হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ধারণে মনোযোগ দেওয়া উত্তম হবে। নিঃসন্দেহে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এখানে সংকলকের মূল সংকলনটির সংরক্ষণ এবং যঈফ থেকে ছহীহ সমূহের পৃথকীকরণ উভয়টিই একত্রিত থাকছে। কিন্তু উপরোক্ত পৃথকীকরণের যে উপকার, তাও অস্বীকার করা যায় না। বরং এটা সাধারণ ও বিশেষ সকল শ্রেণীর মুসলমানের জন্য অধিক উপকারী। কেননা স্বাভাবিকভাবে সর্বজনবিদিত যে, উপরোক্ত পৃথকীকৃত হাদীছসমূহ (ছহীহ ও যঈফ) একই কিতাবের মধ্যে সংকলিত হ'লে সব ধরণের মানুষের পক্ষে তা মুখস্ত করা বা আয়ত্ত করা স্বভাবগতভাবেই অসম্ভব। বরং অধিকাংশের জন্যই তা দুঃসাধ্য। তবে (তা সম্ভব হবে) যদি ছহীহগুলো একটি কিতাবে এবং যঈফগুলো আরেকটি কিতাবে সংকলিত হয়। এটা একটি পরীক্ষিত বিষয়। কেউ এর বিরোধিতা করবে না। সর্বোপরি বিষয়টি ঐরূপ যেমনটি আল্লাহ বলেন, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 'আর প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পৃথক ক্বিবলা, যেদিকে তারা উপাসনাকালে মুখ করে থাকে। কাজেই দ্রুত সৎকর্ম সমূহের দিকে এগিয়ে যাও'।[১১] অতএব আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানাই তিনি যেন আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন'।[১২]

একই লক্ষ্যে তিনি কেবলমাত্র ছহীহ হাদীছের সংকলন হিসাবে *'সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ'* এবং যঈফ ও জাল হাদীছের সংকলন হিসাবে *'সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ'* রচনা করেন। উভয় গ্রন্থে তিনি প্রসিদ্ধ ৬টি গ্রন্থের বাইরের হাদীছসমূহ সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে হুকুম মোতাবেক পৃথক করার প্রয়াস পেয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের অনুসরণে একদল মুহাদ্দিছ কেবল ছহীহ হাদীছগুলো একত্রিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। যেমন : মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব ইবনু খুযায়মা আন-নাইসাপূরী (৩১১হি.)[১৩], আবু আলী সা'ঈদ ইবনু ওছমান ইবনুস সাকান (৩৫৩হি.)[১৪], আবু হাতেম ইবনু হিব্বান আল-বুস্তী (৩৫৪হি.)[১৫] প্রমুখ। নিঃসন্দেহে এই সংকলনগুলি বিশুদ্ধতায় 'ছহীহাইন'-এর স্তরের নয়। বিশেষত ইবনু খুযায়মা ও ইবনু হিব্বান ছহীহ এবং হাসান হাদীছের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। এমনকি হাদীছ ছহীহ হওয়ার জন্য 'ইল্লত বা গোপন ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়াকেও শর্ত মনে করতেন না।[১৬] ফলে এ সকল গ্রন্থে ছহীহ হাদীছের সাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যঈফ এবং মাওযূ' হাদীছও রয়ে গেছে।

এছাড়া পরবর্তীতে অল্প কিছু বিদ্বান এরূপ ছহীহ হাদীছের সংকলন রচনার প্রয়াস পেলেও তা গ্রহণযোগ্যতার স্তরে উপনীত হয়নি। অন্যদিকে শায়খ আলবানীর সিলসিলা ছহীহাহ যে মানহাজে রচিত হয়েছে, বিশুদ্ধতা নিরূপণের সার্বিক শর্তাবলী তার মধ্যে যেভাবে প্রতিপালিত হয়েছে এবং বিশুদ্ধতার মানদণ্ড হিসাবে সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকটে যেভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে, তাতে ছহীহাইনের পর গ্রন্থটিকে ছহীহ হাদীছ সংকলনের একটি স্বার্থক প্রয়াস বলা হ'লে মোটেও অত্যুক্তি হবে না।

এছাড়া ছহীহুল বুখারী সংক্ষিপ্তকরণে তিনি যে مختصر صحيح البخاري সংকলন করেন, সেটিও প্রভূত ফায়েদাপূর্ণ ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সংক্ষিপ্ত অথচ ওলামায়ে কেরাম ও তালিবুল ইলমদের জন্য দারুণ উপকারী এরূপ বৈশিষ্ট্যে ছহীহ বুখারী সংক্ষেপনের কাজ ইতিপূর্বে কেউ করেননি।[১৭]

১৪. হুকুম সাব্যস্তের কারণসমূহ সহজ, বিস্তারিত ও নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন :

আলবানীর তাখরীজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল, কোন হাদীছের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি দলীল-প্রমাণসমূহ সহজ, বিস্তারিত ও নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করেছেন। হাদীছ ভেদে শাওয়াহেদ ও মুতাবা'আতসমূহের সনদ ও উদ্ধৃত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। কোন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃতি পেশ করলে তা কোন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। ইমামগণের মতামতসমূহ তুলে ধরেছেন। রাবীদের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকলে নিরপেক্ষভাবে তা উল্লেখ করেছেন। সনদে বা মতনে গোপন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা নিয়ে বিস্তরভাবে আলোচনা করেছেন। সর্বোপরি ভারসাম্যপূর্ণ ও সুস্পষ্ট একটি আলোচনা তুলে ধরার পর তিনি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান

---

১১. *সূরা বাক্বারাহ*, আয়াত নং ১৪৮।
১২. আলবানী, *যঈফুল আদাবিল মুফরাদ* (সঊদী আরব : মাকতাবাতুদ দালীল, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৮খ্রি.), ভূমিকা, পৃ. ৬।
১৩. তাঁর সংকলিত 'ছহীহ ইবনু খুযায়মা'য় ৩০২৯টি হাদীছ রয়েছে। তবে এই গ্রন্থের বৃহত্তর অংশের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। মুছত্বফা আল-আ'যমী (২০১৭খ্রি.)-এর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। দ্র. *ছহীহ ইবনু খুযায়মা* (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ২০০৩খ্রি.)। এতে বেশ কিছু যঈফ হাদীছ রয়েছে। মুছত্বফা আল-আ'যমী এর প্রায় ৩ শতাধিক হাদীছ যঈফ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং ২টি হাদীছকে জাল বলেছেন।
১৪. তাঁর সংকলিত 'ছহীহ ইবনুস সাকান' গ্রন্থটি অপ্রকাশিত রয়েছে এবং এর পাণ্ডুলিপি কোথায় রয়েছে তা অজ্ঞাত। দ্র. ড. ফুয়াদ সেযগীন, *তারীখুত তুরাছিল 'আরাবী*, (রিয়াদ : জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৯১খ্রি.), ১/৩৭৮।
১৫. নাছিরুদ্দীন আলবানী এবং শু'আইব আরনাঊত্বের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৭৪৯১টি হাদীছ রয়েছে এবং নাছিরুদ্দীন আলবানীর হিসাবে প্রায় ৩৪৫টি যঈফ এবং ৩টি মাওযূ' বা জাল হাদীছ রয়েছে (নাছিরুদ্দীন আলবানী, *যঈফু মাওয়ারিদিয যামআন* (রিয়াদ : দারুছ ছুমাই'ঈ, ২০০২খ্রি.)। বিন্যাস পদ্ধতির জটিলতার কারণে ৮ম শতকের মুহাদ্দিছ আল-আমীর 'আলাউদ্দীন আলী ইবনু বালবান (৭৩৯হি.) এটি নতুনভাবে বিন্যস্ত করেন এবং এটিই বর্তমানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এছাড়া আবু বকর আল-হায়ছামী (৮০৭হি.) এই গ্রন্থ থেকে ছহীহুল বুখারী এবং ছহীহ মুসলিমের হাদীছসমূহ পৃথক করে موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان শিরোনামে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। এতে ২৬৪৭টি হাদীছ রয়েছে। বেশ কয়েকজন মুহাক্কিকের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে।
১৬. ইবনু হাজার আসক্বালানী, *আন-নুকাত 'আলা কিতাবি ইবনিছ ছালাহ*, ১/৬৩।
১৭. আলবানী, *মুখতাছার ছহীহুল ইমাম বুখারী*, ১/১০-১৬।

করেছেন। ফলে গবেষকগণ তাঁর সিদ্ধান্তের পিছনের গৃহীত দলীল সমূহ ও তার উৎসস্থল সম্পর্কে সহজেই বুঝতে সক্ষম হন। কোন ক্ষেত্রে বিদ্বানদের মতভেদ থাকলে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। সাথে সাথে তাঁর গবেষণায় বিশেষ কোন ভুল-ত্রুটি বা ঘাটতি থাকলে পরবর্তী গবেষকদের তা চিহ্নিত করতেও বেগ পেতে হয় না।

১৫. অকপটে সাহসী সিদ্ধান্ত প্রদান :

তাখরীজের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর আলবানী সিদ্ধান্ত প্রদানে কোন দ্বিধা করেননি। হুকুম নির্ধারণে কোন সংশয় বা মতদ্বৈততার আশ্রয় নেননি। বরং সাধ্যমত গবেষণা করে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে সিদ্ধান্ত প্রদানে অগ্রসর হয়েছেন। ফলে অধিকাংশ তাখরীজে তিনি আলোচনার সার-নির্যাস হিসাবে প্রথমে হাদীছের হুকুম উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন।

‘কুরআন ব্যতীত অন্য কোন কিতাব নিরঙ্কুশভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়’-এই চিন্তাধারার আলোকে তিনি ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের কিছু হাদীছের ব্যাপারে গবেষণা করে বিস্তারিত সমালোচনা পেশ করতেও যেমন পিছপা হননি,[১৮] তেমনি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বেশ কিছু হাদীছের ব্যাপারে অন্যান্য বিদ্বানদের সমালোচনার নিরপেক্ষ জবাবও তিনি দৃঢ়তার সাথে পেশ করেছেন। এমনকি ছহীহ মুসলিমের একাধিক হাদীছের ব্যাপারে ইমাম বুখারী, আলী ইবনুল মাদীনী, আবূদাঊদ, ইবনু মা‘ঈন, ইবনু খুযায়মা, বায়হাক্বী প্রমুখ বিদ্বানের সমালোচনার জবাবে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করে সেগুলো ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন।[১৯]

একইভাবে স্বীয় তাহক্বীক্বের ক্ষেত্রে তিনি ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহ.)-এর সিদ্ধান্তের উপর অধিক নির্ভর করলেও তাঁর অনেক সিদ্ধান্তের সমালোচনা বা বিপরীত সিদ্ধান্ত পেশ করতে তিনি দ্বিধা করেননি। বরং তাঁর নিকটে যতটুকু ভুল পরিলক্ষিত হয়েছে, তা স্পষ্টভাষায় তুলে ধরেছেন।[২০]

নিজের কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভুল বুঝতে পারলে বা অন্য কেউ ধরিয়ে দিলে তা থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে তিনি নিন্দুকের নিন্দাবাদের কোন পরওয়া করেননি। বরং ভুল ধরিয়ে দেওয়া ব্যক্তির প্রতি শুকরিয়া ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। যেমন একটি হাদীছের ব্যাপারে তিনি বলেন, ইমাম বায়হাক্বীর বক্তব্য অনুযায়ী ইবনু কুতায়বা হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন মনে করে কিছুকাল আমি তা যঈফ বলে ধারণা করতাম। অতঃপর আমি মুসনাদে আবী ইয়া‘লা এবং আখবারে ইস্ফাহান গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখিত সনদ তদন্ত করে নিশ্চিত হ’লাম যে, এর সনদ ‘শক্তিশালী’। ইবনু কুতায়বা কর্তৃক একক সনদে বর্ণিত বলে ধারণা করা সঠিক নয়। সেকারণে ইলমী আমানত আদায় ও দায়মুক্তির লক্ষ্যে আমি হাদীছটি সিলসিলা ছহীহায় সংকলন করলাম। যদিও এটা অজ্ঞ ও বিদ্বেষপরায়ণদের অন্যায় আক্রমণ, কুৎসা ও কটাক্ষের পথ খুলে দেবে। তবে যেহেতু আমি দ্বীনের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি, তাই এসব সমালোচনার আমি কোনই পরওয়া করি না। বরং আমি আল্লাহ্র নিকট নেকীর আশা করি মাত্র।[২১]

কখনো কখনো কোন বিদ্বানের ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হ’লে তাও তিনি পূর্ণ আস্থার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। ফলে সমালোচনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো অধিক কঠোরতাও প্রকাশ পেয়েছে।[২২]

১৬. অধিকাংশ হাদীছের হুকুম নির্ণয় :

তাখরীজুল হাদীছের সর্বোচ্চ স্তর হ’ল হুকুম প্রদান করা। ইলমে হাদীছের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় গভীর জ্ঞান এবং সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলীর উপর দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ব্যতীত হুকুম সাব্যস্ত করণ অবধি অগ্রসর হওয়া সহজ নয়। আর উক্ত দু’টি বিষয়ে অগ্রগামিতার কারণে আলবানী (রহঃ) তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিতভাবে যত হাদীছের তাখরীজ করেছেন, প্রায় সবক্ষেত্রেই হাদীছটির স্তর ও হুকুম নির্ণয় করেছেন।

তাঁর মতে, মুছত্বলাহুল হাদীছের মূল উদ্দেশ্যই হ’ল হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ণয় করা।[২৩] সেকারণে মূলতঃ দু’টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি তাখরীজের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়েছেন- (১) মূল উৎস থেকে হাদীছ গ্রহণ করে যেসব হাদীছ গ্রন্থে তা সংকলিত হয়েছে তার প্রতি সম্পৃক্ত করা। (২) হাদীছ যাচাই-বাছাই করে তার মর্তবা তথা ছহীহ, হাসান, যঈফ, মাওযূ‘ ইত্যাদি নির্ধারণ করা। সেকারণ উক্ত দু’টি উদ্দেশ্য পূরণ না করে যেসব লেখক হাদীছ উল্লেখ করার পর তার বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতার হুকুম ব্যতীতই হাদীছটি তাখরীজ করেন, তাদের কার্যক্রমকে তিনি কুরআনের ভাষায় لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ অর্থাৎ (এরূপ তাখরীজ) তাদের পুষ্টি করবে না এবং ক্ষুধাও মিটাবে না’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৪]

আলবানী তাঁর সকল গ্রন্থে প্রথমে হুকুম পেশ করার পর বিস্তারিত তাখরীজের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। তবে কিছু হাদীছের সনদের ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হ’তে পারেননি। সেক্ষেত্রে তিনি ইলমী আমানত রক্ষার্থে পূর্ববর্তী ইমামগণের তাখরীজ নকল করেছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন।[২৫]

(ক্রমশঃ)

---

১৮. *শারহুল ‘আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়াহ*, পৃ. ২২-২৩, টীকা দ্রষ্টব্য।
১৯. *সিলসিলা ছহীহাহ*, ৪/৪৪৯-৫০, হা/১৮৩৩, *ইরওয়াউল গালীল*, ২/৩৮-৩৯, ১২০-১২২, হা/৩৩২, ৩৯৪।
২০. *ইরওয়াউল গালীল*, ২/৯৮; *আত-তাওয়াসসুল*, পৃ. ৯৫।
২১. *সিলসিলা যঈফাহ*, ১/২৭২, হা/১৪২, ৩/৪৭৯।
২২. *সিলসিলা ছহীহাহ*, ২/১৯০, হা/৬২১।
২৩. *সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ*, ৬/৪০৯।
২৪. *গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদীছিল হালালি ওয়াল হারাম*, পৃ. ৪।
২৫. *ইরওয়াউল গালীল*, ১/১০।

কবিতা

ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মরণে

-ডা. আব্দুল খালেক
পাটকেলঘাটা, তালা, সাতক্ষীরা।

না পারে পোড়াতে অগ্নি নবী ইবরাহীমে (আঃ)
স্মরে ছিল বিপদকালে অনন্ত অসীমে।
ভস্মীভূত হ'ল কাষ্ঠ নিষিক্ত ছাইয়ে
অক্ষত জীবন ছিল নহে শবদাহে।
সত্যের মূর্তি যেথায় বিকশিবে ভবে
সেথায় কি রব কভু নীরব হয়ে রবে।
যে অগ্নি সবার জন্য দীপ্ত তেজস্মিনী
সে রবের হুকুম পেয়ে হয়ে গেল পানি।
নয় অতীত, এখন, নয় ভবিষ্যৎ
সর্বকালে রব যিনি মহীয়ান মহৎ।
তাকে ছাড়া অন্যে যবে স্মরে নিরঞ্জন
সুখাসিক্ত হবে রিক্ত মর্তে অপমান।
অস্থাচল জীবনাশনে সন্তান গমন
সন্তান সহ অর্ধাঙ্গীনি ত্যাগে মরুদ্যান।
এক যুগ পরে রব ডাকে ইবরাহীম
কুরবানী কর যাহা দিয়েছি আদিম।
হুকুম সে আহাদ হ'তে দানিতে কুরবান
সর্বশ্রেষ্ঠ ধন যাহা পেয়েছ যমীন।
দশদিক অবলোকে পঞ্চান্দ্রিয় কয়
ইসমাঈল ছাড়া আর কে আছে হেথায়।

দুর্গম পথের কাফেলা

-আতিয়ার রহমান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

দুর্গম পথের কাফেলার সারি
চলেছে রাত-দিন
এ পথে একদা সবাই চলিবে
যাত্রা ক্লান্তিহীন।
শির পরে ঝরে অগ্নি বৃষ্টি
জ্বলন্ত বিয়াবান।
পাবে না কেহ হবে না কারো
এতটুকু পরিত্রাণ।
হিমাদ্রী সম ঢেউয়ের ঝাপটা
অশান্ত পারাবার
শান্তির আশা সবই নিরাশা
আজি এ রুদ্ধ দ্বার।
সহস্র কণ্টক বাঁধা হয়ে রুখে
আসার এ যাত্রা পথ।
পারে না থামাতে হবে যেতে
চলিবে যাত্রা রথ।
চলেছি কেবল অভীষ্ঠ লক্ষ্যে
নির্দিষ্ট ঠিকানায়
পৌঁছাতে হবে থেমে যাবে যবে
একদিন নিরালয়।
পাবো কি শান্তি? দূর করে দিও
অশান্তির পরিবেশ।
কাটিবে কি তবে এ কাফেলা যবে
পৌঁছবে নিজ দেশ।

এই পৃথিবী

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ, গোপালগঞ্জ।

এই পৃথিবী মায়া ভরা
রং তামাসার খেলা
দেখতে দেখতে যায় ফুরিয়ে
জীবনের সুখময় বেলা।
মায়াজালে আমায় ফেলে
করলি আপন পর
দুই দিনেরই এই দুনিয়ায়
বানাই বাড়ি-ঘর।
আরাম-আয়েশ করব বলে
করছি গাড়ি-বাড়ি,
ভাবতে পারিনি একদা
যাব সবই ছাড়ি।
বৃদ্ধ বেলা ভাবছি বসে
কোথায় যৌবন কাল?
কোথায় আমার ছেলেবেলা
এই কি আমার হাল!
মিছে আশায় পরের বাসায়
আমার বাসা কই
মাটি বলে ওরে বোকা আমিই
আপন হই।
এই দুনিয়ায় আসার কারণ
সবাই মিলে করি স্মরণ,
মরার আগে মরে!
জান্নাত সবার হাতের মুঠোয়
অহি-র পথ ধরে।

সত্য

-মহিউদ্দীন, চৈতনখিলা, শেরপুর।

সত্য হ'ল জান্নাতী পথ নবীর বাণী বলে
আপদ-বিপদ মুক্ত জীবন সঠিকভাবে চলে।
ঝুটঝামেলা নেই কোন সত্যবাদী জানে
সত্য পথে চলতে কারো কঠিন বাধা হানে।
চলাফেরা বড়ই কঠিন সত্য বলে কথা
মিথ্যা নিয়ে পড়ে থাকে দারুণ অলসতা।
সমাজ গড়লে সত্য দিয়ে সবাই হবে দামী
মিথ্যা জেনেও চলি ওপথ একটু নাহি থামি।
সত্য হ'ল হিদায়াতের নূরে জগৎ ভাসে
ব্যক্তি সমাজ পরিবারে নূরের ঝলক আসে।
সত্য নিয়ে চলতে যদি আমরা সবাই পারি
ঝর্ণাধারার জান্নাতে ঐ সবার হবে বাড়ি।

স্বদেশ

কারাবন্দীরা এখন থেকে ভিডিও কলের মাধ্যমে স্বজনদের সাথে কথা বলতে পারবেন

পালটে যাচ্ছে কারা সেবার ধরন। দেশের ৬৮টি কারাগারের নামও পালটে হবে সংশোধনাগার। এছাড়া কারাবন্দীদের মানবিক সুযোগ-সুবিধা আধুনিকায়ন, দুর্নীতি ও মাদক সরবরাহ বন্ধে নেওয়া হচ্ছে অনেক উদ্যোগ। জানা গেছে, এখন থেকে কারাগারের নির্ধারিত বুথে গিয়ে কারাবন্দীরা নিজেদের স্বজনদের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার সুবিধা পাবেন। সপ্তাহে এক দিন ১০ মিনিটের জন্য এ সুযোগ দেওয়া হবে। আপাততঃ নারায়ণগঞ্জ যেলা কারাগার (সংশোধনাগার) থেকে পাইলট ভিত্তিতে এই কার্যক্রম শুরু হবে। এজন্য ইতিমধ্যে তথ্য-প্রযুক্তিসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে।

সেবা ও সুরক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ বেলাল হোসাইন বলেন, এই কার্যক্রম চালু হ'লে বন্দীদের পরিবারের সদস্যদের বারবার সশরীরে কারাগারে গিয়ে সাক্ষাত করার প্রয়োজন পড়বে না। তাছাড়া কারাগারে স্বজনদের যে হয়রানির শিকার হ'তে হয় সেটাও থাকবে না। স্বজনদের সঙ্গে বন্দীদের দেখা-সাক্ষাতের মাঝখানে মাদক আদান-প্রদানসহ যেসব দুর্নীতি হয় সেটিও অনেকটাই বন্ধ করা সম্ভব হবে। পরিবার বলতে যদি কোন পুরুষ বন্দীর স্ত্রী-সন্তান থাকে তারা এ সুবিধা পাবে। ভিডিও কলে কথা বলার স্থানেও বসবে সিসি ক্যামেরা। বর্তমানে প্রতিটি কারাগারের খাবারের মান দেখতে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা। তাদের খাওয়ার মানও পর্যবেক্ষণ করা হয় সিসি ক্যামেরায়। পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎপর্বও।

[প্রতি ১৫ দিন অন্তর বন্দীদেরকে তাদের স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে কারাগারের মধ্যে কমপক্ষে ৫ ঘণ্টা নিরিবিলি থাকার সুযোগ দিন। তাতে বন্দীদের মানবিক ও জৈবিক চাহিদা পূরণ হবে। তাতে সংসারে শান্তি বজায় থাকবে। এ বিষয়ে আমাদের ২০টি পরামর্শ দ্রষ্টব্য : সম্পাদকীয় 'কারা সংস্কারে আমাদের প্রস্তাব সমূহ' মে ২০১৬ (স.স.)]।

ব্যাংকে টাকা রাখলে প্রতি বছর দুই শতাংশ কমবে

-ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

এখন টাকার আমানতে গড় সূদের হার ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। কিন্তু মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ২২ শতাংশ। অর্থাৎ ব্যাংকে টাকা রাখলে প্রতি বছর প্রকৃত মূল্য দুই শতাংশ করে কমে যাবে। এটা বড় ধরণের সঞ্চয়বিরোধী। গতকাল সোমবার 'বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, জাতীয় বাজেট ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের প্রত্যাশা' শীর্ষক একটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন।

ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধ দিয়ে ভারত আমাদের উপর গযব নামিয়েছে

-ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

গত ১৬ই মে সোমবার মাওলানা ভাসানী কর্তৃক ফারাক্কা লংমার্চের ৪৬তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাজশাহীর পদ্মাতীরে আয়োজিত এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী আরও বলেন, তারা আমাদের ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে নদীগুলিকে হত্যা করেছে এবং আমাদের প্রাণ প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্র্য পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পদ্মা, তিস্তা, সুরমা ও এসবের শাখা নদীগুলি এখন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। তারা আমাদেরকে শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে মারছে এবং বর্ষা মৌসুমে ডুবিয়ে মারছে। তিনি বলেন, দূরদর্শী নেতা মাওলানা ভাসানী আজ থেকে ৪৬ বছর আগে ১৯৭৬ সালের ১৬ই মে রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দান থেকে চাঁপাই নবাবগঞ্জের কানসাট পর্যন্ত লাখো মানুষ নিয়ে লংমার্চ করেছিলেন। সেদিন অযুত কণ্ঠে মানুষ আওয়াজ তুলেছিল, 'মরণবাঁধ ফারাক্কা ভেঙ্গে দাও গুঁড়িয়ে দাও!' অথচ আমাদের ধ্বংস করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে শাসক মহলের কোন উচ্চবাচ্য নেই।

[১৯৭৫ সালে নতুন বন্ধুত্বের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা ২১শে এপ্রিল থেকে ৩১শে মে'৭৫ পর্যন্ত মাত্র ৪১ দিনের জন্য ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষা মূলক ভাবে চালু করার বিষয়ে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি করে। অথচ বিগত ৪৭ বছর ধরে তারা একতরফাভাবে পানি শোষণ করে চলেছে নির্লজ্জভাবে (দ্র. সম্পাদকীয় 'ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প চালু' জুন ২০১৬)। উল্লেখ্য যে, কানসাট থেকে ভারত সীমান্ত ১৬.৭ কি.মি. এবং ফারাক্কার দূরত্ব ৬১.৯ কি.মি. (স.স.)]।

১১৬ জন আলেম ও ধর্মীয় বক্তা এবং ১০০০ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের নিকট ঘাদানিক-এর আবেদন পেশ

গত ১১ই মে বুধবার ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে গণকমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও সদস্য সচিব ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ সহ পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল দুদক অফিসে গিয়ে ২২০০ পৃষ্ঠার একটি শ্বেতপত্র তুলে দেন। যা গত মার্চে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তারা দিয়েছিলেন এবং তিনি ব্যবস্থা নেবেন বলে তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন।

[কথিত গণকমিশনের চেয়ারম্যান হাইকোর্টের বিতর্কিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দীন চৌধুরী মানিক ইতিপূর্বে বিদেশ ভ্রমণের সময় ইকোনমি ক্লাসের টিকেট কিনে বিমানে বিজনেস ক্লাস দাবী করেছিলেন। দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় তিনি সেখানেই আদালত বসিয়ে বিমান স্টাফকে দণ্ড দেওয়ার হুমকি দেন ও পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচিত। ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ ছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত বিচারক। যিনি মানবতা বিরোধী অপরাধের আসামীকে বেকসুর খালাস দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ২৫ কোটি টাকা ঘুষ দাবী করার অপরাধে ২০১৯ সালে তিনি বরখাস্ত হয়েছেন। ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির সম্পর্কে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের ছিদ্দীকী মন্তব্য করেছিলেন, 'সে কবে মুক্তিযোদ্ধা ছিল? সে তো একাত্তরে পাক বাহিনীকে মুরগী সাপ্লাই দিত। অথচ এ লোক আজ মুক্তিযুদ্ধের গোটা চেতনার দেখভালকারী হয়ে বসেছে'।

আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি, দেশে সর্বত্র দুর্নীতির ছড়াছড়ি থাকলেও সেদিকে নযর না দিয়ে দুদক এবং সুন্দর ভাবমূর্তির অধিকারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল কিভাবে ভারতীয় দালাল ঘাদানিকের কথিত শ্বেতপত্র গ্রহণ করলেন? প্রধানমন্ত্রী কি বিষয়টি মেনে নিবেন? আমরা অবিলম্বে এই দেশদ্রোহী লোকগুলিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]।

বিদেশ

জার্মানী ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে

জার্মান ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচে অগসবার্গ এবং মেইঞ্জের মধ্যে খেলা চলার সময় রেফারী ম্যাথিয়াস জোলেনবেক মুসলিম ফুটবলার মূসা নিয়াখাতকে রামাযানের ছিয়াম ভাঙতে এবং ইফতার করার সুযোগ দিতে ম্যাচটি বন্ধ করে দেন। প্রথমবারের মত এভাবে ম্যাচ বন্ধ করার এই উদ্যোগটিকে জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন স্বাগত জানিয়েছে এবং বলেছে যে, ভবিষ্যতেও এটি করা হবে। ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ জার্মানী এভাবেই দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তারা ইসলামের বিষয়ে অনেক বেশী উদারনীতি গ্রহণ করেছে।

গত শরৎ থেকে দেশটির পাবলিক স্কুলে ইসলামের পাঠ চালু করা হয়েছে। যেসব স্কুলে অভিবাসী শিক্ষার্থী বেশী সেখানকার ক্যান্টিনগুলোতে হালাল খাবারের ব্যবস্থা করতে সরকারীভাবে

পাইলট প্রকল্প নেয়া হয়েছে। মুসলিম নারী ক্রীড়াবিদদের জন্য হিজাব পরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মসজিদের লাউড স্পিকার দিয়ে আযান দেয়ার বিষয়টি অনুমোদন করা হয়েছে। শারঈ পদ্ধতিতে পরিচালিত তুর্কী ব্যাংকগুলোকে জার্মানিতে শাখা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মুসলিম দম্পতিদের পারিবারিক সমস্যা সমাধানে শারঈ আইন ব্যবহার করছেন জার্মান বিচারকরা।

এসবের প্রেক্ষিতে সিরিয়ান বংশোদ্ভূত জার্মান ইসলামবিদ বাসাম টিবি লিখেছেন, 'জার্মানী আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে'। এ নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, ১৯৫০ সালে প্রায় ৮ লাখ মুসলমান পশ্চিম ইউরোপে বাস করত। ২০১৯ সালে, সেই সংখ্যা হয়েছে ৩ থেকে সাড়ে ৩ কোটির মধ্যে। জার্মানীতে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানের সংখ্যা ৬ দশমিক ১ শতাংশ। যা ২০৫০ সালে ২০ শতাংশে দাঁড়াবে।

[এভাবেই শত বাধা সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হবে ইনশাআল্লাহ। যেখানে তিনি বলেছেন, ' ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা পশমের ঘর (অর্থাৎ তাঁবু) বাকী থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছাবেন না'... (আহমাদ হা/২৩৮৬৫; মিশকাত হা/৪২) (স.স.)]।

ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলোকে ধ্বংস করতে রাশিয়ার প্রয়োজন মাত্র ৩০ মিনিট

পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হ'লে বর্তমান ন্যাটো জোটভুক্ত আমেরিকা সহ ইউরোপের ৩০টি দেশকে রাশিয়া মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারে। সম্প্রতি এ দাবী করেছেন রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমসের প্রধান দিমিত্রি রগোজিন। রসকসমসের প্রধান বলেন, তবে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পারমাণবিক গোলা বিনিময় পৃথিবীর বুকে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করবে। অতএব শক্তিশালী শত্রুকে প্রথাগত অস্ত্রেই পরাজিত করতে হবে।

[প্রভাব বিস্তারের নেশা শক্তিমানদের যেকোন সময় পারমাণবিক যুদ্ধে প্ররোচিত করবে। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত পৃথিবীর নিরাপত্তা রক্ষা আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহ এই সবুজ পৃথিবীকে শয়তানের শিখণ্ডীদের হাত থেকে রক্ষা করুন! (স.স.)]।

এক বছরের মধ্যে 'নাতি-নাতনী' চেয়ে ছেলেকে আদালতে তুলছেন ভারতীয় দম্পতি!

নাতি-নাতনী চেয়ে ছেলেকে আদালতে তুলেছেন ভারতের এক দম্পতি। সঞ্জীব ও সাধনা প্রসাদ দম্পতি বলেছেন, হয় এক বছরের মধ্যে নাতি-নাতনী জন্ম দিতে হবে, না হয় তাদের পাঁচ কোটি রুপি বা সাড়ে ছয় লাখ ডলার জরিমানা দিতে হবে।

তাদের বক্তব্য, নিজেদের সঞ্চয় খরচ করে ছেলেকে বড় করেছেন, লেখাপড়া করিয়েছেন, পাইলট বানিয়েছেন; এবার তারা সন্তানের কাছে তার প্রতিদান চান। ছয় বছর হয়েছে তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এখনও তারা সন্তান নেওয়ার কোন পরিকল্পনা করেনি। আমাদের সময় কাটানোর জন্য একটা নাতি-নাতনী চাই।

উত্তরাখণ্ডের ঐ দম্পতি আরও বলেন, আমরা আর্থিক দিক থেকে এবং মানসিকভাবে বিরক্ত। কারণ আমরা নিঃসঙ্গ সময় পার করছি।

[মানুষের স্বভাবধর্মের বিপরীত কোন কিছুই সমাজে চলতে পারেনা। আমরা আল্লাহর বিধান ভঙ্গকারী ঐ সন্তানের হেদায়াত কামনা করি এবং অন্যদেরকে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাই (স.স.)]।

মুসলিম জাহান

ড্রোনে করে হজ্জের স্বপ্ন, পূরণ হ'ল যেভাবে

গত ৪-৫ বছর থেকে হজ্জের মৌসুমে ড্রোন হাতে এক ব্যক্তির ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। সাদা জামা পরা ওই কালো লোকটির গল্প শুনে অবাক হন অনেকে। হজ্জ পালনে মক্কা-মদীনা যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। সেই দরিদ্র মানুষটির নাম হাসান আব্দুল্লাহ। তিনি ঘানার প্রত্যন্ত গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারের সদস্য। একবার নিজ এলাকায় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একটি দলকে দেখতে পান। ড্রোন দিয়ে তারা স্থানীয় চিত্র ধারণ করছিল। এমন যন্ত্র দেখে তিনি বলেছিলেন, তাদের কাছে এ ধরনের আরেকটু বড় ড্রোন আছে কি, যা তাঁকে হজ্জের জন্য ইসলামের পবিত্র ভূমি মক্কায় নিয়ে যেতে পারে?

বস্তুত হাসান ছিলেন খুবই অভাবী ও দরিদ্র। নিজের সাধ্য না থাকলেও স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। দরিদ্র বৃদ্ধের এই হৃদয়ছোঁয়া আকুতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে বিষয়টি তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত কাভুসোগলুর নযরে আসলে তিনি ঘানার তুর্কী দূতাবাসের মাধ্যমে বৃদ্ধকে খুঁজে বের করেন এবং তুরস্কের রাষ্ট্রীয় খরচে হজ্জে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

[আকাংখা থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্য না থাকায় অনেকেই হজ্জ পালন করতে পারেন না। কিন্তু প্রবল আকাংখার থাকলে আল্লাহ যেকোন ভাবেই যে তার একনিষ্ঠ বান্দাদের তার ঘরের মেহমান করে নিতে পারেন, উপরোক্ত ঘটনায় তা প্রমাণিত হয় (স.স.)]।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বিমানের বিকল্প ইঞ্জিনের থিওরী আবিষ্কার করলেন নারায়ণগঞ্জের রায়হান

আকাশপথে উড়ন্ত অবস্থায় বিকল হয়ে যাওয়া বিমানের বিকল্প ইঞ্জিন থিওরী আবিষ্কার করেছে নারায়ণগঞ্জ সদর উপযেলার কাযী যহীর রায়হান। তার দাবী, আর্থিক যোগান দিতে পারলে সেই থিওরীর বাস্তব রূপ দিতে পারবেন। এ ইঞ্জিন তৈরিতে ৫২ জন টেকনিশিয়ান নিয়ে তার দু'মাস সময় লাগবে। ইঞ্জিনটি শুধু বিকল হয়ে যাওয়া বিমান রক্ষায় কাজ করবে না, বরং মৃত্যুর হাত রক্ষা করবে যাত্রীদের।

ছোটকাল থেকেই কারিগরী বিভিন্ন কাজের প্রতি আগ্রহ ছিল তার। ঢাকা কলেজে অনার্সে পড়াকালীন সময়ে একটি বিমান দুর্ঘটনার খবর পান তিনি। সে দুর্ঘটনায় অনেক মানুষ মারা যায়। বিষয়টি ভাবিয়ে তুলে তাকে। তখন থেকেই চিন্তা- বিকল হয়ে যাওয়া বিমানের বিকল্প ইঞ্জিন তৈরি করা। শুরু হয় গবেষণা।

রায়হান বলেন, ২০০৫ থেকে দীর্ঘ ১৫ বছর গবেষণার পর বিকল্প ইঞ্জিন আবিষ্কার করতে সক্ষম হই। আকাশপথে বিমানটি বিকল হয়ে পড়লে পাইলট বিকল্প এ ইঞ্জিন ব্যবহার করে পাশের এয়ারপোর্ট বা কোনো বিশেষ স্থানে নিরাপদে অবতরণ করতে পারবেন।

তিনি বলেন, বিমানের এ বিকল্প ইঞ্জিনটি তৈরি করতে ১৪১টি বিশেষ যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হবে। যন্ত্রগুলো বাংলাদেশ, ভারত ও চীন থেকে সংগ্রহ করা যাবে। ২৮০-৩০০ আসনের বিমানের ইঞ্জিনটি তৈরী করতে প্রায় ৩২ লাখ টাকা খরচ হবে। এ ইঞ্জিনের মাধ্যমে জীবন রক্ষার পাশাপাশি সরকারের কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আয় সম্ভব হবে।

এ থিওরী আবিষ্কার করতে গিয়ে রায়হানকে অনেক কটাক্ষের শিকার হ'তে হয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব সবাই নানান সময় তিরস্কার করেছে। অনেক সময় পরিবারের সদস্যরাও বিরক্তি প্রকাশ করেছে। পিতা কবীর হোসাইন বলেন, ছোটবেলা থেকে নানা কারিগরী কাজের প্রতি আগ্রহ ছিল ছেলেটার। ইচ্ছা ছিল উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ পাঠাবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। এখন সারাদিন এ গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** -এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং মনোনীত দায়িত্বশীলগণ সফর করেন। এবারে ৪২ জন সফরকারীর মাধ্যমে ৬৫টি সাংগঠনিক যেলাতে কেন্দ্রীয় সফর ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া ৬৫টি সাংগঠনিক যেলায় স্ব স্ব উদ্যোগে মোট ১৩১২টি অনুষ্ঠান বাস্তবায়িত হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ ।-

১. ফরিদপুর ৭ই রামাযান ৯ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের কোর্ট কম্পাউণ্ডে উকিলবার সংলগ্ন 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা ও মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইন।

২. মৈশালা, রাজবাড়ী ৭ই রামাযান ৯ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুযযামান ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ হায়দার আলী।

৩. সাঘাটা, গাইবান্ধা ৭ই রামাযান ৯ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন দূর্গাপুর সরকারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম।

৪. ঝিনাইদহ ৮ই রামাযান ১০ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন চোরকোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা, শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুযযামান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম, 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের ও আল-'আওনে'র অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল।

৫. কাউনিয়া, রংপুর ৮ই রামাযান ১০ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কাউনিয়া উপযেলাধীন পিয়ারিয়া ফাযিল মাদ্রাসা মিলনায়তনে রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শাহীন পারভেযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, রংপুর-পশ্চিম যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফী, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুন নূর সরকার ও সহ-সভাপতি মতীউর রহমান প্রমুখ।

৬. কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ৯ই রামাযান ১১ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর লালমণিরহাট যেলা শহরের সেলিমনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ছাবের আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসাইন সরকার, লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম ও যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল কাইয়ূম প্রমুখ।

৭. চুয়াডাঙ্গা ৯ই রামাযান ১১ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন বাষট্টি আড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চুয়াডাঙ্গা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুযযামান ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ হায়দার আলী।

৮. সোহাগদল, পিরোজপুর ৯ই রামাযান ১১ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহবূব আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন পিরোজপুর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসার শিক্ষক রফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম বাহাদুর।

৯. উলানিয়া বাজার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল ১০ই রামাযান ১২ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন উলানিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বরিশাল-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম।

১০. ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম ১০ই রামাযান ১২ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ভুরুঙ্গামারী থানাধীন আন্ধারীঝাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হামীদুল হক।

১১. গাংনী, মেহেরপুর ১০ই রামাযান ১২ এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গাংনী উপযেলাধীন বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বামুন্দী শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ জালালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুযযামান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাকী মাস্টার, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইয়াকূব আলী প্রমুখ।

১২. মহিষখোচা, লালমণিরহাট ১১ই রামাযান ১৩ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম ও যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল কাইয়ূম।

১৩. পটুয়াখালী ১১ই রামাযান ১৩ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনালের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ আস-সুন্নাহ মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী আলহাজ্জ আক্কেল আলী হাওলাদার কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ আব্দুল হাই মিয়া। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেয তরীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম।

১৪. কুমিল্লা ১২ই রামাযান ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স মসজিদে কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান।

১৫. উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ১২ই রামাযান ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার উল্লাপাড়া থানাধীন কাচিয়ারচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম।

১৬. আরামনগর, জয়পুরহাট ১২ই রামাযান ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১-টা হ'তে যেলা শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুছ ছবূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও 'আল-'আওনের'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, জয়পুরহাটের পরিচালক ডা. আমীরুল ইসলাম প্রমুখ।

১৭. বরগুনা ১২ই রামাযান ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের ডি কে পি রোড আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বরগুনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ যাকির মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মেজর (অব.) আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

১৮. ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১২ই রামাযান ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ত্রিশাল থানাধীন অলহরী খারহর মুন্সীবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয়

মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

১৯. মুসলিমপাড়া, রংপুর ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন মুসলিমপাড়া শেখ জামালুদ্দীন জামে মসজিদে রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম।

২০. পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টা থেকে যেলার উত্তর পতেঙ্গাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

২১. আনন্দনগর, নওগাঁ ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বেলা ১০-টা থেকে যেলা শহরের আনন্দনগর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

২২. পাবনা ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন খয়েরসুতী কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও 'আল-'আওনে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ।

২৩. নেত্রকোনা ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন মদনপুর মধ্যপাড়া মুহাম্মাদী জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী।

২৪. মুলাদী, বরিশাল ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মুলাদী থানাধীন চর লক্ষ্মীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম ও 'আন্দোলন'-এর দাঈ রাক্বীবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান।

২৫. গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টা থেকে যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন টি এন্ড টি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন।

২৬. কুলাউড়া, মৌলভী বাজার ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কুলাউড়া থানাধীন দক্ষিণ মাগুরা মসজিদ আত-তাক্বওয়ায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আবু মুহাম্মাদ সোহেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন।

২৭. বি-বাড়িয়া ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার নবীনগর থানাধীন ভোলাচং মাঝিকাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বি-বাড়িয়া যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নবীনগর পৌর 'আন্দোলন' কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা মুহিব্বুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন ও 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ।

২৮. মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম।

২৯. কুষ্টিয়া-পূর্ব ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের উপকণ্ঠে ১০০, ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ আল-খালিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা ও অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম।

৩০. শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী কানসাটে চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন,

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আবু রায়হান।

৩১. রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও ১৪ই রামাযান ১৬ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রাণীশংকৈল উপযেলাধীন দিহট হাজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঠাকুরগাঁও যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাভাপতি যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম।

৩২. উত্তর বাপ্তা, ভোলা ১৪ই রামাযান ১৬ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন উত্তর বাপ্তা ইসলামিক কমপ্লেক্স জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মফীযুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম।

৩৩. ছোট বেলাইল, বগুড়া ১৪ই রামাযান ১৬ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মশীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

প্রবাসী সংবাদ

বুরাইদাহ, আল-ক্বাসিম, সঊদী আরব ১১ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর বুরাইদাহ আল-কাসিম সড়কের পার্শ্ববর্তী শিরকাহ তাবীক সংলগ্ন মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের খত্বীব জনাব আবুবকরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

একই দিন বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতারের বাসায় আল-খাবরা শাখা 'আন্দোলন'-এর কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় মেহমানদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে তারা গত ৬ই এপ্রিল সঊদী আরব গমন করেন।

মিযনাব, আল-কাসিম, সঊদী আরব ১২ই এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর মিযনাব ইসলামিক সেন্টারে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র সেন্টারের দাঈ জনাব আব্দুল করীম।

ছানাইয়া কাদিমা, রিয়াদ, সঊদী আরব ১৩ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর রিয়াদের ছানাইয়া কাদিমার আছমাঈ সড়কের পার্শ্ববর্তী আল-আকরাম জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার দফতর সম্পাদক ইমরান মোল্লার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

একই দিন বিকাল ৫-টায় রিয়াদের ছানাইয়া কাদিমাস্থ জনাব ফেরদাউস আলমের বাসায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ছানাইয়া কাদিমা শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সভাপতি জনাব ফেরদাউস আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

ছানাইয়া আছেমো, রিয়াদ, সঊদী আরব ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ছানাইয়া আছেমো শাখার উদ্যোগে জনাব আবুল হোসাইন-এর কারখানায় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি মাওলানা মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। একই দিন বাদ এশা রিয়াদের জাদীদ ছানাইয়ার আল-ঈদ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব রহমাতুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় মেহমানগণ বক্তব্য পেশ করেন।

হাই আল-শিফা, রিয়াদ, সঊদী আরব ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'মাসিক আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' রিয়াদ শাখার উদ্যোগে রিয়াদের হাই আল-শিফার কছর আল-আমীরী কমিউনিটি সেন্টারে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম রিয়াদ শাখার সভাপতি জনাব শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ও আত-তাহরীক টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ছয় শতাধিক প্রবাসী বাঙালী সুধী অংশগ্রহণ করেন। প্রজেক্টরের মাধ্যমে পৃথক কক্ষে মহিলাদের আলোচনা শোনার ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম রিয়াদ শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মীযানুর রহমান।

আত-তাহরীক টিভি

'ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামী দিক-নির্দেশনা' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ই রামাযান ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার অফিস কক্ষে অনলাইন ভিত্তিক টিভি চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি'র উদ্যোগে মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে 'ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামী দিক-নির্দেশনা' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'আত-তাহরীক টিভি'র অনুষ্ঠান পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। উক্ত অনুষ্ঠানে

রাজশাহী মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রায় ১০০ জন ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আলোচকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব এবং শারঈ বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তারা ব্যবসায়ীদেরকে হালাল পণ্যের ব্যবসা করতে, প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে এবং বছরান্তে হিসাব করে সঠিকভাবে যাকাত বের করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এ সময়ে ব্যবসায়ীদেরকে আত-তাহরীক সহ হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত কিছু বই উপহার দেওয়া হয়।

হিজড়াদের সাথে ইফতার

শরী'আতের আলোকে 'হিজড়াদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

শিরোইল, রাজশাহী ১৭ই রামাযান ১৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী শহরের শিরোইল স্টেশন পাড়া 'দিনের আলো হিজড়া সংঘে'র কার্যালয়ে 'আত-তাহরীক টিভি'র উদ্যোগে 'ইসলামী শরী'আতের আলোকে হিজড়াদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'দিনের আলো হিজড়া সংঘে'র সভাপতি মোহনা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারুণুর রশীদ এবং 'আত-তাহরীক টিভি'র অনুষ্ঠান পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে নারী ও পুরুষ অবয়বের প্রায় ত্রিশোর্ধ্ব হিজড়া উপস্থিত ছিল। আলোচকগণ হিজড়াদের ব্যাপারে শারঈ বিধান সমূহ তুলে ধরেন। তাঁরা তাদেরকে তাক্বদীর মেনে নিয়ে ইসলামী বিধানমতে চলার এবং নিজ পরিবারের সাথে মিলেমিশে থাকার আহ্বান জানান। কেননা ইসলামী শরী'আতে পিতার অন্যান্য সন্তানদের ন্যায় তাদেরও অধিকার সুরক্ষিত আছে। আলোচনা শেষে হিজড়াদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আলোচকগণ।

উল্লেখ্য যে, হিজড়াদের মধ্যে সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ কওমী মাদ্রাসার ছাত্রী ছিলেন। তারা সহ অনেকেই আগে থেকে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর পাঠক আছেন ও সে অনুযায়ী ছালাত পড়েন। অনেকে নিয়মিত ছিয়াম পালনকারী ও ছালাত আদায়কারী। অনুষ্ঠানে হিজড়াদের মধ্যে ইফতার বিতরণ করা হয় এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ছালাতুর রাসূল, আক্বীদা ইসলামিইয়াহ বই, মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকা ও ৫টি দেওয়ালপত্র বিতরণ করা হয়। যা সাথে সাথে অফিসের দেওয়ালে সাঁটিয়ে দেওয়া হয়।

তাদের অভিযোগ সমূহ ছিল নিম্নরূপ-

(১) তাদেরকে ইতিপূর্বে কেউ ইসলামের দাওয়াত দেয়নি (২) তাদের কোন দান মসজিদ-মাদ্রাসায় নেওয়া হয় না (৩) মসজিদে ছালাত আদায় করতে গেলে অনেকেই তাদের প্রতি কটাক্ষ করেন (৪) তাদেরকে পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় (৫) তারা পারিবারিক বঞ্চনার শিকার। আপন ভাই-বোনেরা তাদেরকে ভাই-বোন বলে পরিচয় দিতে চায় না।

আত-তাহরীক টিভির প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেন, আমাদের এই সমিতি 'জাতিসংঘ' 'কানাডা এইড' প্রভৃতি বিদেশী সংস্থা থেকে অনুদান পায়। সেই সাথে সরকারী কিছু অনুদানও পায়। অনেকে ইউসেফ স্কুল, কারিগরী স্কুল এবং 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে ডিগ্রী নিয়েছে। তাদের অনেকে মানুষের বাড়ি বাড়ি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে এমনকি পরিবহনে উঠে চাঁদা আদায় করে। আমাদের সমিতির লক্ষ্য হ'ল ওদেরকে ফিরিয়ে এনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান। যে হিজড়ারা সামাজিক নিগ্রহের শিকার, তাদেরকে নিয়ে আত-তাহরীক টিভির এই আয়োজনটি ছিল বেশ গুরুত্বহ ও প্রাণবন্ত। হিজড়াদের মনের আকুতিভরা প্রশ্ন সমূহ থেকেই তা ছিল অনুমেয়।

মারকায সংবাদ

যাত্রীবাহী গাড়ী সমূহে ইফতার বিতরণ

এ বছরই প্রথম আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া মাদরাসার পক্ষ থেকে 'যাত্রীবাহী গাড়ী সমূহে ইফতার বিতরণ' প্রকল্প চালু করা হয়। প্রতিদিন ইফতারের আধা ঘণ্টা পূর্ব থেকে শহর থেকে উত্তর দিকে নওগাঁ ও বিভিন্ন যেলা অভিমুখে গমনকারী পরিবহন সমূহের যাত্রীদের মধ্যে খেজুর, শরবত, ছোলা এবং ভূনা খিঁচুড়ী ও পানির বোতল সহ ১২৫০ প্যাকেট ইফতার বিতরণ করা হয়। ১৮ থেকে ২৫শে রামাযান পর্যন্ত ৮ দিন এই প্রকল্প চালু ছিল।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদ (৭৪) গত ১১ই এপ্রিল রোজ বুধবার দুপুর ১-টায় সিএনজিতে যাত্রী থাকা অবস্থায় হঠাৎ ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যান। পরে তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দু'দিন পরে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ বহু সংগঠনিক সাথী, গুণগ্রাহী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন রাত ৯-টায় তার নিজ গ্রাম টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী থানাধীন পাঁচপোটল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সম্মুখস্থ প্রশস্ত ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার পুত্র হাফেয আব্দুশ শাকূর। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইউসুফ ছিদ্দীকী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী, ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ডা. আব্দুল কাদির, উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হকসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, এক্সিডেন্টের খবর পাওয়ার সাথে সাথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলা সেক্রেটারী আব্দুল্লাহ আল-মামূন এবং আব্দুল ওয়াজেদ ছাহেবের ছেলের সাথে মোবাইলে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। দু'দিন পর মৃত্যুর খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দেন ও তাদের অসুস্থ মাকে যথাযথভাবে সেবা করার উপদেশ দেন। তাঁর মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ভাই আব্দুল ওয়াজেদ ছিলেন সংগঠনের সভাপতিদের মধ্যে অনন্যসাধারণ তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি। তিনিই মাত্র পাগড়ী পরতেন। তাঁর হাতের লেখা ছিল টাইপের চাইতেও সুন্দর। তিনি সংগঠনের পক্ষে কবিতাও লিখতেন। মাসিক বৈঠকে নিয়মিত আসতেন। তাঁর আচার-আচরণ এবং ইমারতের প্রতি আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। আমীরে জামা'আত মাইয়েতের রূহের মাগফেরাতের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩২১) : পিঁপড়াসহ ছোট ছোট পোকা খাবারের সাথে মিশে গেলে উক্ত খাবার খাওয়া জায়েয হবে কি?

-আহমাদ আলী, নাগরপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : পিঁপড়া বা ছোট ছোট পোকা খাবারে পড়ে গেলে খাদ্য নাপাক হয় না। কারণ এগুলো এমন প্রাণী, যেগুলোর রক্ত প্রবাহমান নয়। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) যে খাদ্যে মাছি পড়েছে, সে খাদ্যকে অপবিত্র বলেননি *(বুখারী হা/৩৩২০)*। তবে এ জাতীয় প্রাণী খাদ্যের ভিতর পড়লে যথাসম্ভব তুলে ফেলার পর খেতে হবে। কেননা তা ক্ষতিকর, অপবিত্র ও অরুচিকর প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত *(মায়েদা ৫/৪; আ'রাফ ৭/১৫৭; বাহূতী, শারহুল মুনতাহা ১/১০৭)*।

প্রশ্ন (২/৩২২) : আমার মা হজ্জ করার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন। এর মধ্যে আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। এক্ষণে তিনি ইদ্দত পালনকালীন সময়ে হজ্জে যেতে পারবেন কি-না?

-আবুল কালাম, শ্যামপুর, ঢাকা।

উত্তর : মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীকে চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করতে হয় *(বাক্বারাহ ২/২৩৪)*। এমতাবস্থায় ইদ্দত পালনার্থে হজ্জের ফরযিয়াত রহিত হয়ে যায়। অতএব সে ইদ্দত পালন করবে এবং পরবর্তী বছর শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতা থাকলে হজ্জ করবে। অন্যথায় কোন নেককার ব্যক্তির মাধ্যমে বদলী হজ্জ করিয়ে নিবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/২৯; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৯/৩৫২; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/৬৮)*। কোন নারী ইদ্দতের মধ্যে থাকা অবস্থায় হজ্জে গেলে ওমর (রাঃ) বায়দা থেকে ফিরিয়ে দিতেন *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১৭০৮; ইরওয়া হা/২১৩২)*। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে ইদ্দত পালনকারী নারী হজ্জের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সফর করবে না। যদি হজ্জের সফরে বের হয় এবং পথে স্বামীর মৃত্যুর খবর জানতে পারে, তাহ'লে তিনি ফিরে আসবেন এবং স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন করবেন *(মুগনী ৮/১৬৭)*। তবে ফিরে আসার সুযোগ না থাকলে ইদ্দতকালীন অবস্থাতেই হজ্জ পালন করবে। কেননা আয়েশা (রাঃ) তার বোন উম্মে কুলছূমের স্বামী মারা গেলে তাকে সাথে নিয়ে ইদ্দত পালনকালীন অবস্থায় হজ্জ করেছেন মর্মে কিছু আছার পাওয়া যায় *(শারহু মা'আনিল আছার হা/৪৫৯৬; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১২০৫৪)*।

প্রশ্ন (৩/৩২৩) : অভাবী জামাইকে শ্বশুর যাকাতের অর্থ দিতে পারবে কি?

-তানিয়া আখতার, রাজশাহী।

উত্তর : জামাই অভাবী হ'লে যাকাতের টাকা দিয়ে সহায়তা করা যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যে আটটি খাতের কথা বলেছেন তার মধ্যে মিসকীন বা অভাবী অন্যতম *(তাওবাহ ৯/৬০)*।

প্রশ্ন (৪/৩২৪) : কথা বলা শেষে ভালো থাকুন, ভালো থাকবেন ইত্যাদি বলা যাবে কি? এগুলো বলা শিরকের পর্যায়ভুক্ত গোনাহ কি?

-শাহরিয়ার রাফী, রাজবাড়ী।

উত্তর : এরূপ বলা ঠিক নয়; বরং বলতে হবে 'আল্লাহ আপনাকে ভাল রাখুন'। কারণ মানুষ নিজে নিজে ভাল থাকতে পারে না আল্লাহ্‌র রহমত ব্যতীত। তবে কেউ বললে তাতে শিরক বা অনুরূপ গুনাহ হবে না। কেননা এটি সংবাদবাচক বাক্য। এর দ্বারা সাধারণতঃ দো'আই উদ্দেশ্য থাকে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/১২৫)*। উল্লেখ্য যে, কথা বলার শুরুতে ও শেষে সালাম দেওয়াটাই সুন্নাত *(তিরমিযী হা/২৭০৬ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৬৬০; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সম্ভাষণ বিষয়ে' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৫/৩২৫) : আমার স্বামী গত বছর ৩১শে ডিসেম্বর এক তালাক দেয়। অতঃপর এই বছরের ৭ই জানুয়ারী রাজ'আত করে ও আমাদের মিলন হয়। আবার ১২ তারিখে এক তালাক দেয়। পরে ফেব্রুয়ারীর ২৬ তারিখে ঋতুকালীন সময় আবার তালাক দেয়। মার্চের ২০ তারিখে পবিত্র অবস্থায় আরেক তালাক প্রদান করে। এক্ষণে আমার স্বামীর সাথে সংসার করার কোন সুযোগ আছে কি?

-মাহফূযা খাতুন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : প্রশ্নালোকে প্রথমবার প্রদত্ত তালাকটি এক তালাক হিসাবে কার্যকর হয়েছে। তবে ১২ই জানুয়ারীতে প্রদত্ত তালাকটি এমন তোহরে দেওয়া হয়েছে যে তোহরে মিলন হয়েছে। সেজন্য উক্ত তালাক কার্যকর হবে না *(বুখারী হা/৫৩৩২; মুসলিম হা/১৪৭১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৫৮; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/১০)*। আর ফেব্রুয়ারীর ২৬ তারিখে প্রদত্ত তালাকটিও হায়েয চলাকালীন হওয়ায় তা কার্যকর হয়নি *(বুখারী হা/৫৩৩২; মুসলিম হা/১৪৭১; শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২২/৫৭)*। তবে সর্বশেষ তালাকটি কার্যকর হয়েছে। সব মিলে দুই তালাক হয়েছে।

এক্ষণে প্রশ্নমতে, তালাকের পর ইদ্দতকালের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সম্মত হ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় ঘর-সংসার করতে পারে *(বাক্বারাহ ২/২৩২; তালাক ১; বুখারী হা/৫১৩০; বিস্তারিত দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (৬/৩২৬) : রাতে ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করে শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর পুনরায় পেশাব করতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে কি পুনরায় ওযূ করতে হবে?

-হাসীবুর রশীদ, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ঘুমানোর পূর্বে ওযূ করে শোয়া মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে মুসলিম রাতে পবিত্র অবস্থায় যিকর করতে করতে ঘুমায়, এরপর ঘুম ভেঙে গেলে সে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য, তখন আল্লাহ্ তাকে তা দান করেন' *(আবুদাঊদ হা/৫০৪২; মিশকাত হা/১২১৫)*। যদি কেউ ওযূ করে বিছানায় শোয়ার পর ঘুমানোর পূর্বে ওযূ ভেঙ্গে যায় অথবা রাতে কোন সময় ঘুম ভেঙ্গে যায়, তবে তাকে পুনরায় ওযূ করতে হবে না। কেননা প্রথমবারের ওযূর মাধ্যমেই সুন্নাত পালন হয়ে গেছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একবার রাতে ঘুম থেকে উঠলেন এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে হাত-মুখ ধুলেন। অতঃপর ঘুমিয়ে গেলেন *(বুখারী হা/৬৩১৬; মুসলিম হা/৭৬৩)*। অর্থাৎ তিনি পুনরায় ওযূ করেননি। সুতরাং ঘুমের উদ্দেশ্যে শোয়ার পূর্বে ওযূ করাই হাদীছের উদ্দেশ্য। শোয়ার পর ওযূ ভাঙলে তা ধর্তব্য নয়। তদুপরি কেউ চাইলে পুনরায় ওযূ করতে পারে *(নববী, শরহ মুসলিম ১৭/৩২; ক্বাযী 'ইয়ায, ইকমালুল মু'আল্লিম ৭/১৩৪)*।

প্রশ্ন (৭/৩২৭) : বিকাল থেকে পুরো রাত মাসিকের রক্ত দেখা যাচ্ছিল না। ভাবলাম বন্ধ হয়ে গেছে। রাতে আমরা মিলিত হই। সকালে রক্ত পুনরায় আসা শুরু হয়। এক্ষণে ভুলবশত সহবাস করে ফেলায় গুনাহগার হ'তে হবে কি? এক্ষেত্রে করণীয় কি?

*-*রূপা, ফেনী।*
**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : এমতাবস্থায় গুনাহগার হবে না। কারণ পবিত্র হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী মিলিত হয়েছে। তবে পরবর্তীতে আবার রক্ত দেখা মাত্রই মিলন থেকে বিরত থাকবে। সাথে সাথে ছালাত ও ছিয়াম পালন থেকে বিরত থাকবে। কারণ পরবর্তী রক্তও হায়েয হিসাবে গণ্য *(ফাতাওয়াল মার'আতিল মুসলিমাহ ১/২৭৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৯/২৭৮)*।

প্রশ্ন (৮/৩২৮) : অসুস্থতার কারণে আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। সেকারণে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করলে মানুষ আমার সাথে দাঁড়াতে চায় না। এক্ষণে আমি বাড়িতে একাকী ছালাত আদায় করতে পারব কি?

-মেহেদী হাসান, দাঁপুনিয়া বাজার, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এমতাবস্থায় বাড়িতে ছালাত আদায় করা যাবে। এতে গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ। কারণ দুর্গন্ধ যেমন মানুষের জন্য কষ্টদায়ক তেমনি ফেরেশতাদের জন্যও কষ্টদায়ক। দুর্গন্ধ ছড়ানো রোধের জন্য রাসূল (ছাঃ) কাঁচা পিঁয়াজ ও রসুন খেয়ে মসজিদে ছালাতে আসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি রসুন বা পিঁয়াজ খায় সে যেন আমাদের হ'তে দূরে থাকে অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ হ'তে দূরে থাকে আর নিজ ঘরে বসে থাকে *(বুখারী হা/৮৫৫; মিশকাত হা/৪১৯৭)*। কাঁচা পিয়াজ-রসুন মাকরূহ হওয়ার মূল কারণটি হ'ল এর কটূ গন্ধ। খাওয়ার পরে মিসওয়াক বা পেস্ট-ব্রাশের মাধ্যমে মুখ পরিষ্কার করলে ও গন্ধ দূর হ'লে আর সমস্যা থাকে না। একইভাবে অপরিষ্কার ও কটূ গন্ধযুক্ত পোষাক পরে বা বিড়ি-সিগারেট খেয়ে মসজিদে বা মানুষের মধ্যে বসা অপসন্দনীয় কাজ। উল্লেখ্য, অনেকের মুখ থেকে সর্বদা দুর্গন্ধ বের হয়, যা তিনি বুঝতে পারেন না। অথচ পাশের লোক বিব্রত বোধ করে। এটি একটি রোগ, যা চিকিৎসার মাধ্যমে দ্রুত নিরাময় করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৯/৩২৯) : কোন পিতা-মাতা যদি নিজের কোন সন্তানকে কোন নিঃসন্তান দম্পতিকে দিয়ে দেয় এবং সরকারী কাগজপত্রে পালিত পিতা-মাতার নাম থাকায় সে তাদের সম্পদের অংশ পেয়ে যায়, তবে কি সে জন্মদাতা পিতা-মাতার সম্পত্তির ভাগ পাবে?

-আরিফ শেখ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : সন্তান হিসাবে জন্মদাতা পিতা-মাতার সম্পত্তি যথারীতি পেয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান *(নিসা ৪/১১)*। আর ইসলামী শরী'আতের আলোকে পালক পুত্র সম্পদের মীরাছ পাবে না। কারণ সে ওয়ারিছ নয়। উল্লেখ্য যে, পালক পিতা বা মাতাকে নিজের পিতা-মাতা হিসাবে পরিচয় দেয়া যাবে না *(বুখারী হা/৪৩২৬)*। বরং সে নিজ পিতা-মাতার নামেই পরিচিত হবে।

প্রশ্ন (১০/৩৩০) : আমার স্ত্রী খুব রাগী। তার রাগ উঠলে কোন কিছুই শুনতে চায় না। একদিন সে রাগের মাথায় তার নিজের গলায় ছুরি ধরে আমাকে তালাক দিতে বলে। নাহলে সে আত্মহত্যা করবে বলে। এমতাবস্থায় আমি তাকে তালাক বলেছিলাম। সেসময় আমার জানা ছিল না তালাক বললে তালাক হয় কি-না। এরপর আমাদের ২ সন্তান হয়। এক্ষণে উক্ত তালাকের জন্য আমার করণীয় কি?

-আব্দুর রহমান, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত তালাক সংঘটিত হয়নি। কারণ জোর করে বা বাধ্য করে তালাক দেওয়া হ'লে তা কার্যকর হয় না। আল্লাহ বলেন, যার উপরে (কুফরীর জন্য) যবরদস্তি করা হয়, অথচ তার হৃদয় ঈমানের উপর অটল থাকে *(নাহল ১৫/১০৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কৃত কাজের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/৬২৮৪; ইরওয়াহ হা/২৫৬৬)*। অতএব উক্ত তালাক কার্যকর হয়নি। সেজন্য বর্তমান সংসার চালাতে কোন বাধা নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪৮৯)*।

প্রশ্ন (১১/৩৩১) : ইসলামী শরী'আতে স্বামীকে আপনি, তুমি বা তুই সম্বোধন করার ব্যাপারে কোন নির্দেশনা আছে কি?

-নাবীলা নুছরাত, মগবাজার, ঢাকা।

উত্তর : স্বামী যে ভাষায় সম্মানবোধ করেন স্ত্রী তাকে সে ভাষাতেই সম্বোধন করবে। নিঃসন্দেহে আপনি অধিক সম্মানবোধক শব্দ। সে হিসাবে স্ত্রী স্বামীকে আপনি বলে সম্বোধন করতে পারে। যদি তুমি বলাতে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ

করে এবং বেশী হৃদ্যতা প্রকাশ পায়, তাতেও কোন আপত্তি নেই। সর্বোপরি সম্বোধনের ভাষা এমন হ'তে হবে, যাতে অসম্মান প্রকাশ না পায় বা সন্তান ও পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব না পড়ে *(মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর ২/৩২)*।

প্রশ্ন (১২/৩৩২) : পিতা তার মেয়েদের কথা দিয়েছিলেন যে, তার যে সন্তান পরীক্ষায় এ প্লাস পাবে তাকে প্রাইভেট কার উপহার দিবেন। অতঃপর আমি তা অর্জন করেছি। এক্ষণে এরকম ব্যয়বহুল উপহারের ক্ষেত্রে অন্যদের বঞ্চিত করে কেবল আমাকে দেওয়া পিতার জন্য জায়েয হবে কি?

-শাহরিমা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : অন্যান্য সন্তানদের সম্মতি থাকলে ঘোষিত উপহার প্রদান করা যেতে পারে, এতে কোন বাধা নেই। আর সম্মতি না থাকলে তা দেওয়া যাবে না। কারণ দান বা উপহারের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে ইনছাফ করা আবশ্যক। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা তার সম্পদ থেকে কিছু দান করেন। আমার মা বললেন, আমি এতে সন্তুষ্ট হ'তে পারছি না, যতক্ষণ না আপনি রাসূল (ছাঃ)-কে সাক্ষী রাখেন। এরপর আমার পিতা আমাকে নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসেন, আমার দানের উপর তাকে সাক্ষী রাখার জন্য। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি তোমার অন্য পুত্রদের সঙ্গে এরূপ করেছ? তিনি বললেন, না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা কর। তখন আমার পিতা চলে আসেন এবং সে দান ফিরিয়ে নেন *(মুসলিম হা/১৬২৩; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৫০-৫২)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৩৩) : ছিয়ামরত অবস্থায় ঠোঁট ফেটে যাওয়ার কারণে লিপজেল বা অন্য কিছু দিলে তা থেকে কিছু পরিমাণ হ'লেও মুখের ভিতর চলে যায়। এক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ছিয়ামরত অবস্থায় ঠোঁটে লিপজেল বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করা ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয় *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/২৬০; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/২২৪; ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ২০১ পৃ.)*। তবে মুখের ভিতর কিছু যাচ্ছে এমন সন্দেহ হ'লে তা ফেলে দিবে বা কুলি করে নিবে।

প্রশ্ন (১৪/৩৩৪) : কোন এলাকায় একজন মুছল্লীও যদি ই'তিকাফ না করে তাহ'লে পুরো এলাকাবাসী গুনাহগার হবে কি?

-রফীকুল ইসলাম
বালিয়াডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ই'তিকাফ করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) ও অন্যান্য সালাফগণ রামাযানে নিয়মিত ই'তিকাফ করতেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/৫০১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৪৪০; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/১৫৮)*। সুতরাং কেউ ই'তিকাফ করলে ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। আর না করলেও গুনাহগার হবে না। অতএব গ্রামের কেউ ই'তিকাফ না করলে সবাই গুনাহগার হবে এমন ধারণা ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (১৫/৩৩৫) : অনেক সময় বিছানার চাদর বা কম্বলে বীর্য লেগে যায়। এটা কি ধুয়ে ফেলা আবশ্যক না শুকিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে?

-ফাহীম আফতাব, আসাম, ভারত।

উত্তর : বীর্য কাপড় থেকে তুলে ফেলবে বা ধুয়ে ফেলবে। চিহ্ন দেখা না গেলে পানি ছিটিয়ে দিবে। এটাই যথেষ্ট হবে। জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হুমাম বিন হারেছ একদিন আয়েশা (রাঃ)-এর মেহমান হন। এমতাবস্থায় সকালে তিনি কাপড় ধুতে থাকলে আয়েশা (রাঃ)-এর দাসী সেটা দেখেন এবং তাঁকে সেটা অবহিত করেন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, সে বীর্য দেখলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে ফেলবে। আর না দেখা গেলে স্থানটিতে কেবল পানি ছিটিয়ে দিবে। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য ঘষা দিয়ে তুলে ফেলেছি এবং তিনি সেই কাপড়েই ছালাত আদায় করেছেন' *(মুসলিম হা/২৮৮; আবুদাঊদ হা/৩৭১)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩৬) : বার্ধক্যের কারণে ছিয়াম পালন করছে না এমন কাউকে ফিদইয়া হিসাবে খাবার দেওয়া যাবে কি? ফিদইয়া কি রামাযান মাসেই দিতে হবে না অন্য মাসেও দেওয়া যাবে?

-শাহাদত, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে শামিল হ'লে তাকে ফিদইয়া দেওয়া যাবে। আল্লাহ বলেন, আর যাদের জন্য এটি খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর পরিবর্তে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য দান করে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। যে ছিয়াম পালন করেনি, তাকেও ফিদইয়া হিসাবে খাদ্য প্রদান করা যাবে। আর ফিদইয়ার খাদ্য রামাযানে দেওয়াই উত্তম। তবে রামাযানের পরেও দেওয়া যায় *(কাসানী, বাদায়েউছ-ছানাএ' ৫/৯৬; যাকারিয়া আনছারী, আসনাল মাত্বালিব ১/৪৩০; মুগনিল মুহতাজ ২/১৭৬)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩৭) : মাসিকের সমস্যা থাকার কারণে মাঝে মাঝেই হালকা রক্ত প্রবাহিত হয়। বহু চিকিৎসাতেও ভালো হচ্ছে না। এমতাবস্থায় ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-মিনারুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : মাসিকের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে প্রবাহিত রক্তকে ইস্তিহাযা বা প্রদর রোগ বলা হয়। একে কিছুই গণ্য না করে ছালাত ও ছিয়াম পালন করে যাবে। আর অতিরিক্ত হ'লে ছিয়াম পালন করবে এবং ওযূ করার পূর্বে প্যাড বা প্রতিরোধক কাপড় পরিধান করে ছালাত আদায় করবে *(উছায়মীন, ফাতাওয়া মারাতিল মুসলিমাহ ১/১৩৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৪২৬)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৮) : খতম তারাবীহ পড়িয়ে অর্থ নেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, পাবনা।

উত্তর : খতম তারাবীহ হৌক বা সূরা তারাবীহ হৌক এতে ইমামতির সম্মানী গ্রহণ করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়ে থাকো, তাদের মধ্যে কিতাবুল্লাহ (আল্লাহ্‌র কিতাব) অধিকতর উপযোগী' *(বুখারী হা/৫৭৩৭; মিশকাত হা/২৯৮৫)*। তবে এক্ষেত্রে শর্তারোপ করে বা দরকষাকষি করে টাকা আদায় করা গর্হিত

অপরাধ এবং ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিরোধী কাজ। কেননা নবী-রাসূলগণ দ্বীনের প্রচারের বিনিময়ে কোনরূপ মজুরী গ্রহণ করতেন না *(আন'আম ৯০; মারদাভী, আল-ইনছাফ ৬/৩৫; মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৩৬৭)*। উল্লেখ্য, খতম তারাবীহ সুন্নাত মনে করে পড়া ঠিক নয়।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৯) : ফার্মেসীতে পিল সহ জন্মনিয়ন্ত্রণের নানাবিধ মাধ্যম বিক্রয় করা জায়েয হবে কি?

*-*দয়াল চাঁদ, রংপুর।*
**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : পিল বা এ জাতীয় ওষুধের মাধ্যমে সাময়িক জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা জায়েয। অতএব এর ব্যবসা করা যায়। এক্ষণে কেউ যদি এর অপব্যবহার করে তাহ'লে সে নিজে দায়ী হবে, বিক্রেতা নয় *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২১/৩৯৪; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২২/০২)*। তবে যেসব ঔষধে স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধ হয়, সেগুলো বিক্রি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২০/৩৪০) : করোনার কারণে অনলাইনে বিবাহের প্রচলন বেশ বেড়ে গেছে। এক্ষণে অনলাইনে বিবাহ সম্পাদনের শরী'আতসম্মত পদ্ধতি কি?

-ছাফওয়াত খান, ঢাকা।

উত্তর : উভয় পক্ষ পরস্পরের জানাশোনা ও বিশ্বস্ত হ'লে মেয়ের পিতা বা অভিভাবকের উপস্থিতিতে দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীর সামনে মোবাইল বা ভিডিও কলের মাধ্যমে কনের পিতা বা অভিভাবকের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ছেলে 'কবুল' করলে বিবাহ সিদ্ধ হবে *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩০; ইরওয়াউল গালীল ৬/২৪০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮//৯০-৯১; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/১৫৩-৫৪;)*। তবে কোনরূপ ধোঁকা বা প্রতারণা যেন না থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

প্রশ্ন (২১/৩৪১) : ওযূ করার সময় কানের কতটুকু পরিমাণ মাসাহ করতে হবে?

-মুহাম্মাদ বিলাল, ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর : কান মাসাহ করার পরিমাপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কানের ভিতরাংশ নিজের দুই শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ও উপরিভাগ বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাসাহ করেছেন *(নাসাঈ হা/১০২; মিশকাত হা/৪১৩)*। অর্থাৎ ভেজা হাতের শাহাদাত অঙ্গুলী কানের ভিতর প্রবেশ করাবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের বহিরাংশে ঘুরিয়ে মাসাহ করবে *(নববী, আল মাজমূ' ১/৪৪৩; আল মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪৩/৩৬৬; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৫৯)*।

প্রশ্ন (২২/৩৪২) : পতাকাকে সম্মান জানানো তথা মাথা নত করা বা স্যালুট করা জায়েয হবে কি? জায়েয না হ'লে বাধ্যগত অবস্থায় করা যাবে, না-কি চাকুরী ছেড়ে দিতে হবে?

-আবুল হোসাইন, সদর থানা, রাঙ্গামাটি।

উত্তর : সঊদী ফাতাওয়া বোর্ডকে এ মর্মে প্রশ্ন করা হ'লে তারা উত্তরে বলেন- জাতীয় পতাকাকে সালাম দেয়া কিংবা জাতীয় পতাকার সম্মানে দেখিয়ে দাঁড়ানো নিকৃষ্ট বিদ'আত। এরূপ কাজ রাসূল (ছাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ছিল না। এছাড়া এসব কর্মকাণ্ডের দ্বারা কাফেরদের রীতি-নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম *(আবুদাউদ হা/৪০৩১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ২১২৩, ৫৯৬৩; ১/১৪৯-১৫০)*।

এক্ষণে সরকারী চাকুরীরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যদি একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় এরূপ করতে হয়, তার জন্য দেশের সরকার দায়ী হবে। এছাড়া সর্বদা এমন পদ্ধতি পরিবর্তন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে *(উছায়মীন, শারহু আক্বীদাতিস সাফারীনীয়াহ ৫/৯৫)*। তবে সম্ভব হ'লে অন্য কোন বৈধ রূযীর পথ অবলম্বন করা তাক্বওয়াশীল মুমিনের কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৪৩) : আমাদের মসজিদের ইমাম তাবীয লিখেন, গণকের কাজ করেন এবং নতুন বাড়ি বন্ধ করার জন্য আগুন জ্বালিয়ে বাড়ির কোণায় কোণায় আযানের কতিপয় বাক্য উচ্চারণ করেন। উক্ত ইমামের পিছনে ছালাত পড়া জায়েয হবে কি? তার ব্যাপারে মসজিদ কমিটির করণীয় কি?

-হাফীযুর রহমান
পশ্চিম বিনোদপুর, নোয়াখালী।

উত্তর : যে ইমাম তাবীয লেখার মত শিরকী কাজ এবং ভাগ্য গণনার মত কুফরী কাজে লিপ্ত, তার পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না। কমিটির দায়িত্ব হবে অনতিবিলম্বে তাকে সরিয়ে বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন কোন আলেমকে ইমাম নিযুক্ত করা *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া ক্রমিক ২৯৪৮ পৃ. ১/৫৯৯-৬০০)*। আল্লাহ বলেন, 'গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানেনা' *(আন'আম ৬/৫৯; নামল ২৭/৬৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বেই আল্লাহ স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীরসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন' *(মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯)*।

তাবীয লটকানো শিরক। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৭৪৪০; ছহীহাহ হা/৪৯২, ৩৩১)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকালো তার উপরেই তাকে সোপর্দ করা হ'ল' *(তিরমিযী হা/২০৭২; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*।

ভাগ্য গণনা কুফরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করল, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না' *(মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫ 'ভাগ্য গণনা' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসল এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মাদ-এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার সাথে কুফরী করল *(তিরমিযী হা/১৩৫; মিশকাত হা/৫৫১)*।

জাদু করা কুফরী। আল্লাহ বলেন, 'সুলায়মান কুফরী করেনি, বরং শয়তানেরাই কুফরী করেছিল। যারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত' *(বাক্বারাহ ২/১০২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, (১) যে পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করল এবং যার জন্য এটি করা হ'ল অথবা (২) যে ভাগ্য গণনা করল ও যার জন্য এটি করা হ'ল অথবা

(৩) যে জাদু করল ও যার জন্য এটি করা হ'ল অথবা (৪) যে ব্যক্তি সুতায় গিরা দিল ও যার জন্য এটি করা হ'ল অথবা (৫) যে গণকের কাছে গেল, অতঃপর সে যা বলল তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ-এর উপর যা নাযিল হয়েছে, তা অস্বীকার করল' *(বাযযার হা/৩৫৭৮; ছহীহাহ হা/২১৯৫, ২৬৫০)*।

অতঃপর যে মসজিদের অধিকাংশ তাক্বওয়াশীল ও বিচক্ষণ নিয়মিত মুছল্লী কোন ইমামকে অপসন্দ করেন, তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিন ব্যক্তির ছালাত তাদের মাথার উপর এক বিঘৎ পরিমাণও উঠানো হয় না। যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে, অথচ মুছল্লীরা তাকে অপসন্দ করে'... *(ইবনু মাজাহ হা/৯৭১; মিশকাত হা/১১২৮)*। অতএব ঐ ইমামকে প্রথমে তার আক্বীদা ও আমল পরিবর্তনের জন্য বলতে হবে। সংশোধন না হ'লে তাকে বাদ দিয়ে হকপন্থী কোন মুত্তাক্বী আলেমকে ইমাম নিযুক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন (২৪/৩৪৪) : আয়াতুল কুরসী কি শুধু রাতে ঘুমানোর আগে পড়তে হয়, না যে কোন সময় ঘুমানোর পূর্বে পড়া যায়?

*-মুহাম্মাদ *বিল্লাল, ওয়ারী, ঢাকা।*
**['বেলাল' লিখুন (স.স.)]*

উত্তর : আয়াতুল কুরসীসহ রাতে ঘুমের সময় পঠিতব্য যিকর গুলো দিনে ঘুমানোর পূর্বেও পাঠ করা যায়। তবে রাতে ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করলেই যথেষ্ট হবে *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ, ক্লিপ নং ৫; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৭/৩৯৬)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪৫) : অমুসলিমরা মাথার সিঁথি বাম দিকে উঠায়। মুসলিমরাও কি একই দিক থেকে উঠাতে পারবে? না তাদেরকে ডান দিকে উঠাতে হবে? আর বাম দিকে উঠালে গোনাহগার হ'তে হবে কি?

-মুহাম্মাদ জাহিদ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : যেকোন ভাল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন *(বুখারী হা/১৬৮, ৫৯২৬; মিশকাত হা/৪০০)*। ছাহাবায়ে কেরাম ভালো কাজ করার সময় ডান দিক থেকে সূচনা করতেন *(মুসলিম হা/১৩০৫)*। অতএব সিঁথি ডান দিক থেকে শুরু করাই উত্তম। তবে কেউ বাম দিকে সিঁথি করলে গুনাহগার হবে না। কেননা এগুলো অভ্যাসগত সুন্নাত *(নববী, শরহ মুসলিম ৩/১৬০; মির'আত ২/১০৫)*। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) মাথার মাঝখান থেকে সিঁথি করতেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৪২৫; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৭৮ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : বাম হাত দ্বারা তাসবীহ গণনা করা যাবে কী?

-আবুল কালাম আযাদ
মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ডান হাত দ্বারা তাসবীহ গণনা করা মুস্তাহাব। কারণ রাসূল (ছাঃ) প্রতিটি ভালো কাজ ডান দিক দিয়ে শুরু করা পসন্দ করতেন *(বুখারী হা/১৬৮, ৫৯২৬; মিশকাত হা/৪০০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তাসবীহ সমূহ আঙ্গুলে গণনা কর। কেননা আঙ্গুল সমূহ ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে এবং তারা কথা বলবে' *(আবুদাঊদ হা/১৫০১; তিরমিযী হা/৩৫৮৩; মিশকাত হা/২৩১৬)*। তবে ওযরবশতঃ বাম হাতের আঙ্গুল দ্বারাও জায়েয। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : আমি আমার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে নফল, তাহাজ্জুদ বা অন্য কোন ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-আফীফুল ইসলাম, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : একই সাথে জামা'আতে কোন ছালাত আদায় করলে নারী পুরুষের পিছনের সারিতে দাঁড়াবে, পাশাপাশি নয়। চাই সে মা হৌক বা স্ত্রী হৌক। তবে জামা'আত ব্যতীত পৃথকভাবে যেকোন ছালাত পাশে দাঁড়িয়ে ব্যবধান রেখে আদায় করলে বাধা নেই *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৩৩১)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৮) : এক্বামতের জওয়াব দেওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে কি?

-আব্দুন নূর, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : এ ব্যাপারে সরাসরি হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, মুওয়াযযিন যা বলেন তোমরাও তাই বল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭)*। উক্ত হাদীছে থেকে এক্বামতের উত্তর দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয় *(আলবানী, মিশকাত হা/৬৭০-এর টীকা দ্রঃ)*। তাছাড়া অন্য হাদীছে আযান ও এক্বামত দু'টিকেই আযান বলা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৭৬)*। এজন্য অধিকাংশ বিদ্বান এক্বামতের জবাব দেওয়া মুস্তাহাব বলেছেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৩১০)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৯) : শিক্ষার্থীদের বেত্রাঘাত করার ক্ষেত্রে শারঈ কোন নীতিমালা আছে কি?

-নাছির হোসাইন, ঢাকা।

উত্তর : শিক্ষার্থীরা অপরাধ করলে প্রথমে তাদের বুঝাতে হবে এবং ভর্ৎসনা করতে হবে। এরপর শাস্তির ভয় দেখাতে হবে। এতেও সংশোধন না হ'লে মৃদুভাবে প্রহার করা যেতে পারে। তবে যখম হয় এমনভাবে প্রহার করা যাবে না এবং মুখে মারা যাবে না। সর্বাবস্থায় শাস্তির উদ্দেশ্য থাকবে শিক্ষার্থীকে সংশোধন করা, ব্যক্তিগত ক্রোধ বা হিংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো নয় *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪৫/১৭০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নির্দিষ্ট হদ সমূহের কোন হদ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে দশবার বেত্রাঘাতের অধিক কোন শাস্তি নেই' *(বুখারী হা/৬৪৫৬; মুসলিম হা/১৭০৮)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা চাবুক (লাঠি বা বেত) ঐ জায়গায় লটকিয়ে রাখবে, যেখানে গৃহবাসীর দৃষ্টি পড়ে। কারণ এটা তাদের জন্য আদব শিক্ষাদানের মাধ্যম *(ছহীহাহ হা/১৪৪৭; ছহীহুল জামে' হা/৪০২১)*। কতিপয় বিদ্বানের মতে, দশ বছরের নীচের শিশুদের লাঠি বা

চাবুক দ্বারা শাসন করা যাবে না। কেননা হাদীছে দশ বছর হ'লেই কেবল ছালাতের জন্য প্রহারের কথা বলা হয়েছে, তৎপূর্বে নয় *(মাওয়াহিবুল জালীল ১/৪১৩)*। অতএব শিক্ষকগণকে নিত্য-নতুন কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষা দিতে হবে। প্রহার বা আঘাত করে শাসনের মানসিকতা দূর করে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। কোন সময় পুরস্কার বা তিরস্কার এর মাধ্যমে তাকে উৎসাহিত করবে। চূড়ান্ত অবস্থা ব্যতীত কোনভাবেই প্রহারের পথ বেছে নেওয়া যাবে না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৪০৩)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫০) : বিদায় হজ্জের পর রাসূল (ছাঃ) মাতা আমীনার কবরে গিয়ে দো'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জীবিত করেন এবং তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর ঈমান আনেন মর্মের বর্ণনাটি সহ রাসূল (ছাঃ)-এর পিতা-মাতার ঈমান আনা সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো ছহীহ কি?

-মাযহারুল ইসলাম, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা তাঁর নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বেই মারা গেছেন। ফলে তাঁরা ঈমান আনার সুযোগ পাননি। দ্বিতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ)-এর পিতা-মাতার ঈমান আনা সম্পর্কিত যত বর্ণনা এসেছে তার অধিকাংশই জাল। কিছু যঈফ বর্ণনা রয়েছে সেগুলোও পরিত্যাজ্য *(আযীমাবাদী, 'আওনুল মা'বূদ ১২/৩২৪ পৃ.)*। প্রশ্নোল্লেখিত বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে এটি জাল। এই জালকারীরা স্বল্প বিদ্যাধারী মূর্খ। কেননা তারা জানে না যে, কাফের অবস্থায় মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন পেয়ে ঈমান আনলেও তা কোন কাজে আসে না' *(আল-মাওযূ'আত ১/২৮৩)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, তাঁর পিতা-মাতার ঈমান আনয়নের ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেননি। বরং তারা ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এ সংক্রান্ত সকল বর্ণনা মিথ্যা ও জাল। এ সম্পর্কে কোন বর্ণনা কোন নির্ভরযোগ্য ছহীহ, সুনান বা মুসনাদের কিতাবে বর্ণিত হয়নি *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩২৫-২৭)*। বরং তাঁর পিতা-মাতা মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় তারা জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে মুশরিক অবস্থায় মৃত তার পিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার ও তোমার পিতা জাহান্নামে' *(মুসলিম হা/২০৩)*। রাসূল (ছাঃ) মুশরিক অবস্থায় মৃত তাঁর মায়ের জন্য ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে আল্লাহ তাকে অনুমতি দেননি। কেবল কবর যিয়ারতের অনুমতি দেন' *(মুসলিম হা/৯৭৬)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৫১) : মসজিদ নির্মাণে অর্থ আদায়ের সময় তা হালাল না হারাম জেনে নেওয়া আবশ্যক কি? হারাম টাকা হ'লে ফেরৎ দেওয়া আবশ্যক কি?

-হোসনে মোবারক, চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : মসজিদ নির্মাণের জন্য অর্থ আদায়কালে লোকদেরকে হালাল উপার্জন থেকে দান করতে উৎসাহিত করা মুস্তাহাব। কেননা আল্লাহ পবিত্র জিনিস ছাড়া কবুল করেন না *(মুসলিম হা/১০১৫)*। তবে কেউ যদি তার হারাম উপার্জন যেমন সূদ, ঘুষ, ব্যাংকে চাকুরীর বেতন ইত্যাদির টাকা দান করে মসজিদ নির্মাণে সহায়তা করে তাহ'লে তা গ্রহণে কোন দোষ নেই। কারণ হ'তে পারে সে হারাম থেকে মুক্তি লাভের নিয়তে উক্ত টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করেছে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩০৪; আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৩৪৪)*। তবে এই দানের কারণে সে কোন ছওয়াব পাবে না এবং হারাম পন্থায় উপার্জনের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে, দান গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয় *(ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৮/২৮৩)*। সুতরাং এক্ষেত্রে হালাল-হারাম জেনে নেওয়া আবশ্যক নয় এবং হারাম টাকা জানার পর তা ফেরৎ দেয়াও যরূরী নয়।

প্রশ্ন (৩২/৩৫২) : রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বের আমল বা বাণী কি শরী'আতের দলীল হিসাবে গণ্য হবে?

-মা'ছূম বিল্লাহ
সালনা, গাযীপুর, ঢাকা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বের কোন আমল বা বাণী শরী'আতের দলীল হিসাবে গণ্য নয়। কারণ তখনও তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং কোন কাজ আল্লাহ্র নিকট থেকে অহী প্রাপ্ত হয়ে করতেন না। সেজন্য ছাহাবায়ে কেরামদের কেউ গারে হেরায় বসে একদিনের জন্যও ইবাদত করেননি। কারণ তা রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বেকার আমল ছিল *(ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১১৮/১০-১১)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৩) : 'যে ব্যক্তি দু'টি হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করল এবং তার দ্বারা নিজে যেমন উপকৃত হ'ল তেমনি অন্যকেও উপকৃত করল তাহ'লে তা ষাট বছর ইবাদত অপেক্ষা উত্তম' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-আশিকুল ইসলাম, গঙ্গাচড়া, রংপুর।

উত্তর : তারীখে ইস্ফাহান ও শারফু আছহাবিল হাদীছসহ কিছু গ্রন্থে উক্ত মর্মে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ বর্ণনাটি 'জাল' *(তাহযীবুল কামাল ১৪/৩০; লিসানুল মীযান, রাবী নং ১৪৫৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৪) : কিছু মানুষকে দেখা যায় তারা কথায় কথায় বলে, 'জীবনটাই মিথ্যা'- এমন কথা বলার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-আনাস আব্দুল্লাহ
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : এখানে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ কেউ যদি দুনিয়ার জীবনকে তুচ্ছ মনে করে এবং পরকালীন জীবনকে স্থায়ী মনে করে এমন কথা বলে তাহ'লে তাতে কোন দোষ নেই। কারণ দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী। আল্লাহ বলেন, বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সবচেয়ে সঠিক বাক্য যা কোন কবি বলেছেন তা হ'ল লাবীদের এ পংক্তিটি- 'সাবধান, আল্লাহ ছাড়া সব জিনিসই বাতিল ও অসার' *(বুখারী হা/৩৮৪১; মিশকাত হা/৪৭৮৬)*। দ্বিতীয়তঃ কেউ যদি ভাগ্যের প্রতি অসন্তুষ্ট

হয়ে বা জীবনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এমন কথা বলে তাহ'লে চরম পাপ হবে। কারণ জীবনের কিছু করার ক্ষমতা নেই। বরং আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সময়কে গালি দিও না। কারণ আল্লাহ সময়ের পরিবর্তনকারী' *(বুখারী হা/৬১৮১; মুসলিম হা/২২৪৬)*। অতএব বিষয়টি ব্যক্তির নিয়ত ও অবস্থার উপর নির্ভর করবে এবং সে অনুযায়ী বিধান বর্তাবে।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৫) : আমি যে মসজিদে মুওয়াযযিন এবং ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করি, বর্ষাকালে প্রচুর ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মাঝে মাঝে সেখানে যেতে ভয় লাগে। ফলে সেই সব ওয়াক্তে মসজিদে আযান ও ছালাত হয় না। এতে কি আমি গুনাহগার হব?

-মুস্তাফীযুর রহমান, সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তর : মসজিদে আযান হওয়া ফরযে কিফায়াহ। সেজন্য প্রত্যেক মসজিদে আযান হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে ইমামসহ যে কেউ বৃষ্টি বা ভয়-ভীতির কারণে জামা'আতে ছালাত আদায় পরিত্যাগ করলে কোন দোষ নেই। তবে মসজিদের প্রতিবেশীরা একজন হ'লেও আযান ও এক্বামত দিয়ে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে মসজিদ সাধ্যমত আবাদ রাখবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৩৬৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৫৪)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৬) : হজ্জব্রত পালনরত অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-মাসঊদুর রহমান
শাখারীপাড়া, নাটোর।

উত্তর : হজ্জব্রত পালনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। একদা আরাফার মাঠে জনৈক ছাহাবী মুহরিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তাকে বরই পাতা ও পানি দিয়ে গোসল করাও, তাকে দু'টি কাপড়ে কাফন পরাও, তাকে সুগন্ধি লাগিয়ো না এবং মাথা ঢেকে দিয়ো না। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে' *(বুখারী হা/১২৬৫; মুসলিম হা/১২০৬; মিশকাত হা/১৬৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্যে বের হ'ল। অতঃপর মারা গেল। আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় হজ্জ বা ওমরার ছওয়াব লিখে দিবেন *(আবু ইয়া'লা হা/৬৩৫৭; ছহীহাহ হা/২৫৫৩)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৭) : মহিলাদের ব্যাপারে হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হ'ল মাহরাম থাকা। এক্ষণে কোন মহিলা তার ছোট বোন ও ছোট বোনের স্বামীর সাথে হজ্জ পালন করতে পারবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : সফরের জন্য মহিলাদের সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা শর্ত *(বুখারী হা/১৮৬২)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, মাহরাম ব্যতীত কোন নারী হজ্জ করবে না *(বাযযার, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৬৫)*। বোনের স্বামী মাহরাম নয়। অতএব বোন থাকা সত্ত্বেও বোনের স্বামীর তত্ত্বাবধানে হজ্জে গমন করা যাবে না *(মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ২১/১৯০)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৮) : আমি তৃতীয়বারের মত হজ্জে যেতে চাই। কিন্তু একই পরিমাণ খরচে স্ত্রী-সন্তানসহ ওমরাহ করা সম্ভব। এক্ষণে আমার কোনটা করা অধিক ছওয়াবপূর্ণ হবে?

-রফীকুল ইসলাম, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : একাধিক হজ্জ পালন করা মুস্তাহাব। আর ওমরাহ ইমাম শাফেঈ, আহমাদসহ সমকালীন অনেক বিদ্বানের মতে ওয়াজিব *(বাক্বারাহ ২/১৬৬; ইবনু মাজাহ হা/২৯০১; নববী, মিনহাযুত ত্বালেবীন ৮২ পৃ.; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৩১৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৯/৭)*। সেজন্য তৃতীয়বার হজ্জের পরিবর্তে সপরিবারে ওমরা পালন করাই উত্তম হবে। আর ওমরাহ রামাযান মাসে পালন করলে তা ছওয়াবের ক্ষেত্রে হজ্জেরই সমতুল্য *(মুসলিম হা/১২৫৬; মিশকাত হা/২৫০৯)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৫৯) : আমার পিতা ও মাতা উভয়ে হজ্জ সম্পন্ন না করে মারা গেছেন। আমি তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ-ওমরাহ করতে চাই। এক্ষণে পিতা-মাতা কার পক্ষ থেকে আগে হজ্জ-ওমরাহ পালন করব?

-ইবাদুর রহমান, মণীপুর, গাযীপুর, ঢাকা।

উত্তর : এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ)-কে জিব্রীল বলেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অথচ সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯)*। অতএব পিতা-মাতা উভয়ে সৎকর্মশীল হ'লে তাদের যেকোন একজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরা পালন করবে।

প্রশ্ন (৪০/৩৬০) : আমাদের পৈত্রিক আবাসস্থলের ব্যাপারে স্থানীয় কবিরাজের বক্তব্য হ'ল এ বাড়ী অশুভ, মন্দ আছর রয়েছে, এখানে ফেৎনা-ফাসাদ লেগেই থাকবে, এখানে থাকলে আমাদের কোন বোনের বিবাহ হবে না। তাই এ বাড়ী পরিত্যাগ করতে হবে ইত্যাদি। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-আব্দুল মালেক, শেরপুর।

উত্তর : এগুলি সব ভুয়া কথা। শরী'আতে শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কোনকিছুর ভিত্তি নেই। কোনকিছুতে কল্যাণ দান করা বা না করার মালিক আল্লাহ। উক্ত বাড়ি বা ভূমির কল্যাণ বা অকল্যাণের ব্যাপারে আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন। কারণ গায়েবের চাবিকাঠি আল্লাহ্র হাতে *(আন'আম ৬/৫৯)*। তবে দুষ্ট জিনের আশংকা করলে অধিকহারে সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করবে। বিশেষ করে শেষ দুই আয়াত। সাথে সাথে আয়াতুল কুরসী, সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ অধিকহারে পাঠ করবে। বিশেষতঃ সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করবে। অথবা সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব সারা দেহে বুলাবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৫৩২)*। বাড়ির সকল বিপদাপদ দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ১৯/৫৫; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/৮৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৪/২৬৭)*।

এক নযরে হজ্জ

(১) ‘মীক্বাত’ থেকে ইহরামের পোষাক পরে ‘হজ্জে তামাত্তু’ সম্পাদনকারীগণ ওমরাহ্র নিয়ত করবেন এবং বলবেন ‘লাব্বাইক ওমরাতান’, ‘হজ্জে ‘ক্বিরান’ সম্পাদনকারীগণ একই সাথে হজ্জ ও ওমরাহ্র নিয়ত করবেন এবং বলবেন ‘লাব্বাইক ওমরাতান ওয়া হাজ্জান’ এবং হজ্জে ‘ইফরাদ’ সম্পাদনকারীগণ শুধুমাত্র হজ্জের নিয়ত করবেন এবং বলবেন ‘লাব্বাইক হাজ্জান’। অতঃপর সরবে ‘তালবিয়াহ’ পড়তে পড়তে কা‘বা গৃহে পৌঁছবেন।

(২) ‘হাজারে আসওয়াদ’ হ’তে ডান দিক থেকে ত্বাওয়াফ শুরু করে পুনরায় হাজারে আসওয়াদে এসে এক চক্কর শেষ করবেন। এসময় পুরুষেরা ডান কাঁধ ফাঁকা করে বাম কাঁধের উপর চাদর রাখবেন। ত্বাওয়াফে কুদূম ও ওমরার প্রথম তিন ত্বাওয়াফে রমল করবেন। মহিলারা স্বাভাবিক পোষাকে ও স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। এভাবে সাত চক্করের মাধ্যমে ত্বাওয়াফ সমাপ্ত করবেন। ‘রুক্নে ইয়ামানী’ ও ‘হাজারে আসওয়াদ’-এর মধ্যে *‘রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা ‘আযাবান্না-র’* দো‘আটি পড়বেন।

(৩) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে অথবা হারামের যেকোন স্থানে দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করবেন। এসময় সূরা ফাতিহা শেষে প্রথম রাক‘আতে ‘সূরা কাফেরূন’ ও দ্বিতীয় রাক‘আতে ‘সূরা ইখলাছ’ পাঠ করবেন। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন।

(৪) এরপর ছাফা ও মারওয়া সাঈ করবেন। প্রথমে ‘ছাফা’ পাহাড়ে উঠে কা‘বার দিকে মুখ করে দু’হাত তুলে কমপক্ষে তিন বার *‘লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; আ-য়িবূনা তা-ইবূনা ‘আ-বিদূনা সা-জিদূনা লি রব্বিনা হা-মিদূনা; ছাদাক্বাল্ল-হু ওয়া‘দাহু ওয়া নাছারা ‘আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু’* দো‘আটি পড়ে ‘মারওয়া’র দিকে ‘সাঈ’ শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। ‘ছাফা’ হ’তে ‘মারওয়া’ পর্যন্ত একবার ‘সাঈ’ ধরা হবে। এইভাবে সপ্তম বারে ‘মারওয়া’য় গিয়ে ‘সাঈ’ শেষ হবে।

(৫) ‘সাঈ’ শেষে মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সব চুল ছোট করবেন। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ সামান্য চুল ছাঁটবেন।

(৬) ‘হজ্জে তামাত্তু’ সম্পাদনকারীগণ প্রথমে ওমরাহ শেষ করে হালাল হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। কিন্তু ‘হজ্জে ইফরাদ’ ও ‘ক্বিরান’ সম্পাদনকারীগণ ইহরামের পোষাকে থেকে যাবেন।

(৭) ৮ই যুলহিজ্জার দিন সকালে মক্কায় স্বীয় আবাসস্থল হ’তে গোসল করে ও খোশবু লাগিয়ে হজ্জের ইহরাম বেঁধে *‘লাব্বাইকা আল্ল-হুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক; ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক; লা শারীকা লাক’* বলে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মিনার দিকে রওয়ানা হবেন।

(৮) মিনায় পৌঁছে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে ‘ক্বছর’ সহ আদায় করবেন। দুই ওয়াক্তের ছালাত একত্রে জমা করা যাবে না।

(৯) ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর ধীর-স্থিরভাবে ‘তালবিয়াহ’ ও ‘তাকবীর’ বলতে বলতে আরাফাহ ময়দানের দিকে যাত্রা শুরু করবেন ও সেখানে গিয়ে অবস্থান নিবেন। অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে দু’হাত উঠিয়ে দো‘আ-ইস্তিগফার ও যিকর-আযকার অধিক হারে করবেন। অতঃপর হজ্জের খুৎবা শ্রবণ শেষে সূর্য পশ্চিমে ঢলার পর যোহর ও আছরের ছালাত যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে ক্বছর সহ একত্রে ‘জমা’ করে পড়বেন।

অতঃপর সূর্যাস্তের পর আরাফাহ হ’তে মুযদালেফার দিকে রওয়ানা হবেন এবং সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিবের তিন রাক‘আত ও এশার দু’রাক‘আত ছালাত ক্বছর সহ এশার আউয়াল ওয়াক্তে ‘জমা’ করে পড়বেন। অতঃপর ঘুমিয়ে যাবেন। ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায় করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু’হাত তুলে দো‘আ-দরূদ ও যিকর-আযকারে লিপ্ত হবেন। অতঃপর ফর্সা হ’লে সূর্যোদয়ের আগেই মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। এ সময় মুযদালিফা হ’তে ৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে নিবেন।

(১০) মিনায় পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর ‘জামরাতুল আক্বাবা’য় অর্থাৎ বড় জামরায় গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন ও প্রতিবারে ‘আল্লাহু আকবার’ বলবেন। কংকর মারা হ’লে কুরবানী করবেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা ছোট করে সমস্ত মাথার চুল ছাঁটবেন। তবে এতে আগপিছ হ’লে দোষ নেই।

(১১) এরপর ইহরাম খুলে ‘প্রাথমিক হালাল’ হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। এসময় স্ত্রী মিলন ব্যতীত বাকী সব কাজ সাধারণভাবে করা যাবে।

(১২) অতঃপর মক্কায় গিয়ে ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ’ সেরে তামাত্তু হাজীগণ ছাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। কিন্তু ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় পৌঁছে সাঈ সহ ‘ত্বাওয়াফে কুদূম’ করে থাকলে শেষে ‘ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্’র পর আর সাঈ করবেন না।

(১৩) কা‘বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে আসবেন ও সেখানে রাতে বিশ্রাম নিবেন। অতঃপর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে প্রতিদিন দুপুরে সূর্য ঢলার পর তিন জামরায় ৩×৭=২১টি করে কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলবেন। ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে একটু দূরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু’হাত উঠিয়ে প্রাণ খুলে আল্লাহ্র নিকটে দো‘আ করবেন।

(১৪) ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান, তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু ১২ তারিখে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই যদি মিনায় সূর্যাস্ত হয়, তাহ’লে তাকে সেখানে অবস্থান করে ১৩ তারিখে কংকর মেরে আসতে হবে।

(১৫) সবশেষে মক্কায় ফিরে মক্কা থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ‘ত্বাওয়াফে বিদা’ বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। তবে ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী নারীদের জন্য এটা মাফ। ‘ত্বাওয়াফে বিদা’র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫; ‘বিদায় হজ্জের বিবরণ’ অনুচ্ছেদ)*।

বি.দ্র. হজ্জের বিস্তারিত নিয়মাবলী জানার জন্য প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত ‘হজ্জ ও ওমরাহ’ বইটি পাঠ করুন!

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জুন-জুলাই ২০২২ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জুন	০১ যুলক্বা'দাহ	১৮ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৮
০৩ জুন	০৩ যুলক্বা'দাহ	২০ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:০৯
০৫ জুন	০৫ যুলক্বা'দাহ	২২ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১০
০৭ জুন	০৭ যুলক্বা'দাহ	২৪ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৫	০৮:১১
০৯ জুন	০৯ যুলক্বা'দাহ	২৬ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১২
১১ জুন	১১ যুলক্বা'দাহ	২৮ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১৩
১৩ জুন	১৩ যুলক্বা'দাহ	৩০ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৪
১৫ জুন	১৫ যুলক্বা'দাহ	০১ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৫
১৭ জুন	১৭ যুলক্বা'দাহ	০৩ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৪৩	০৫:১১	১১:৫৯	০৩:১৮	০৬:৪৮	০৮:১৫
১৯ জুন	১৯ যুলক্বা'দাহ	০৫ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৮	০৮:১৬
২১ জুন	২১ যুলক্বা'দাহ	০৭ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৪৪	০৫:১১	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৯	০৮:১৬
২৩ জুন	২৩ যুলক্বা'দাহ	০৯ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৪৫	০৫:১২	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৪৯	০৮:১৭
২৫ জুন	২৫ যুলক্বা'দাহ	১১ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৪৫	০৫:১২	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৫০	০৮:১৭
২৭ জুন	২৭ যুলক্বা'দাহ	১৩ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৪৬	০৫:১৩	১২:০১	০৩:২০	০৬:৫০	০৮:১৭
২৯ জুন	২৯ যুলক্বা'দাহ	১৫ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৭	০৫:১৪	১২:০২	০৩:২০	০৬:৫০	০৮:১৭
০১ জুলাই	০১ যুলহিজ্জাহ	১৭ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৪৭	০৫:১৪	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫১	০৮:১৭
০৩ জুলাই	০৩ যুলহিজ্জাহ	১৯ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৪৮	০৫:১৫	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৫ জুলাই	০৫ যুলহিজ্জাহ	২১ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৪৯	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৭ জুলাই	০৭ যুলহিজ্জাহ	২৩ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৫০	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২৩	০৬:৫১	০৮:১৬
০৯ জুলাই	০৯ যুলহিজ্জাহ	২৫ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৫১	০৫:১৭	১২:০৪	০৩:২৩	০৬:৫০	০৮:১৬
১১ জুলাই	১১ যুলহিজ্জাহ	২৭ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৫২	০৫:১৮	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৬
১৩ জুলাই	১৩ যুলহিজ্জাহ	২৯ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৫৩	০৫:১৯	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৫
১৫ জুলাই	১৫ যুলহিজ্জাহ	৩১ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৫৫	০৫:২০	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৪

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	+১	+১	০
শরীয়তপুর	+২	০	−১	−১	−২
নারায়ণগঞ্জ	০	০	−১	০	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৪	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৩	−২	+১	০	০
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+২	+২	+১
মুন্সিগঞ্জ	+১	−১	−১	−১	−২
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৫	+২
মাদারীপুর	+৩	+১	০	০	−২
গোপালগঞ্জ	+৫	+২	+২	+১	−১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−২	+১	+৫	+৫	+৫
ময়মনসিংহ	−৩	০	+৩	+২	+৩
জামালপুর	−২	+২	+৫	+৫	+৫
নেত্রকোণা	−৫	−১	+২	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৭	+৫	+৪	+৪	+২
সাতক্ষীরা	+৯	+৫	+৫	+৩	+১
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৬	+৪	+৩	+৩	+১
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬	+৬	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৪	+২
খুলনা	+৭	+৩	+৩	+২	০
বাগেরহাট	+৬	+২	+২	০	−২
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫	+৫	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম					
ঝালকাঠি	+৫	+১	+১	−১	−৩
পটুয়াখালী	+৫	০	+১	−৩	−৫
পিরোজপুর	+৬	+২	+২	−১	−৩
বরিশাল	+৪	০	০	−২	−৪
ভোলা	+৩	−১	−১	−৩	−৫
বরগুনা	+৭	+১	+২	−২	−৫

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৪	+৬	+৬	+৫
বগুড়া	+১	+৪	+৮	+৭	+৭
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৪	+৬	+৮	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+১	+৫	+১০	+৯	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৯	+১২	+১১	+১১
নওগা	+৩	+৬	+৯	+৯	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	−১	+৭	+১৫	+১৩	+১৬
দিনাজপুর	+১	+৭	+১৩	+১১	+১৩
লালমণিরহাট	−৩	+৪	+১০	+৯	+১১
নীলফামারী	−১	+৬	+১৩	+১১	+১৩
গাইবান্ধা	−১	+৩	+৮	+৭	+৮
ঠাকুরগাঁও	০	+৮	+১৫	+১৩	+১৫
রংপুর	−২	+৪	+১০	+৯	+১১
কুড়িগ্রাম	−৪	+৩	+৯	+৮	+৯

চট্টগাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৪	−৪	−৫
ফেনী	−১	−৪	−৫	−৫	−৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−২	−২	−৩
রাঙ্গামাটি	−৩	−৭	−৭	−১০	−১১
নোয়াখালী	+১	−৩	−৩	−৪	−৬
চাঁদপুর	+১	−১	−২	−২	−৩
লক্ষ্মীপুর	+১	−২	−২	−৩	−৫
চট্টগ্রাম	−১	−৬	−৫	−৯	−১১
কক্সবাজার	+১	−৬	−৫	−১১	−১৪
খাগড়াছড়ি	−৪	−৬	−৭	−৮	−৯
বান্দরবান	−২	−৭	−৭	−১০	−১৩

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৯	−৬	−২	−৩	−৩
মৌলভীবাযার	−৭	−৬	−৩	−৪	−৪
হবিগঞ্জ	−৬	−৪	−২	−২	−৩
সুনামগঞ্জ	−৮	−৪	০	−১	০

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

কর্মী সম্মেলন ২০২২

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!

প্রধান অতিথি :
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সভাপতি : ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

তারিখ : ১৭ই জুন, শুক্রবার, সকাল ৯-টা

স্থান : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 25, Issue 9, June 2022

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

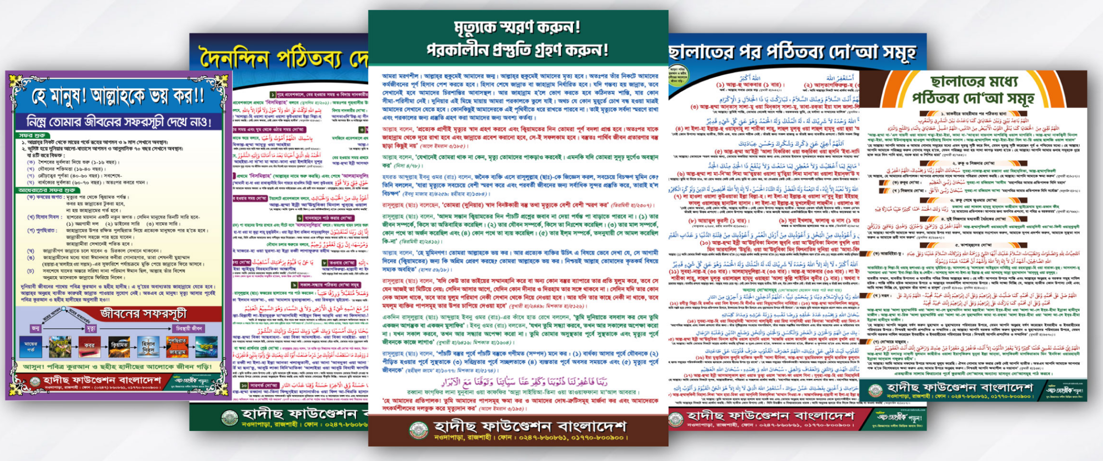

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। www.hadeethfoundationbd.com

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।